ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়

(Adharchandra Mookerjee Lectures, 1952)

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ডি.লিট.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫৮

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়

(Adharchandra Mookerjee Lectures, 1952)

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ডি.লিট.

UNIVERSITY OF CALCUTTA
ADVANCEMENT OF LEARNING

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫৮

২·৫০ টাকা

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL,
SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

1877 B—December, 1958—A.

ভূমিকা

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রসমূহ আলোচনা করিলে আপাতদৃষ্টিতে বুঝিতে পারা যায় দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহ পরস্পর বিরুদ্ধ এবং বিদ্বৎসমাজেও এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রসমূহের সিদ্ধান্তগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ। দর্শনশাস্ত্র ও বিদ্বৎপ্রসিদ্ধিতে যে সিদ্ধান্তগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বুঝিতে পারা গিয়াছে সেই সিদ্ধান্তসমূহের সমন্বয় বা অবিরোধ প্রতিপাদনের জন্য আমার অকস্মাৎ প্রবৃত্তি হইল কেন? এইরূপ প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করা প্রবন্ধারম্ভের পূর্ব্বে আমি বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। আমার গুরুদেব পরমপূজ্য-শ্রীচরণ স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় লক্ষণশাস্ত্রী দ্রাবিড় মহাশয় যখন প্রথম কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বেদান্তের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইয়া কাশীধাম হইতে কলিকাতায় আগমন করেন সেই সময় আমরা তাঁহার প্রাথমিক ছাত্র ছিলাম। নবদ্বীপ পাকা টোলের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় রমেশচন্দ্র তর্কবেদান্তমীমাংসাদিতীর্থ, বিদ্যাসাগর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয়, কলিকাতার বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বর শাস্ত্রী মহাশয়, কলিকাতার প্রখ্যাত পণ্ডিত রাম শাস্ত্রী মহাশয় এবং নবদ্বীপনিবাসী প্রখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ব্যকরণসাঙ্খ্যাদি তীর্থমহাশয় প্রভৃতি বহুতর বিদ্যার্থী স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের শ্রীচরণপ্রান্তে উপবেশন করিয়া অধ্যয়নের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। আমি বেদান্ত-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও বহুদিন পর্য্যন্ত স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের শ্রীচরণ-প্রান্তে উপবেশন করিয়া শাস্ত্রীয় উপদেশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। যখন স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয় আমাদিগকে অধ্যাপন করিতেন সেই সময়ে বারবার নানা ভঙ্গীতে ও নানা যুক্তির অবতারণাপূর্ব্বক ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রসমূহের অবিরোধ প্রতিপাদন করিতেন, নানা গ্রন্থ হইতে বাক্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া দর্শনশাস্ত্রসমূহের পরস্পর সমন্বয় বুঝাইয়া দিতেন। আমিও বহু সময়ে তাঁহার নিকটে একাকী বসিয়া দর্শনশাস্ত্রসমূহের অবিরোধ বা সমন্বয়সম্বন্ধে বহু উপদেশ পাইয়াছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের সমস্ত ছাত্ররাই তাঁহার নিকট হইতে এই উপদেশ পাইয়াছিলেন। স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয় কাশী চৌখাম্বা হইতে প্রকাশিত খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি ঐ গ্রন্থের ভূমিকাতে দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়সম্বন্ধে অনেক আলোচনাও করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ শাস্ত্রী মহাশয় যখন আমাদের পড়াইতেন তখন তিনি বারবার এই কথা বলিতেন যে, আমি যে তোমাদের পড়াইতেছি তাহা আমার কথা নহে কিন্তু তাহা আমার গুরুর কথা। আমার গুরুর কণ্ঠই আমি তোমাদের নিকটে ধ্বনিত করিতেছি। আমি এইরূপ

দৃঢ় আশা পোষণ করি যে, আমার পরে তোমরাও আমার কণ্ঠের ধ্বনি রক্ষা করিবে, আমার কণ্ঠধ্বনি আমার পরেও তোমাদের দ্বারা ধ্বনিত হইবে। তাঁহার এই উক্তি আমার কর্ণে এখনও সুস্পষ্টভাবে ধ্বনিত হইতেছে। বস্তুতঃ বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে বিদ্যার্থিগণকে অধ্যয়ন করাই তাহা সমস্তই আমার স্বর্গীয় গুরু লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয়ের কণ্ঠধ্বনিরই প্রতিধ্বনি মাত্র। স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের এমনই শিষ্যবাৎসল্য ও অধ্যাপনার রীতি ছিল যে, তাঁহার প্রত্যেকটি ছাত্রের মধ্যেই একটি অসাধারণতা পরিস্ফুট হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয় কাশীধামে কাশী কুইন্‌স্ কলেজের অধ্যাপক দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বরের অবতার স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকট সুদীর্ঘকাল ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং কাশীর অপর স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের নিকট বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যাঁহাদের নিকটে শাস্ত্রী মহাশয় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সম্ভবতঃ তাঁহাদের নিকট হইতে শাস্ত্রী মহাশয়ও দর্শনশাস্ত্র-সমন্বয়-সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয় স্বীয় গুরুগণের নিকট হইতে লব্ধ উপদেশই আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। আমার গুরুদেব আজ আর এই মরজগতে নাই তিনি কাশীতে দেহ ত্যাগ করিয়া বিশ্বনাথের দেহে বিলীন হইয়াছেন। তাঁহার বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁহার পরে তাঁহার কণ্ঠ আমরা ধ্বনিত করিব। আমি তাঁহার এক ক্ষুদ্র শিষ্য, তাঁহারই আকাঙ্ক্ষা অনুসারে, আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্য লইয়া তাঁহারই কণ্ঠ ধ্বনিত করিতে উদ্‌যুক্ত হইয়াছি। আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্যে তাঁহার কণ্ঠ যথাযথভাবে ধ্বনিত করিবার যোগ্যতা নাই। তথাপি গুরুর আদেশ অবশ্য প্রতিপালনীয় মনে করিয়া দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। নিজের অযোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি দিবার অবসর পাই নাই। তাঁহার বলবতী ইচ্ছা অনুসারে এই দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় প্রবন্ধ রচিত হইল। শিবলোকস্থিত আমার গুরু স্বর্গীয় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহারই ইচ্ছা অনুসারে রচিত এই প্রবন্ধের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করুন ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। তাঁহার করুণা-দৃষ্টিপাতমাত্রেই আমার সমগ্র প্রয়াস সফলতা লাভ করিবে। আমি অযোগ্য হইয়াও তাঁহারই কণ্ঠ ধ্বনিত করিবার দুঃসাহসজনিত আমার অপরাধ তাহা তিনি ক্ষমা করুন ইহাই একান্তভাবে প্রার্থনা করি। আমি অতি বিনীতভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া আমার গুরুর চরণকমলে এই বিনীত প্রার্থনা জানাইতেছি। পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে,

যদত্র সৌষ্ঠবং কিঞ্চিৎ তদ্‌গুরোরেব মে নহি।

২৯ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়

কোনও গ্রন্থের বা প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় কি, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে সেই গ্রন্থাদির তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ কি, গ্রন্থাদির তাৎপর্য্য কোন্ বিষয়ে আছে, ইহা নিরূপণ করা প্রথমতঃ আবশ্যক। গ্রন্থাদির তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থই সেই গ্রন্থের বা প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য অর্থ। যে অর্থে গ্রন্থপ্রবন্ধাদির তাৎপর্য্য নাই, তাদৃশ অর্থ গ্রন্থাদি মধ্যে উল্লিখিত হইলেও, তাদৃশ অর্থ গ্রন্থাদির প্রতিপাদ্য নহে। এজন্য কোন গ্রন্থের বা প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বস্তু নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমে সেই গ্রন্থ বা প্রবন্ধের তাৎপর্য্য কোথায়, কোন্ বস্তু তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত, ইহা নিরূপণ করা আবশ্যক। গ্রন্থাদির তাৎপর্য্য নিরূপিত না হইলে তাহাদের প্রতিপাদ্যও জানিতে পারা যায় না। গ্রন্থাদির প্রতিপাদ্য নিরূপণ করিতে হইলে যে প্রথমতঃ গ্রন্থাদির তাৎপর্য্য নিরূপণ আবশ্যক, ইহা ভারতীয় দার্শনিকগণ সমকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

গ্রন্থপ্রবন্ধাদি বাক্যরূপ বলিয়া বাক্যের তাৎপর্য্য নিরূপণের রীতি জানা আবশ্যক। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে এই তাৎপর্য্য নিরূপণের জন্য বহু কথা থাকিলেও সর্ব্বাচার্য্যসম্মত উপায়টি এস্থলে প্রদর্শন করিতেছি। তাহা হইতেছে—

"উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে।।"

—এই প্রাচীন উক্তি সমস্ত ভারতীয় দার্শনিকগণেরই সম্মত। ইহার অভিপ্রায় এই যে, প্রাচীন কারিকাতে তাৎপর্য্যের নির্ণায়ক হেতু ছয়টি বলা হইয়াছে।—(১) উপক্রম ও উপসংহারের ঐকরূপ্য, (২) অভ্যাস, (৩) অপূর্বতা, (৪) ফল, (৫) অর্থবাদ, (৬) উপপত্তি। এই তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক ছয়টি হেতুর কিঞ্চিৎ পরিচয় এস্থলে প্রদান করিব। গ্রন্থপ্রবন্ধাদির আদিভাগ উপক্রম ও অন্ত্যভাগ উপসংহার। যে গ্রন্থপ্রবন্ধাদির তাৎপর্য্য নিরূপণ করিতে হইবে, সেই গ্রন্থপ্রবন্ধাদির আদিভাগ ও অন্ত্যভাগই যথাক্রমে উপক্রম ও উপসংহার। প্রদর্শিত কারিকাতে উপক্রম ও উপসংহার পদদুইটি দ্বারা আদ্যন্তভাগের একার্থপর্য্যবসান লক্ষিত হইয়াছে। গ্রন্থাদির উপক্রম ও উপসংহার একই অর্থে পর্য্যবসিত হইলে সেই অর্থেই গ্রন্থাদির

তাৎপর্য্য আছে বুঝিতে পারা যায়। এইজন্য অভিযুক্তগণ বলিয়াছেন যে, "যেন চোপক্রম্যতে যেন চোপসংহ্রিয়তে স এব শব্দার্থঃ"। রেখাগণিতশাস্ত্রে প্রতিজ্ঞাবাক্য ও উপসংহারবাক্যের একার্থপর্য্যবসান অতি সুস্পষ্ট। এই প্রতিজ্ঞাবাক্য ও উপসংহারবাক্যের একার্থপর্য্যবসান দ্বারা প্রতিজ্ঞাদিসমন্বিত সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ অবগত হওয়া যায়। এইরূপ ন্যায়শাস্ত্রে পরার্থানুমান প্রদর্শক ন্যায়বাক্য প্রয়োগে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন—এই পাঁচটি অবয়ব আছে। এই পাঁচটি অবয়ব লইয়া একটি মহাবাক্য হইয়া থাকে। এই পাঁচটি অবয়বের মধ্যে প্রতিজ্ঞাবাক্যই উপক্রমবাক্য ও নিগমনবাক্যই উপসংহারবাক্য। প্রতিজ্ঞা ও নিগমন এই দুইটি বাক্য যে একার্থপর্য্যবসায়ী হইবে, ইহা ন্যায়সূত্রকার অক্ষপাদ অতি স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্বচনং নিগমনম্" (ন্যায়সূত্র—১।১।৩৯)। সাধ্যরূপে নির্দ্দেশই প্রতিজ্ঞা—যেমন "ইহা এইরূপ হইবে" এবং সিদ্ধরূপে নির্দ্দেশই নিগমন—যেমন "ইহা এইরূপ সিদ্ধ হইল"। "ইহা এইরূপ হইবে" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞাতার্থ সিদ্ধির জন্য নানাবিধ উপপত্তি ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক "ইহা এইরূপ সিদ্ধ হইল" এইরূপে উপসংহার প্রদর্শনের নাম নিগমন। এই উপক্রম ও উপসংহার যে অর্থে পর্য্যবসিত হইবে, তাহাই সেই মহাবাক্যের, প্রবন্ধের বা গ্রন্থাদির প্রতিপাদ্য অর্থ।

তাৎপর্য্যনির্ণায়ক দ্বিতীয় হেতু—অভ্যাস। একই সিদ্ধ অর্থের পুনঃপুনঃ কীর্ত্তনের নাম অভ্যাস। যে প্রবন্ধাদির যে অর্থ প্রতিপাদ্য হইবে, সেই অর্থেরই পুনঃপুনঃ কীর্ত্তন সেই প্রবন্ধাদিতে থাকিবে। একই অর্থের পুনঃপুনঃ কীর্ত্তনদ্বারা সেই অর্থই যে প্রবন্ধাদির প্রতিপাদ্য বা তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত, তাহা বুঝিতে পারা যায়। অতাৎপর্য্যবিষয়ীভূত বস্তুর অভ্যাস বা পুনঃপুনঃ উল্লেখ সম্ভাবিত নহে। অতাৎপর্য্যবিষয়ীভূত বস্তুর কথঞ্চিৎ উল্লেখমাত্র থাকিলেও তাহার পুনঃপুনঃ উল্লেখ একান্ততঃ অসম্ভাবিত।

তাৎপর্য্যনির্ণায়ক তৃতীয় হেতু—অর্থবাদ। স্তুতি বা নিন্দা—ইহার অন্যতরের বোধক বাক্যের নাম অর্থবাদ। স্তুতিপ্রতিপাদক বাক্যের নাম প্রশংসার্থবাদ ও নিন্দাপ্রতিপাদক বাক্যের নাম নিন্দার্থবাদ। যাহা অভিপ্রেত, যাহা প্রতিপাদ্য, প্রবন্ধাদিতে তাহার স্তুতি থাকিবে এবং যাহা নিষেধ্য, তাহার নিন্দা থাকিবে। স্তূয়মান বস্তুই বিধীয়মান হইয়া থাকে এবং নিন্দিত বস্তুই নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। এই স্তুতি ও নিন্দার প্রতি লক্ষ্য করিলেই কোন্ বস্তুটি গ্রন্থাদির প্রতিপাদ্য, তাহা বুঝিতে পারা যায়। স্তূয়মান বস্তুই প্রতিপাদ্য হইয়া থাকে। অপ্রতিপাদ্য বস্তুর স্তুতি বৃথাই

হইয়া থাকে। এইরূপ নিন্দিত অর্থই নিষিদ্ধ হইয়া থাকে, অনিষিধ্যমান বস্তুর নিন্দাও বৃথা।

যদিও অর্থবাদ হেতুটি উদ্ধৃত কারিকাতে পঞ্চম স্থানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি আমরা প্রয়োজনবশতঃ তৃতীয় স্থানে নির্দ্দেশ করিলাম। এই তিনটি হেতু অর্থাৎ উপক্রম-উপসংহারের ঐক্য, অভ্যাস ও অর্থবাদ—এই তিনটি শব্দঘটিত বলিয়া শব্দনিষ্ঠ। উপক্রম-উপসংহারের ঐকরূপ্য কিরূপে বাক্যের তাৎপর্য্যনির্ণায়ক হইয়া থাকে? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে বক্তব্য এই যে, বাক্যের তাৎপর্য্যবিষয়রূপে সন্দিগ্ধ বহু অর্থের মধ্যে যে অর্থে আদ্যন্তভাগের পর্য্যবসান হইবে, সেই অর্থেই তাহার তাৎপর্য্য নির্ণীত হইবে। সেই অর্থেও যদি তাৎপর্য্য না থাকে, তবে সেই অর্থে আদ্যন্তভাগের পর্য্যবসান ব্যর্থই হইবে। এইরূপ কোন স্থলে অনুবাদত্বশঙ্কানিরাসক-রূপে উপক্রম-উপসংহারের তাৎপর্য্যনির্ণায়কতা আছে। যে অর্থে উপক্রম-উপসংহারের পর্য্যবসান হইয়াছে, সেই অর্থেও যদি বাক্যটি অনুবাদরূপ হয়, তবে উপক্রম-উপসংহারের একার্থে পর্য্যবসান ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় হেতু অভ্যাস-সম্বন্ধেও বক্তব্য এই যে, সিদ্ধবস্তুবিষয়ক পুনঃপুনঃ কীর্ত্তন সেই পুনঃপুনঃ শ্রুত বিষয়ে বাক্যের তাৎপর্য্যনির্ণায়ক হইয়া থাকে। পুনঃপুনঃ শ্রুত সিদ্ধ বস্তুতেও যদি বাক্যের তাৎপর্য্য না থাকে, তবে ঐ পুনঃপুনঃ কীর্ত্তন ব্যর্থই হইবে। সিদ্ধবস্তুর পুনঃপুনঃ কীর্ত্তন সেই বস্তুতে আদরের জ্ঞাপক হইয়া থাকে। আদর জ্ঞাপনদ্বারাই অভ্যাস তাৎপর্য্যনির্ণায়ক হইয়া থাকে। এই কথা যাস্কও 'নিরুক্ত'গ্রন্থে বলিয়াছেন—"অভ্যাসে ভূয়াংসমর্থং মন্যন্তে, যথাহো দর্শনীয়াহো দর্শনীয়েতি।" (নিরুক্ত ১০-৪২)। পুনঃপুনঃ কীর্ত্তনদ্বারা যে আদরাতিশয় সূচিত হয়, তাহাই প্রদর্শন করিতে যাস্ক বলিয়াছেন—"অহো দর্শনীয়া অহো দর্শনীয়া।" এইরূপ অভ্যাসদ্বারা বক্তা কোন সুন্দরীর সৌন্দর্য্যে আদরাতিশয় প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও আদরদ্বারা আদৃত বস্তুর প্রাশস্ত্যই সিদ্ধ হয়, আর তাহাতে অভ্যস্যমান অর্থের বিধেয়ত্বানুমান দ্বারা তাৎপর্য্য-বিষয়ত্বের জ্ঞাপক হইয়া থাকে এবং অর্থবাদও প্রাশস্ত্য জ্ঞাপনদ্বারা তাৎপর্য্যবিষয়ত্বেরই জ্ঞাপক হয়, তাহা হইলেও অর্থবাদবোধ্য প্রাশস্ত্য ও অভ্যাসবোধ্য প্রাশস্ত্য একরূপ নহে। অর্থবাদবোধ্য প্রাশস্ত্য বলবদনিষ্টা-জনকত্বরূপ এবং অভ্যাসবোধ্য প্রাশস্ত্য অর্থান্তর হইতে উৎকৃষ্টত্বরূপ।

অপূর্ব্বতারূপ চতুর্থ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক হেতুর পরিচয় এই যে—অপূর্ব্বত্ব শব্দের অর্থ পূর্ব্বে অজ্ঞাতত্ব অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা যে অর্থের প্রতিপাদন করা হইতেছে, সেই অর্থ সেই বাক্যার্থজ্ঞানের পূর্ব্বে প্রমাণান্তর দ্বারা অজ্ঞাত ছিল। অজ্ঞাতার্থের জ্ঞাপক বাক্যই অপূর্ব্বার্থক। বাক্যদ্বারা প্রতিপাদ্য

বিষয়ের অজ্ঞাত বিষয়াংশেই বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। জ্ঞাতজ্ঞাপক বাক্য অনুবাদমাত্র।

তাৎপর্য্যনির্ণায়ক পঞ্চম হেতু—ফল। 'ফল' কথার অর্থ প্রয়োজনবত্ত্ব। প্রয়োজনবৎ অর্থের প্রতিপাদক বাক্যই সফল বাক্য। নিষ্প্রয়োজন অর্থের প্রতিপাদক বাক্য নিষ্ফল বাক্য।

তাৎপর্য্যনির্ণায়ক ষষ্ঠ হেতু—উপপত্তি। ইহার অভিপ্রায় এই, বাক্য যে অর্থের প্রতিপাদক হইয়াছে, সেই অর্থ প্রমাণান্তর-দ্বারা বাধিত নহে। প্রমাণান্তর-দ্বারা অবাধিত অর্থের প্রতিপাদক বাক্যই উপপত্তিযুক্ত বাক্য। অপূর্ব্বত্ব, ফল ও উপপত্তি—এই তিনটি প্রমাত্বের ঘটক বা সম্পাদক হইয়া তাৎপর্য্যের জ্ঞাপক হইয়া থাকে। এই তিনটির মধ্যে অপূর্ব্বত্ব অনুবাদবাক্যের স্বার্থে তাৎপর্য্য বারণের জন্য এবং ফল নিষ্ফল অর্থে বাক্যের তাৎপর্য্য বারণের জন্য আবশ্যক। যেমন, "উত্তানা বৈ দেবগবা বহন্তি" এই সমস্ত বাক্য স্বার্থে নিষ্ফল বলিয়া তাৎপর্য্যরহিত। এইরূপ উপপত্তিও প্রমাণান্তরবাধিত অর্থে বাক্যের তাৎপর্য্য নিষেধের জন্য আবশ্যক হইয়াছে। যেমন, "গ্রাবাণঃ প্লবন্তে" অর্থাৎ পাথর জলে ভাসে—এই বাক্যের অর্থ প্রমাণান্তর প্রত্যক্ষদ্বারা বাধিত বলিয়া এই অর্থে ঐ বাক্য তাৎপর্য্য-শূন্য। যাদৃশ জ্ঞান প্রবৃত্তিনিবৃত্তিদ্বারা অথবা সাক্ষাৎভাবে প্রমাতার ইষ্টের প্রয়োজক হয়, লোকে সেই জ্ঞানেরই প্রমাত্ব ব্যবহার আছে। নিষ্প্রয়োজন জ্ঞানের প্রমাত্ব ব্যবহার লোকপ্রসিদ্ধ নহে। এই কথাই জৈমিনি "অর্থেহনুপলব্ধে তৎপ্রমাণম্" (জৈমিনিসূত্র ১-১-৫) এই সূত্রে বলিয়াছেন। অজ্ঞাত, অবাধিত, প্রয়োজনবৎ অর্থবিষয়ক জ্ঞানই প্রমাণ। উক্ত জৈমিনিসূত্রে 'অর্থ'পদের অর্থ সপ্রয়োজন বস্তু।

প্রদর্শিত তাৎপর্য্যনির্ণায়ক হেতুগুলি-সম্বন্ধে মহামতি স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার গীতা ব্যাখ্যার প্রস্তাবনাতে বহু প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন—"বাক্যের তাৎপর্য্য নিরূপণের জন্য প্রদর্শিত উপায় ব্যতীত অন্য কোনও প্রকৃষ্ট উপায় নাই।" আমরাও এই প্রবন্ধে এই তাৎপর্য্যনির্ণায়ক হেতু সমুদায়ের দ্বারাই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রগুলির তাৎপর্য্য নিরূপণ করিব। তাহাতে দেখা যাইবে, দর্শনশাস্ত্রসমূহের তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থে পরস্পরের কোন বিরোধ নাই।

এই তাৎপর্য্য দ্বিবিধ—পরম বা চরম তাৎপর্য্য এবং অবান্তর তাৎপর্য্য। অবান্তর তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থে দর্শনশাস্ত্রসমূহের পরস্পর বিরোধ ভাসমান হইলেও পরম বা চরম তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থে দর্শনশাস্ত্রসমূহের কোন বিরোধ নাই। যে-অর্থে তাৎপর্য্যনির্ণায়ক এই ছয়টি হেতুই থাকিবে, সেই অর্থেই চরম তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।

ন্যায়শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয়

আমরা দর্শনশাস্ত্রগুলির মধ্যে প্রথমতঃ ভগবান্ অক্ষপাদপ্রণীত ন্যায়সূত্রের তাৎপর্য্য কোথায়, তাহা উপক্রম ও উপসংহারদ্বারা নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। এই ন্যায়সূত্রের প্রথম বাক্য বা সূত্র হইতেছে—"প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতন্ডা-হেত্বাভাস-চ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ" (অক্ষপাদসূত্র ১-১-১)। এই সূত্রের সংক্ষিপ্ত অর্থ—প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোলটি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স লাভ হইয়া থাকে। এই সূত্রগ্রন্থের চরম বাক্য বা সূত্র—"হেত্বাভাসাশ্চ যথোক্তাঃ" (ন্যায়সূত্র ৫-২-২৪)। এই সূত্রের সংক্ষিপ্ত অর্থ—পূর্ব্বোক্ত হেত্বাভাসগুলিও নিগ্রহস্থানের অন্তর্গত। সুতরাং অক্ষপাদসূত্রের প্রথম সূত্রে যে নিরূপণীয় ষোলটি পদার্থের কথা বলা হইয়াছে, চরমসূত্রেও সেই পদার্থ নিরূপণই উপসংহৃত হইয়াছে। নিরূপণীয় ষোলটি পদার্থের মধ্যে হেত্বাভাস একটি পদার্থ। চরমসূত্রে সেই হেত্বাভাস নিগ্রহস্থানের অন্তর্গত বলা হইয়াছে। সুতরাং উপক্রম-উপসংহারের ঐক্যদ্বারা বুঝা যায়—প্রমেয় প্রভৃতি ষোলটি পদার্থের নিরূপণেই এই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য—অপবর্গে নহে। কারণ উপক্রম-উপসংহার-দ্বারা এই শাস্ত্র অপবর্গের প্রতিপাদন করে নাই। সুতরাং এই শাস্ত্র মোক্ষপ্রতিপাদক, এইরূপ বলা যায় না। এইরূপ পূর্ব্বমীমাংসাসূত্রগ্রন্থের উপক্রমবাক্য "অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" (জৈমিনিসূত্র ১-১-১) এবং উপসংহার সূত্র "অন্বাহার্য্যে চ দর্শনাৎ" (জৈমিনিসূত্র ১২-৪-৪৭) এই উপক্রম-উপসংহার-বাক্যের আলোচনা করিলে বিহিত কর্ম্মরূপ ধর্ম্মেই এই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নিরূপিত হইয়া থাকে। এই মীমাংসাসূত্রদ্বয়ের অভিপ্রায় বেদাধ্যয়নের অনন্তর বেদার্থরূপ ধর্ম্মের বিচার করিবে—ইহাই প্রথম সূত্রের অর্থ এবং চরম সূত্রের অর্থ—অন্বাহার্য্যরূপ দক্ষিণায় ব্রাহ্মণেরই নির্দ্দেশ দেখা যায় বলিয়া ঋত্বিক্-কর্ম্মে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার। সুতরাং পূর্ব্বমীমাংসাসূত্রে উপক্রম ও উপসংহারের ঐকরূপ্য আছে বলিয়া বেদার্থরূপ ধর্ম্মই এই শাস্ত্রের প্রতি-পাদ্য বিষয়—ইহা নির্ণীত হইয়া থাকে। এইরূপ উত্তরমীমাংসাসূত্রের উপক্রমবাক্য "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (ব্রহ্মসূত্র ১-১-১) এবং এই ব্রহ্মসূত্রের উপসংহারবাক্য—"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ৪-৪-২২)। ইহার মধ্যে প্রথম সূত্রের অভিপ্রায় এই যে—মোক্ষসাধনীভূত ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য বেদান্তবাক্য-বিচার করিবে। আর দ্বিতীয় সূত্রের অভিপ্রায় ব্রহ্মজ্ঞানের ফল মোক্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। অনাবৃত্তিরূপ মোক্ষই ব্রহ্মজ্ঞানের ফল। সুতরাং এই ব্রহ্মসূত্রেরও উপক্রম-উপসংহারে একরূপতা আছে। আর তাহাতে এই

শাস্ত্র ব্রহ্মজ্ঞানসাধনক-মোক্ষতাৎপর্য্যক, ইহা নিরূপিত হইয়া থাকে। যে-অর্থে উপক্রম, সেই অর্থেই উপসংহার হইলে, সেই অর্থই বাক্যের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ কণাদসূত্রেও "অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ" (বৈ.সূ. ১-১-১)—এইরূপ উপক্রম করিয়া উপসংহারে বলা হইয়াছে "তদ্বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" (বৈ.সূ. ১০-২-৯) কণাদ-সূত্রের এই উপক্রম-উপসংহারের দ্বারা ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া বেদবাক্য প্রমাণ ও প্রমাণীভূত বেদের প্রতিপাদ্য অর্থ ধর্ম্ম—ইহাই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু অপবর্গই এই শাস্ত্রের মুখ্যতঃ প্রতিপাদ্য—ইহা বুঝিতে পারা যায় না। কণাদসূত্রের প্রশস্তপাদভাষ্যের উপক্রম-উপসংহার-দ্বারাও পদার্থের নিরূপণই এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বুঝিতে পারা যায়। প্রশস্তপাদভাষ্যে "পদার্থধর্ম্ম-সংগ্রহঃ প্রবক্ষ্যতে মহোদয়ঃ" ইহাই মঙ্গলশ্লোকের উত্তরার্দ্ধে বলা হইয়াছে। ততঃপর ভাষ্যের প্রারম্ভবাক্যে "দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং ষণ্ণাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যতত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সহেতুঃ" এবং ততঃপর উপসংহার-বাক্যে "তস্মাদিহ বুদ্ধ্যনুমেয়ঃ সমবায়ঃ" ইতি বলা হইয়াছে। এই উপক্রম-উপসংহার আলোচনা করিলেও এই শাস্ত্রের ষড়্ভাবপদার্থনিরূপণেই তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায়। তাৎপর্য্যটীকাতে বাচস্পতিমিশ্র কণাদসূত্রের ভাষ্যকার প্রশস্তপাদকে 'পদার্থবিৎ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"যথাহুঃ পদার্থবিদঃ স্রগাদ্যভিপ্রেতবিষয়সান্নিধ্যে সতি......................তৎসুখমিতি।" ইহার অভিপ্রায়, পদার্থবিৎ প্রশস্তপাদাচার্য্য বৈশেষিকসূত্রভাষ্যে এইরূপ সুখলক্ষণ বলিয়াছেন (ন্যা.সূ. ১-১-৪—১০৮ পৃঃ, মেট্রো.সং.)। বাচস্পতিও ভাষ্যকার প্রশস্তপাদকে পদার্থবিৎ বলিয়াছেন, কিন্তু অপবর্গবিৎ বলেন নাই।

পাতঞ্জলযোগসূত্রে "অথ যোগানুশাসনম্" (পাতঞ্জলসূত্র ১-১) এই উপক্রম করিয়া "পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি" (পা.সূ. ৪-৩৪)—এইরূপ উপসংহার প্রদর্শন করায় যোগের চরম ফল কৈবল্যের সহিত যোগের ব্যুৎপাদনেই এই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়।

এইরূপ সাংখ্যকারিকাতেও "দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ" এইরূপ উপক্রমবাক্যের দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য জ্ঞান যাহা দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক নিবর্ত্তক তাহা বলা হইয়াছে। এবং উপসংহারেও "পুরুষার্থজ্ঞানমিদং গুহ্যং পরমর্ষিণা সমাখ্যাতম্"—এইরূপ বলায় উপক্রমে নির্দ্দিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের উপসংহার করা হইয়াছে। এইরূপে, বৈদিক ছয়টি দর্শনের উপক্রম-উপসংহার প্রদর্শিত হইল।

উপক্রম-উপসংহার-দ্বারা উপক্রমাণুগুণ পদার্থনিরূপণে ন্যায়সূত্রের তাৎপর্য্য নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু অপবর্গে তাৎপর্য্য নিরূপিত হয় নাই। সম্প্রতি অন্যান্য লিঙ্গদ্বারা তাৎপর্য্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয় লিঙ্গ—অভ্যাস। ইহার স্বরূপ আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। ন্যায়সূত্রে অপবর্গহেতু তত্ত্বজ্ঞানে অভ্যাসরূপ তাৎপর্য্যলিঙ্গ নাই। পৌনঃপুন্যকথনরূপ অভ্যাসদ্বারা অভ্যস্যমান বস্তুতে প্রতিপাদয়িতার আদরাতিশয় সূচিত হয়, আর তদ্দ্বারা অভ্যস্যমান বস্তুতে বক্তার তাৎপর্য্য উন্নীত হইয়া থাকে। যাহা শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বস্তু, তাহাই শাস্ত্রে বিস্তৃতরূপে পুনঃপুনঃ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে এবং অপ্রধান বস্তু সংক্ষেপতঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই লৌকিকগণের ও শাস্ত্রকারগণের রীতি। এই ন্যায়সূত্রেও যে তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা সাক্ষাৎভাবে মোক্ষরূপ ফল হইবে, তাহাই প্রধানতঃ বিস্তৃতভাবে পুনঃপুনঃ কীর্ত্তিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ন্যায়সূত্রে তাহা করা হয় নাই। প্রত্যুত ইহার বিপরীতই করা হইয়াছে।

ন্যায়সূত্রে পাঁচটি অধ্যায় আছে। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়দ্বারা ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ ও প্রমাণ পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং পঞ্চমাধ্যায়ে জাতি ও নিগ্রহস্থানের বিস্তৃতভাবে নিরূপণ করা হইয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ই আত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশটি প্রমেয়ের পরীক্ষার প্রদর্শক। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে নয়টি প্রকরণ। এই নয়টি প্রকরণের মধ্যে চারিটি প্রকরণে দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ হইতে ব্যতিরিক্তরূপে আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অপর পাঁচটি প্রকরণে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাদুপকারক কিছু নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু প্রাসঙ্গিক বিষয়েরই নিরূপণ করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে সাতটি প্রকরণ আছে। তন্মধ্যে প্রথম চারিটি প্রকরণে বুদ্ধির অনিত্যত্ব, বুদ্ধির আত্মগুণত্ব, বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব এবং বুদ্ধির শরীরে অনাশ্রিতত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই চারিটি প্রকরণ প্রকৃত আত্মতত্ত্বজ্ঞানে উপযোগী। দ্বিতীয় আহ্নিকের অপর তিনটি প্রকরণ আত্মতত্ত্বজ্ঞানে উপযোগী নহে। এইরূপ চতুর্থাধ্যায়েও দুই-তিনটি প্রকরণই আত্মতত্ত্বজ্ঞানে উপযোগী দেখিতে পাওয়া যায়। বাচস্পতিমিশ্র 'ন্যায়সূচীনিবন্ধে' সমগ্র ন্যায়সূত্রের চুরাশিটি প্রকরণে বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই চতুরশীতিপ্রকরণাত্মক ন্যায়শাস্ত্রে মাত্র আট-নয়টি প্রকরণ আছে, যাহাতে আত্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, এই ন্যায়দর্শন আত্মতত্ত্বকথা সংক্ষেপে সমাপ্ত করিয়া অন্য কথাই বিস্তৃতভাবে বিচার করিয়াছেন, যাহাতে প্রমাণ, প্রমাণাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান প্রভৃতির স্বরূপ বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহাতে কিরূপে বলিতে পারা যায় যে, মোক্ষনিরূপণের জন্যই এই শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে।

তাৎপর্য্যনির্ণায়ক তৃতীয় লিঙ্গ—অপূর্ব্বত্ব, এই অপূর্ব্বত্ব ন্যায়শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য কোন্ অর্থে আছে, ইহা দেখা আবশ্যক। এই ন্যায়শাস্ত্রকে আত্মবিদ্যার প্রতিপাদক বলিয়া স্বীকার করিলেও 'অপ্রাপ্তে শাস্ত্রমর্থবৎ' অর্থাৎ প্রমাণান্তরের দ্বারা অপ্রাপ্ত অর্থের প্রতিপাদনেই শাস্ত্র সার্থক হইয়া থাকে এই ন্যায়-অনুসারে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, শাস্ত্র তাদৃশ অর্থেরই উপদেশ করিবে যাহা প্রমাণান্তর-দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় না। কিন্তু তাদৃশ অর্থ শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য হইতে পারে না, যাহা পাংশুলপাদক হালিকও অনায়াসে অবগত আছে। যাহা সর্ব্বজনজ্ঞাত বস্তু তাহা প্রেক্ষাবৎগণের অজিজ্ঞাসিত বলিয়া তাদৃশ অর্থে অপূর্ব্বত্ব না থাকায় বাক্যের তাৎপর্য্য নাই। এজন্য জ্ঞাত অর্থে বাক্যের প্রামাণ্যই সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রমাণমাত্রই অজ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপক হইয়া থাকে। জ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপকও প্রমাণ হইলে অনুবাদবাক্য, স্মৃতি প্রভৃতির প্রামাণ্যের আপত্তি হইবে। প্রমাণরীতি এইরূপ ব্যবস্থিত আছে বলিয়া অক্ষপাদসূত্রানুসারে সুখদুঃখাদিগুণবিশিষ্ট যাদৃশ আত্মতত্ত্ব, জ্ঞেয়রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাদৃশ আত্মস্বরূপ সকলেরই অনায়াসে অনুভূত হইয়া থাকে। এইজন্য সর্ব্বানুভূত বস্তুর নিরূপণ শাস্ত্রতাৎপর্য্য হইতে পারে না। এমন কোন্ লোক আছে, যে নিজেকে বিবিধ সাংসারিকজ্বালাকুলিত বলিয়া না জানে এবং সাংসারিক দুঃখজ্বালা নিবারণের উপায় অন্বেষণ না করে। সুতরাং সর্ব্বজনবিদিত আত্মতত্ত্বের উপদেশ করায় শাস্ত্র ব্যর্থতাতেই পর্য্যবসিত হইবে। তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গগুলির মধ্যে অপূর্ব্বত্বলিঙ্গই শ্রেষ্ঠ এবং তাহা প্রামাণ্যশরীর-নিষ্পাদক। এই অপূর্ব্বত্ব-লিঙ্গটি অক্ষপাদনিরূপিত আত্মতত্ত্বে নাই বলিয়া অক্ষপাদশাস্ত্রের আত্মতত্ত্বে তাৎপর্য্যও নাই। যে-অর্থ যেরূপে অবস্থিত, সেই অর্থের তথাভাবই তত্ত্ব, তাহার জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান ইহাই ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন। সুতরাং ন্যায়শাস্ত্রানুসারে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের কথা বিবেচনা করিলে অবগত হওয়া যায় যে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মনন ও ধ্যান করিয়া যাদৃক্ আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার সম্পন্ন করিতে হইবে, তাদৃশ আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার অনায়াসে ইদানীংও সকলের আছে। সুতরাং অক্ষপাদোপদিষ্ট সুখদুঃখাদিগুণযুক্ত আত্মার সাক্ষাৎকারের জন্য আত্মার শ্রবণমননাদিসাধনের বিধান নিতান্তই ব্যর্থ হইবে। লোকের ইদানীংও যাদৃশ আত্মার জ্ঞান আছে, মোক্ষের জনক—মোক্ষের অব্যবহিত পূর্ব্বভাবী আত্মজ্ঞানও সেইরূপই বটে। তাহা হইতে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। যদি সার্ব্বলৌকিক আত্মসাক্ষাৎকার অযথার্থ হইত, তবে

আত্মবিষয়ক নির্ব্বিচিকিৎস অপরোক্ষ জ্ঞান সম্পাদনের জন্য প্রয়াসও সফল হইত। অক্ষপাদ আত্মার কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি-ধর্ম্মের বাস্তবত্বই স্বীকার করিয়াছেন। 'অহং সুখী দুঃখী' ইত্যাদি প্রত্যয় ব্যতীত আত্মবিষয়ক অন্য কোনও যথার্থ প্রত্যয় নাই। আর এতাদৃশ প্রত্যয় সকলেরই সর্ব্বদা অনুবর্ত্তমান আছে বলিয়া এতাদৃশ আত্মপ্রত্যয়ের জন্য শ্রবণমননাদিও বৃথাই বটে।

ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরও বলিয়াছেন যে 'ত্বদেবমহংপ্রত্যয়বিষয়ত্বাদাত্মা তাবৎ প্রত্যক্ষঃ' (ন্যায়দর্শন ৭০৫ পৃঃ, মেট্রো.সং.)। যদি বলা হয় আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার সর্ব্বদা সকলের বিদ্যমান থাকিলে আত্মজ্ঞানের জন্য প্রয়াস ব্যর্থই বটে, কিন্তু তাহা নহে। সংসারনিবর্ত্তক আত্মতত্ত্বজ্ঞানের জন্য সাধনপরম্পরার অনুষ্ঠান আবশ্যক—এরূপ বলাও অসংগত। কারণ, এরূপ বলিলে আত্মার সুখিত্ব-দুঃখিত্বাদি প্রতীতি মিথ্যা, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং লোকসিদ্ধ আত্মার সুখিত্ব-দুঃখিত্ব-কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি প্রতিপাদনে সূত্রকার অক্ষপাদের তাৎপর্য্য নাই। ইহা লোকসিদ্ধ অনুভবের অনুবাদমাত্র। সূত্রকার অক্ষপাদ সর্ব্বলোকানুভবসিদ্ধ আত্মস্বরূপের অনুবাদ করিয়া প্রমাণান্তর-দ্বারা অজ্ঞাত প্রমাণাদিপদার্থের তত্ত্বপরিজ্ঞানের জন্য ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতেই সমস্ত সূত্রের সার্থক্যও রক্ষিত হইবে।

আরও কথা এই যে—নৈয়ায়িকাভিমত সুখদুঃখাদিমত্ত্ব যদি বাস্তব হয় অর্থাৎ সত্য হয়, তবে সত্য সুখ-দুঃখাদির জ্ঞানমাত্রদ্বারা নিবৃত্তি হইবে কিরূপে? সত্যবস্তুর জ্ঞানমাত্রদ্বারা বিনাশ হইতে পারে না। যেমন সত্য বস্তু বলিয়া আত্মার জ্ঞানদ্বারা বিনাশ হয় না। কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা সত্যবস্তুরও নাশ হইয়া থাকে বটে; কিন্তু মোক্ষসাধক জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সমুচ্চয় যেমন সমুচ্চয়বাদী ভগবদ্ভাস্কর প্রভৃতি স্বীকার করেন, নৈয়ায়িকেরা তাহা করেন না। এজন্য ন্যায়সূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকের সমাপ্তিতে "ঋণক্লেশপ্রবৃত্ত্যনুবন্ধাদপবর্গাভাবঃ" (৪-১-৫৮) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা অতি আড়ম্বরের সহিত আত্মজ্ঞানে কর্ম্মসাহিত্য ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন নিরাকরণ করিয়াছেন। সূত্রকার অক্ষপাদও তত্ত্বজ্ঞানমাত্রদ্বারাই মিথ্যাজ্ঞানাদিবিনাশক্রমে অপবর্গ সিদ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া কর্ম্মের অত্যন্ত অনুপযোগই মোক্ষে প্রদর্শন করিয়াছেন। এজন্য ন্যায়মতে মোক্ষ কর্ম্মসাধ্য নহে। আর জ্ঞানমাত্রদ্বারা তাহা স্বীকার করিলে সত্যবস্তুরও বিনাশও সম্ভাবিত নহে। এজন্য "দুঃখ-জন্মপ্রবৃত্তিদোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদন্তরাপায়াদপবর্গঃ" (১-১-২) সূত্রের অসংগতিই হইয়া পড়িবে। এজন্য জ্ঞানমাত্রদ্বারা মোক্ষের সাধ্যত্ব অভিলষিত হইলে সুখদুঃখ-কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদির সত্যত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করিতে হইবে।

আর সত্যরূপে প্রতিভাত কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মের সত্যতাভিনিবেশ পরিত্যাগ করিলে মুমুক্ষুজনের সংসার পরিত্যাগের জন্য তত্ত্বজ্ঞানার্থী হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের সাধন শ্রবণাদিতে প্রবৃত্তিও সফল হইবে। আর এতদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইল যে, যাদৃশ আত্মতত্ত্ব নৈয়ায়িকগণ প্রতিপাদিত করিয়াছেন, তাদৃশ আত্মতত্ত্ব মহর্ষি অক্ষপাদের সম্মত নহে। আর এতদ্দ্বারা ফলরূপ চতুর্থ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গও আত্মতত্ত্ব-প্রতিপাদনে অক্ষপাদসূত্রের নাই তাহা সিদ্ধ হইল। কারণ আপামরসিদ্ধ বস্তুর প্রতিপাদন নিষ্ফলই বটে।

পঞ্চম হেতু—অর্থবাদ। অর্থবাদের পরিচয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার ভগবান্ বাৎস্যায়ন (১-১-১)—অক্ষপাদসূত্রের ভাষ্যের শেষভাগে বলিয়াছেন—"সেয়মান্বীক্ষিকী প্রমাণাদিপদার্থৈর্বিভজ্যমানা প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণামাশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা।" ইহার অভিপ্রায়, প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের প্রতিপাদক আন্বীক্ষিকী শাস্ত্র সর্ব্ববিদ্যার প্রদীপস্থানীয় এবং সমস্ত কর্ম্মের উপায়ভূত এবং সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয়স্বরূপ—ইহাই 'বিদ্যোদ্দেশপ্রকরণে' বলা হইয়াছে। এই প্রদর্শিত স্তুতিবাক্যদ্বারা ভাষ্যকার আন্বীক্ষিকীরই স্তুতি করিয়াছেন, কিন্তু আত্মজ্ঞানপ্রতিপাদক বলিয়া এই শাস্ত্রের স্তুতি করেন নাই। এই শাস্ত্র প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের প্রতিপাদকরূপেই স্তুত হইয়াছে। এই স্তুতিদ্বারা আন্বীক্ষিকী শাস্ত্রের আত্মপ্রতিপাদনপরত্ব সিদ্ধ হয় না। এই বাৎস্যায়ন-ভাষ্যের বার্ত্তিকে বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, "সেয়মান্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা প্রমাণাদিভিঃ পদার্থৈর্বিভজ্যমানা প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানাং ভবতি—প্রকাশকত্বাৎ প্রদীপবৎ। প্রমাণাদি-প্রতিপাদিতমর্থমিতরা বিদ্যাঃ প্রতিপদ্যন্তে, কিমিতরাসু বিদ্যাসু প্রমাণাদীনি ন সন্তি? ন সন্তীত্যাহ। কথং ন সন্তি? অনধিকারাৎ। ন তা বিদ্যাঃ প্রমাণাদিপরিজ্ঞানেনাধিক্রিয়ন্তে, প্রমাণাদিপ্রকাশিতে ত্বর্থে তাঃ প্রবর্ত্তন্তে" (অ.সূ. ১-১-১)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, আন্বীক্ষিকীরূপ ন্যায়বিদ্যা প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থদ্বারা বিভক্ত হইয়া সমস্ত বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রদীপের মত প্রকাশক হইয়া থাকে। আন্বীক্ষিকী শাস্ত্রে ব্যুৎপাদিত প্রমাণাদিদ্বারা প্রকাশিত অর্থ ইতর-বিদ্যার বিষয় হইয়া থাকে। আন্বীক্ষিকী ব্যতিরিক্ত ইতরবিদ্যাতে কি প্রমাণাদি নাই? না, নাই। কেন নাই? ইতরবিদ্যার প্রমাণাদি প্রতিপাদনে অধিকার নাই বলিয়াই নাই। ইতরবিদ্যা প্রমাণাদি প্রতিপাদনের জন্য প্রবৃত্তই হয় নাই। কিন্তু আন্বীক্ষিকী শাস্ত্রদ্বারা ব্যুৎপাদিত প্রমাণাদি পদার্থদ্বারা প্রকাশিত অর্থে ইতরবিদ্যা প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আবার বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—"সর্ব্ববিদ্যোপকারকত্বাদাশ্রয়ঃ। সর্ব্বাসাং বিদ্যানামিয়-মুপকরোতি উপকারিত্বাদাশ্রয়ো রাজভৃত্যবদিতি।" ভাষ্যে এই আন্বীক্ষিকী

শাস্ত্রকে যে সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয় বলা হইয়াছে, তাহার বিবরণ প্রসঙ্গে বার্ত্তিককার বলিয়াছেন, সর্ব্ববিদ্যার উপকারক বলিয়াই আন্বীক্ষিকী সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয় হইয়াছে। আন্বীক্ষিকী সর্ব্ববিদ্যার উপকারক আর উপকারক বলিয়াই আশ্রয়। যেমন, ভৃত্যগণের উপকারক রাজা ভৃত্যগণের আশ্রয়।

এই ভাষ্য ও বার্ত্তিককারের প্রদর্শিত প্রশংসাবাক্য-দ্বারা প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বই এই শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া স্তুত হইয়াছে। কিন্তু এই শাস্ত্র আত্মজ্ঞানের প্রতিপাদক বলিয়া স্তুত হয় নাই। পরিশুদ্ধিকার উদয়নাচার্য্যও বলিয়াছেন, "তথা চ বিদ্যান্তরফলেনৈব অস্যাঃ ফলত্বং, ন তু পুনরসাধারণং ফলমস্যা অস্তি" (৩৬০ পৃঃ পরিশুদ্ধি, এশিয়াটিক সোসাইটি সং·)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, ত্রয়ী, বার্ত্তা প্রভৃতি বিদ্যান্তরের ফলদ্বারাই আন্বীক্ষিকীবিদ্যা ফলবতী হইয়া থাকে। কিন্তু আন্বীক্ষিকীবিদ্যার কোনও অসাধারণ ফল নাই। আমরা বাৎস্যায়নভাষ্যে যে বিদ্যোদ্দেশপ্রকরণের উল্লেখ দেখাইয়াছি, এই বিদ্যোদ্দেশপ্রকরণ কৌটিল্যকৃত অর্থশাস্ত্রে আছে। এই প্রকরণের শেষে উক্ত হইয়াছে—

প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্বধর্ম্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষিকী মতা।।

ষষ্ঠ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গ—উপপত্তি। উপপত্তি শব্দের অর্থ প্রমাণান্তর-দ্বারা অবাধিতত্ব। ন্যায়শাস্ত্রের দ্বারা যাদৃশ আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রমাণান্তর-দ্বারা বাধিত না হইলে অবাধিতত্বরূপ তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক লিঙ্গ সিদ্ধ হইত। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রোপদিষ্ট আত্মতত্ত্ব সাংখ্য-পাতঞ্জল-বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রদ্বারা বাধিত হওয়ায় তাহা অবাধিত বলিয়া সিদ্ধ হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রদর্শিত ছয়টি তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গদ্বারা ন্যায়শাস্ত্রের আত্মতত্ত্বে বা মোক্ষে তাৎপর্য্য সিদ্ধ হয় না। প্রামাণিকমূর্ধণ্য বাৎস্যায়ন, উদ্দ্যোতকর, বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতিও এইরূপই বলিয়াছেন, বস্তুতঃ আন্বীক্ষিকী শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলেও ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রবণম্ অনু (পশ্চাৎ) ঈক্ষণম্ অন্বীক্ষণম্ অন্বীক্ষা, তয়া প্রবর্ত্ততে আন্বীক্ষিকী। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, শ্রুত অর্থের যুক্তত্ব-অযুক্তত্ব নির্ণয়ের জন্য ঊহাত্মক ব্যাপারের দ্বারা অর্থনির্ণয় করিবে। শ্রবণ কথার অর্থ, শ্রুতিবাক্যসমূহের কোন্ অর্থে তাৎপর্য্য এইরূপ জিজ্ঞাসাতে শ্রুতিবাক্যসমূহের অর্থবিশেষে তাৎপর্য্যনির্ণয়ানুকূল ব্যাপারই শ্রবণ। এই তাৎপর্য্যনির্ণয়ানুকূল ব্যাপার বেদান্তবাক্যসমূহদ্বারা হইলেও বাদিগণের নানাবিধ বিপ্রতিপত্তিবশতঃ তাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হইলে সেই সন্দেহ নিরাসের জন্য আন্বীক্ষিকী শব্দোদিত যুক্তিসমূহ গ্রহণ করিয়া তাৎপর্য্য

নির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু "ন হি বরবিঘাতায় বধূদ্বাহঃ" এই ন্যায়ানুসারে বেদান্তবাক্যসমূহকেই তিরস্কৃত করিয়া যথেচ্ছভাবে শ্রুতিবাক্যবিরোধী মতের উদ্ভাবন কখনই সুসংগত হইতে পারে না। পরন্তু শ্রুতিবাক্যসমূহের অবিরোধী তর্কের উপন্যাসপূর্ব্বক শ্রুত্যর্থের সম্ভাবিতত্ব প্রদর্শনই কর্ত্তব্য। এই কথা ন্যায়ভাষ্যকারও বলিয়াছেন, "যৎ পুনরনুমানং প্রত্যক্ষাগমবিরুদ্ধং ন্যায়াভাসঃ সঃ" (অ. সূ. ১-১-১—৩৯ পৃঃ, মেট্রো. সং.)। এই বাক্যদ্বারা ভাষ্যকার আগমবিরুদ্ধ অনুমানকে ন্যায়াভাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রুত্যর্থ উপপাদনের জন্য যাহা কল্পনীয় হইবে, তাহা শ্রুত্যর্থের অবিরোধেই কল্পনা করিতে হইবে, শ্রুত্যর্থের বিরোধী অর্থ কল্পিত হইতে পারে না। এরূপ করিলেই আন্বীক্ষিকী শব্দেরও স্বারসিক অর্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। আন্বীক্ষিকীদ্বারা শ্রুত্যর্থবিরোধী অর্থ কল্পিত হইলে এই আন্বীক্ষিকীশাস্ত্রের অবৈদিকত্বেরই আপত্তি হইবে।

পূর্ব্বমীমাংসা বা উত্তরমীমাংসার মত বেদবাক্যার্থের বিচার ন্যায়-শাস্ত্রে প্রদর্শিত হয় নাই। কেবলমাত্র বৈদিক বাক্যার্থের সিদ্ধির অনুকূল যুক্তি প্রদর্শনদ্বারাই এই শাস্ত্রের বৈদিকত্ব রক্ষিত হইয়াছে। এজন্য এই ন্যায়শাস্ত্রের কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে পক্ষপাত নাই। কেবল, সমস্ত শাস্ত্রকারের অপেক্ষিত যুক্তিসমূহই এই শাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে। এই ন্যায়শাস্ত্র প্রধানভাবে ইহাই নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে যে, যে কেহ স্বীয় অভিলষিত বস্তুর সাধনে প্রবৃত্ত হইলে সেই অভিলষিত বস্তুর সাধন কিরূপে করিতে হইবে, অভিলষিত বস্তু সিদ্ধির সাধনই বা কি এবং সেই সিদ্ধিতে সাধনাভাসই বা কি এবং কিরূপেই বা বাদিগণ অসৎপথে ধাবিত হইয়া বস্তুতত্ত্বের অপলাপ করিয়া থাকেন, চক্ষুতে ধূলিপ্রক্ষেপসদৃশ বচনসমূহ রচনা করিয়া শ্রদ্ধালুজনের শ্রদ্ধার বিনাশ করিয়া থাকেন, কোন্‌টি সদুত্তর, কোন্‌টি অসদুত্তর, বিচারের গুণই বা কি, দোষই বা কি, এই সমস্ত পরিজ্ঞানের জন্য অক্ষপাদীয় দর্শন প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু এই অক্ষপাদীয় দর্শন প্রধানভাবে মোক্ষসাধন তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণের জন্য প্রবৃত্ত হয় নাই। তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানের অনুপযোগী ছল, জাতি প্রভৃতির নিরূপণ বিস্তৃতভাবে ন্যায়দর্শনে অক্ষপাদ কখনও করিতেন না। ছল, জাতি প্রভৃতির বিস্তৃতভাবে নিরূপণদ্বারাই বুঝিতে পারা যায়, এই অক্ষপাদীয় দর্শন প্রধানতঃ মোক্ষসাধন তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণের জন্য প্রবৃত্ত হয় নাই। এই দর্শনে যদি পরম্পরাক্রমেও মোক্ষসাধন তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিপাদন না থাকিত, তবে এই দর্শনে মুমুক্ষুগণের প্রবৃত্তিই হইতে পারিত না। এজন্য অক্ষপাদ এই দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রদ্বারা মোক্ষসাধন তত্ত্বজ্ঞানেরও নিরূপণ করিয়াছেন। আত্মাদি অপবর্গান্ত দ্বাদশবিধ পারিভাষিক প্রমেয় নিরূপণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের কথাও সূচিত করিয়াছেন,

কিন্তু মোক্ষসাধন তত্ত্বজ্ঞান এই শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য নহে। মোক্ষসাধন তত্ত্বজ্ঞান এই শাস্ত্রের প্রধানতঃ প্রতিপাদ্য নহে বলিয়াই তদনুরূপ আদিসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন—"প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতন্ডা-হেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ" (অ. সূ. ১-১-১)।

কাহারও কোনও বস্তুর সিদ্ধি চিকীর্ষিত হইলে এই প্রমাণাদি ষোড়শ-পদার্থের অপেক্ষা হইয়া থাকে। এজন্য প্রমাণাদি ষোড়শপদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি অর্থাৎ অভিমত সিদ্ধি হইয়া থাকে। সূত্রে নিঃশ্রেয়সপদ কেবল মোক্ষাভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হয় নাই। এজন্য এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—"তদিদং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সাধিগমশ্চ যথাবিদ্যং বেদিতব্যম্" (৬৫ পৃঃ, মেট্রো. সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি ও আন্বীক্ষিকী—এই চারিটি বিদ্যা এবং প্রত্যেক বিদ্যাতেই তত্ত্বজ্ঞান ও নিঃশ্রেয়সাধিগম আছে ও তাহা ভিন্নভিন্নরূপ হইয়া থাকে। এই ভাষ্যের ব্যাখ্যাতে মহামতি উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, "সর্ব্বাসু বিদ্যাসু তত্ত্বজ্ঞানমস্তি নিঃশ্রেয়সাধিগমশ্চ, ত্রয্যাং তাবৎ কিং তত্ত্বজ্ঞানং কশ্চ নিঃশ্রেয়সাধিগম ইতি? তত্ত্বজ্ঞানং তাবৎ অগ্নিহোত্রাদিসাধনানাং স্বাগতাদিপরিজ্ঞানমনুপহতাদিপরিজ্ঞানঞ্চ। নিঃশ্রেয়সাধিগমোঽপি স্বর্গপ্রাপ্তিঃ। তথা হি অত্র স্বর্গঃ ফলং শ্রূয়তে। অথ বার্ত্তায়াং কিং তত্ত্বজ্ঞানং কশ্চ নিঃশ্রেয়সাধিগম ইতি? ভূম্যাদিপরিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানম্। ভূমিঃ কণ্টকাদ্যনুপহতা ইত্যেতৎ তত্ত্বজ্ঞানম্। কৃষ্যাদ্যধিগমশ্চ নিঃশ্রেয়সম্। দণ্ডনীত্যাং কিং তত্ত্বজ্ঞানং কশ্চ নিঃশ্রেয়সাধিগম ইতি? সামদানদণ্ডভেদানাং যথাকালং যথাদেশং যথাশক্তি বিনিয়োগস্তত্ত্বজ্ঞানম্। নিঃশ্রেয়সং পৃথিবীজয় ইতি। ইহ ত্বধ্যাত্মবিদ্যায়াম্ আত্মজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সাধিগমোঽপবর্গপ্রাপ্তিঃ" (ন্যায়দর্শন ৬৫-৬৬ পৃঃ, মেট্রো. সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, ত্রয়ী প্রভৃতি চারিটি বিদ্যার প্রত্যেক বিদ্যাতেই তত্ত্বজ্ঞান ও নিঃশ্রেয়সাধিগম আছে। কিন্তু তাহা ভিন্নভিন্নরূপ। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, বাৎস্যায়ন ও উদ্দ্যোতকর বিদ্যা যে চারিপ্রকার বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে বিদ্যাসমুদ্দেশপ্রকরণেও বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং প্রদর্শিতরূপে বিদ্যার এই চতুর্বিধত্ব কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রানুসারেই গৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ভারতবর্ষের যখন সুদিন ছিল, তখন বিদ্যাও চতুর্বিধরূপে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের শুভদিনের অবসানে বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এই দুইটি বিদ্যা আর বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। কৃষিবাণিজ্যাদি ধনাগমপ্রতিপাদক শাস্ত্রই বার্ত্তাশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রের সুব্যবস্থার প্রতিপাদক শাস্ত্রই দণ্ডনীতিশাস্ত্র। এই দুইটি শাস্ত্র অতি অপেক্ষিত হইলেও ভারতীয়

জনগণের অকস্মাৎ স্বর্গ ও মোক্ষের প্রতি অত্যুৎকট রাগ প্রকাশিত হওয়ায় বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এই দুইটি বিদ্যাই স্বর্গ ও মোক্ষের অসাধক বলিয়া বিদ্যাস্থান হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। যেমন, নবম শতকের মহামতি জয়ন্তভট্ট (কাশ্মীরক)—কৃত 'ন্যায়মঞ্জরী'তে স্বর্গ ও মোক্ষের অসাধক বলিয়া বার্ত্তা ও দণ্ডনীতিশাস্ত্রকে বিদ্যাস্থান হইতে পরিত্যাগ করা হইয়াছে (ন্যায়মঞ্জরী ৪ পৃঃ, কাশী সং.)। ইহার বিশদ আলোচনা আমি 'প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি' গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছি।

যাহা হউক্, ন্যায়ভাষ্যকারাদির মতে বিদ্যা চারিটিই। উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন—এই চারিটি বিদ্যাতেই ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান ও ভিন্ন ভিন্ন নিঃশ্রেয়-সাধিগম আছে। ত্রয়ীতে অগ্নিহোত্রাদির সাধনসমূহের স্বাগতাদিপরিজ্ঞান ও অনুপহতাদিপরিজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান এবং অগ্নিহোত্রাদির ফল স্বর্গের প্রাপ্তি নিঃশ্রেয়সাধিগম। অগ্নিহোত্রাদি হোমের সাধনদ্রব্যাদির বিশুদ্ধ উপায়ে উপার্জ্জনই অগ্নিহোত্রাদি হোমসাধনদ্রব্যের 'স্বাগত' অর্থাৎ শুভ উপায়ে উপার্জ্জন এবং অগ্নিহোত্রাদি হোমে ক্রমপ্রাপ্ত অঙ্গসমূহের সাকল্যই স্বাগতাদি এই আদিপদের অর্থ এবং অগ্নিহোত্রাদি সাধনদ্রব্যের কুকুরমার্জ্জার প্রভৃতি দ্বারা অনুপঘাতই অনুপহতত্ব। আর বিশুদ্ধ অভিসন্ধিপূর্ব্বক অগ্নিহোত্রাদির সাধনের উপার্জ্জন 'অনুপহতাদি' এই আদিপদের অর্থ। এইরূপে ত্রয়ী বিদ্যাতে তত্ত্বজ্ঞান ও নিঃশ্রেয়সাধিগম প্রতিপাদন করিয়া বার্ত্তাশাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞান ও নিঃশ্রেয়সাধিগম প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন—বার্ত্তার উপযোগী ভূমিজলাদির পরিজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, উর্ব্বর ভূমি ও বালুকাদির দ্বারা অনুপহত ভূমির পরিজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান এবং শস্যতৃণেন্ধনাদির অধিগতিই নিঃশ্রেয়স। প্রদর্শিত তত্ত্বজ্ঞান হইতেই শস্যাদি ফলের লাভ হইয়া থাকে। এইরূপ দণ্ডনীতিতে সাম-দান-ভেদ-দণ্ডরূপ উপায়চতুষ্টয়ের দণ্ডনীতি-প্রদর্শিতরূপে যথাকালে ও যথাদেশে যথাশক্তি-বিনিয়োগের নাম তত্ত্বজ্ঞান এবং সমগ্র পৃথিবীজয়ই নিঃশ্রেয়স। আর অধ্যাত্মবিদ্যাতে আত্মার জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান এবং অপবর্গলাভই নিঃশ্রেয়স। আত্মতত্ত্বনিরূপণের জন্য যে-বিদ্যা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাকেই অধ্যাত্ম বিদ্যা বলে।

এইরূপে অনেক প্রকার তত্ত্বজ্ঞান ও অনেক প্রকার নিঃশ্রেয়সের সংগ্রহের জন্য এই ন্যায়দর্শনের প্রথমসূত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই ন্যায়দর্শন-দ্বারা ব্যুৎপাদ্য তর্কাদির পরিজ্ঞান ব্যতীত ত্রয়ী প্রভৃতি বিদ্যাদ্বারা যাবন্মাত্র অবগত হওয়া যায় তাবন্মাত্র দ্বারা প্রেক্ষাবৎগণের পরিতোষ হইতে পারে না। যেমন, ত্রয়ী বিদ্যাতে 'আদিত্যো যূপঃ যজমানঃ প্রস্তরঃ' বলা হইয়াছে এই বাক্যদ্বারা আদিত্যই যূপ ও যজমানই প্রস্তর এইরূপ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে শ্রুতির তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ

সিদ্ধ হয় না এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সহিত বিরোধও ঘটে। এইজন্য আন্বীক্ষিকী প্রদর্শিত তর্কের সাহায্যে শ্রুতির তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা অবাধিত 'আদিত্যের মত উজ্জ্বল যূপ' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। ঘৃতাক্ত হইয়া যূপ আদিত্যের মত উজ্জ্বল হইয়া থাকে। এইরূপ দর্ভমুষ্টিরূপ প্রস্তর যজমানের মতই কার্য্যসাধক হইয়া থাকে বলিয়া প্রস্তরকে যজমান বলা হইয়াছে। এইরূপে ত্রয়ীবাক্যের অর্থ আন্বীক্ষিকী প্রদর্শিত তর্কের সাহায্যে নির্ণীত হইয়া থাকে। আন্বীক্ষিকী ত্রয়ীর সহায়ক না হইলে ত্রয়ী প্রদর্শিত অর্থ অনর্থেই পর্য্যবসিত হইত।

এইরূপ বার্ত্তাদি শাস্ত্রেও 'মাঘে কর্ষিতা ভূমিঃ স্বর্ণময়ং ফলমাধত্তে' এইরূপ বাক্য যথাশ্রুতার্থে গৃহীত হইলে অনর্থপ্রাপ্তিতেই পর্য্যবসিত হইত। মাঘকর্ষণদ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির বৃদ্ধি হয়, আর তাহাতেই সেই ভূমিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় বলিয়া 'স্বর্ণময়ং ফলং প্রসূতে' বলা হইয়াছে। এইরূপে আন্বীক্ষিকীশাস্ত্র সমস্ত বিদ্যারই উপকারক হইয়া থাকে বলিয়া ভাষ্যকার এই শাস্ত্রকে 'প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানাম্' এইরূপ বলিয়াছেন। এই আন্বীক্ষিকীবিদ্যাই যদি মোক্ষবিদ্যা হইত, তবে ভাষ্যকার 'প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানাম্' না বলিয়া 'সারভূতা সর্ববিদ্যানাম্' এইরূপ বলিতেন।

ভগবান্ বাৎস্যায়ন প্রথমসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, প্রথমসূত্রে সূত্রকার যে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রমাণ ও প্রমেয় এই দুইটি পদার্থ বলিলেই ত হইত। সংশয়াদিনিগ্রহস্থানান্ত চৌদ্দটি পদার্থের পৃথগ্ভাবে নির্দ্দেশ করিলেন কেন? এইরূপ আশঙ্কা-প্রদর্শনের জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"তত্র সংশয়াদীনাং পৃথগ্বচনম্ অনর্থকম্। সংশয়াদয়ো যথাসম্ভবং প্রমাণেষু প্রমেয়েষু চান্তর্ভবন্তো ন ব্যতিরিচ্যন্ত ইতি। সত্যমেতৎ। ইমাস্তু চতস্রো বিদ্যাঃ পৃথক্প্রস্থানাঃ প্রাণভৃতামনুগ্রহায় উপদিশ্যন্তে। যাসাং চতুর্থীয়মান্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা। তস্যাঃ পৃথক্প্রস্থানাঃ সংশয়াদয়ঃ পদার্থাঃ। তেষাং পৃথগ্বচনমন্তরেণাধ্যাত্ম-বিদ্যামাত্রমিয়ং স্যাৎ, যথোপনিষদঃ। তস্মাৎ সংশয়াদিভিঃ পদার্থৈঃ পৃথক্ প্রস্থাপ্যতে" (অ. সূ. ১-১-১—৩৪-৩৫ পৃঃ মেট্রো. সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বপক্ষী যে সংশয়াদি চৌদ্দটি পদার্থের পৃথক্ নির্দ্দেশ নিরর্থক বলিয়াছেন, কারণ এই চৌদ্দটি পদার্থ যথাসম্ভব প্রমাণে বা প্রমেয়ে অন্তর্ভূত হইয়া থাকে বলিয়া সংশয়াদি চৌদ্দটি পদার্থ প্রমাণ ও প্রমেয় হইতে ব্যতিরিক্ত নহে। সুতরাং প্রমাণ ও প্রমেয় এই দুইটি মাত্র পদার্থের নির্দ্দেশ করিলেই অভিমত সিদ্ধি হইতে পারিত। ইহা পূর্ব্বপক্ষী সত্যই

বলিয়াছেন। তথাপি সংশয়াদি চৌদ্দটি পদার্থের পৃথগ্ভাবে উদ্দেশ করিবার প্রয়োজন এই যে, ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি ও আন্বীক্ষিকী—এই চারিটি বিদ্যার প্রতিটি বিদ্যাই পৃথক্‌প্রস্থান অর্থাৎ বিলক্ষণব্যাপারসম্পন্ন। এইরূপে পৃথগ্‌ব্যাপারসম্পন্ন বলিয়া এই চারিটি বিদ্যা প্রাণিমাত্রের অনুগ্রহের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। এই চারিটি বিদ্যার চতুর্থী বিদ্যা আন্বীক্ষিকী বা ন্যায়বিদ্যা। এই ন্যায়বিদ্যার অসাধারণ প্রতিপাদ্য সংশয়াদি চৌদ্দটি পদার্থ। তাহা পৃথগ্ভাবে উদ্দেশ না করিয়া কেবল প্রমাণ ও প্রমেয় মাত্রের উদ্দেশ করিলে এই ন্যায়বিদ্যাও অধ্যাত্মবিদ্যামাত্র হইয়া যাইত। এই ন্যায়বিদ্যা কেবলমাত্র অধ্যাত্মবিদ্যা হইয়া পড়িত। যেমন, উপনিষৎসমূহ। এই ন্যায়বিদ্যাও উপনিষৎসমূহের মত কেবলমাত্র অধ্যাত্মবিদ্যায় পর্য্যবসিত না হউক্, এজন্য বিচারপরিকর সংশয়াদি চৌদ্দটি পদার্থের সহিত অন্য বিদ্যা হইতে বিলক্ষণব্যাপার এই ন্যায়বিদ্যা নিরূপিত হইতেছে।

এই ভাষ্যের ব্যাখ্যাতে বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন, এই আন্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা যদি সংশয়াদি চৌদ্দটি পদার্থের নির্ণয় না করিত, তবে এই ন্যায়বিদ্যাও আত্মবিদ্যামাত্রই হইয়া যাইত। আত্মবিদ্যামাত্র হইলেই বা ক্ষতি কি' হইত, এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বার্ত্তিককার বলিয়াছেন, "অধ্যাত্মবিদ্যামাত্রত্বাৎ উপনিষদ্বিদ্যাবৎ ত্রয্যামেবান্তর্ভাবঃ ইতি চতুষ্টবং নিবর্ত্ততে। তস্মাৎ পৃথক্ গৃহ্যন্তে।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, ন্যায়বিদ্যাও অধ্যাত্মবিদ্যামাত্র হইলে তাহাও উপনিষৎবিদ্যার মতই ত্রয়ীবিদ্যাতেই অন্তর্ভূত হইত, তাহাতে বিদ্যার চতুর্বিধত্বই নিবৃত্ত হইয়া যাইত। 'ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি' এই তিনটি মাত্রই বিদ্যা হইত।

ন্যায়ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারের এই বাক্যগুলি আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, এই ন্যায়বিদ্যা বা ন্যায়দর্শন পদার্থব্যবস্থাপক যুক্তিসমূহ নিরূপণের জন্যই প্রবৃত্ত হইয়াছে, কেবল আত্মতত্ত্ব নিরূপণের জন্য নহে। আত্মরূপ প্রমেয়তত্ত্বের নিরূপণের জন্য উপনিষৎ বা বেদান্তই প্রবৃত্ত হইয়াছে—ইহা ভাষ্যকারের উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ঔপনিষদ সিদ্ধান্তের বিরোধের জন্য এই ন্যায়বিদ্যা প্রবৃত্ত হইয়াছে—ইহা ভাষ্যকারাদির উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ বার্ত্তিকের তাৎপর্য্যটীকাকার মহামতি বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, "যদ্যপি ইতরা বিদ্যাঃ প্রামাণিকমেবার্থমভিনিবিশন্তে, তথাপি এতদ্বিদ্যা-প্রতিপাদ্যমেব প্রমাণাদ্যুপজীব্য স্বে স্বে ব্যুৎপাদ্যে অর্থতত্ত্বে প্রবর্ত্তন্তে ন তু প্রমাণাদ্যপি ব্যুৎপাদয়ন্তি। তদনেন বিদ্যোপকরণগ্রহণেন ব্যাপারঃ আন্বীক্ষিক্যা দর্শিতঃ" (তাৎপর্য্যটীকা—৬৪ পৃঃ, মেট্রো. সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যদিও ত্রয়ী, বার্ত্তা প্রভৃতি শাস্ত্র প্রামাণিক অর্থেরই প্রতিপাদন করিয়াছে, তথাপি

এই ন্যায়বিদ্যাপ্রতিপাদ্য প্রমাণাদিতত্ত্ব অবলম্বন করিয়াই স্ব স্ব ব্যুৎপাদ্য অর্থতত্ত্বে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইতরবিদ্যাসমূহ প্রামাণিক অর্থের প্রতিপাদক হইলেও তাহাতে প্রমাণাদির ব্যুৎপাদন করা হয় নাই। সুতরাং ইতরবিদ্যার উপকরণ প্রতিপাদনই আন্বীক্ষিকীর ব্যাপার।

তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধিকার আচার্য্য উদয়নও বলিয়াছেন যে, "তদেতদুক্তং ভবতি—ন্যায়ব্যুৎপাদনে ব্যাপারবত্তয়া ইয়মান্বীক্ষিকী বিদ্যান্তরাদ্ ভিদ্যতে। স চ সংশয়াদ্যঙ্গোপাঙ্গেনৈব ব্যুৎপাদিতো ভবতি। ততোঽস্যাঃ সংশয়াদয়ো বিষয়ভূতাঃ। তান্ অন্তরেণ নির্বিষয়তয়া বিদ্যৈব ন স্যাৎ। বিষয়ান্তরবত্তয়া বিদ্যান্তরমেব বা স্যাদিতি" (তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি—২৪১ পৃঃ, এশি. সোসা. সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, আন্বীক্ষিকীর অসাধারণ ব্যাপার ন্যায়ব্যুৎপাদন। অন্য কোন বিদ্যাতে ন্যায়ব্যুৎপাদন করা হয় নাই। এজন্য ন্যায়ব্যুৎপাদক বলিয়াই আন্বীক্ষিকী বিদ্যান্তর হইতে ভিন্ন হইয়াছে। ন্যায়ব্যুৎপাদনে প্রবৃত্ত আন্বীক্ষিকীশাস্ত্রের সংশয়াদিই অসাধারণ ব্যুৎপাদ্য বিষয়। এজন্য সংশয়াদিই ন্যায়শাস্ত্রের অসাধারণ বিষয়। সংশয়াদির ব্যুৎপাদন না করিলে আন্বীক্ষিকীশাস্ত্র নির্বিষয় হইয়া যাইত। নির্বিষয় বলিয়া আন্বীক্ষিকী বিদ্যাই হইতে পারিত না। আর আন্বীক্ষিকীশাস্ত্র বিষয়ান্তরের প্রতিপাদক হইলে তাহা আন্বীক্ষিকীবিদ্যা না হইয়া বিদ্যান্তর হইত। তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধিতে উদয়ন আরও বলিয়াছেন যে, "তথাচ বিদ্যান্তরফলেনৈবাস্যাঃ ফলবত্ত্বং ন পুনরসাধারণং ফলমস্যা অস্তীত্যর্থঃ।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, বিদ্যান্তরের ফলদ্বারাই আন্বীক্ষিকী ফলবতী হইয়াছে। ইহার অসাধারণ ফল কিছু নাই (পরিশুদ্ধি—৩৬০ পৃঃ, সোসাইটী সং.)।

তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এইরূপ শঙ্কা প্রদর্শন করিয়া তাহার সমাধানে বলিয়াছেন যে, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এই তিনটি বিদ্যামাত্রই থাকুক, চতুর্থ বিদ্যা আন্বীক্ষিকীর আবশ্যকতা কি? এইরূপ শঙ্কার সমাধানের জন্য তিনি বলিয়াছেন—"এতস্যা এব সমস্ত বিদ্যাবদাতীকরণহেতুত্বাৎ যথা ভাষ্যকারো বক্ষ্যতি—'প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামি'তি" (তাৎপর্য্যটীকা—৩৩ পৃঃ, মেট্রো. সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, এই আন্বীক্ষিকীবিদ্যা ত্রয়ী প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যাকে নির্ম্মলীকৃত করিয়া থাকে। এইজন্যই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, এই আন্বীক্ষিকীবিদ্যা সমস্ত বিদ্যার প্রদীপ। এই তাৎপর্য্যটীকার পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যায় পরিশুদ্ধিকার উদয়ন বলিয়াছেন যে, " ন হি অন্যা বিদ্যাঃ স্বং স্বমর্থং ব্যুৎপাদয়ন্ত্যোঽপি কথমেতদিতি অশ্রদ্ধামলমপনেতুমীশতে। বিনৈব আন্বীক্ষিকীমিত্যাশয়বান্ পরিহরতি 'এতস্যা এবে'তি" (পরিশুদ্ধি—২৪১-৪২ পৃঃ, এশি. সোসা. সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, ত্রয়ী প্রভৃতি অন্য বিদ্যাসমূহ স্ব স্ব অর্থের ব্যুৎপাদন করিলেও ব্যুৎপাদিত অর্থ সঙ্গত

হইল কিরূপে—এইরূপ শঙ্কাবশতঃ শ্রোতৃপুরুষের শাস্ত্রার্থবিষয়ে অশ্রদ্ধামল উৎপন্ন হইলে আন্বীক্ষিকীশাস্ত্র ব্যতীত তাহার অপনয়ন হইতে পারে না। এই কথাই তাৎপর্য্যটীকাতে বলা হইয়াছে, এই আন্বীক্ষিকীবিদ্যাই ত্রয়ী প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যাকে নির্ম্মলীকৃত করিয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধির ব্যাখ্যাতে পরিশুদ্ধিপ্রকাশে বর্দ্ধমান উপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, "অন্যস্যাপ্যর্থস্য অশ্রদ্ধামলক্ষালনশাস্ত্রব্যাপার এব অবদাতীকরণম্" (পরিশুদ্ধিপ্রকাশ—২৪২ পৃঃ, এশি. সোসা. সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, ত্রয়ী প্রভৃতি অন্য বিদ্যার প্রতিপাদ্য অর্থে শ্রোতৃপুরুষের অশ্রদ্ধামলক্ষালনই আন্বীক্ষিকীশাস্ত্রের ব্যাপার। অন্য শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য অর্থে শ্রোতৃপুরুষের অশ্রদ্ধামলক্ষালনই অবদাতীকরণ।

তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্যটীকার মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকে সূত্রকার অক্ষপাদকে প্রণাম করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "নিধয়ে বাগ্‌বিশুদ্ধীনামক্ষপাদায় তায়িনে" (২য় শ্লোক)। ইহার অভিপ্রায়, বাগ্-বিশুদ্ধির নিধি—তায়ী অক্ষপাদকে প্রণাম। পরিশুদ্ধিকার উদয়ন এই শ্লোকের 'তায়ি'পদের ব্যাখ্যাতে বলিয়াছেন, "তায়ী—তত্ত্বাধ্যবসায়সংরক্ষণক্ষমকথা-সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকঃ" (পরিশুদ্ধি—৮ পৃঃ, এশি. সোসা. সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, ত্রয়ী প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য তত্ত্বের অধ্যবসায় অর্থাৎ তত্ত্বনির্ণয় সংরক্ষণক্ষম বাদাদিকথার সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক অক্ষপাদ মহর্ষি।

এ স্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যদি মোক্ষসাধন-প্রতিপাদনে ন্যায়দর্শনেরই তাৎপর্য্য হইত, তবে আচার্য্য উদয়ন 'তত্ত্বাধ্যবসায়-সংরক্ষণক্ষম' যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে সংরক্ষণপদটি ব্যর্থই হইত। সুতরাং প্রদর্শিত ভাষ্য, বার্ত্তিক, টীকা ও পরিশুদ্ধি অনুধাবন করিলে ইহাই অবগত হওয়া যায় যে, ন্যায়শাস্ত্র মুমুক্ষুগণের অপেক্ষিত প্রমেয়তত্ত্বমাত্র ব্যুৎপাদনে প্রবৃত্ত হয় নাই, কিন্তু মুমুক্ষুজনের অপেক্ষিত শ্রুত্যাদি হইতে সমুৎপন্ন শ্রৌত আত্মতত্ত্বজ্ঞান বাদিপ্রভৃতির বিপ্রতিপত্তিদ্বারা যাহাতে কলুষিত না হইতে পারে, তাদৃশ যুক্তিসমুদ্ভাবনেই ন্যায়শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। যেমন ব্যাকরণশাস্ত্র সমস্ত বিদ্যার অঙ্গ বলিয়া ব্যাকরণশাস্ত্র স্বতন্ত্রভাবে কোনও মতের প্রতিষ্ঠাপক নহে, কিন্তু ব্যুৎপত্তি আধানদ্বারা অধ্যেতব্য সমস্ত বিদ্যাতে যোগ্যতাতিশয় আপাদন করিয়া থাকে। এজন্য মাত্র ব্যাকরণ অধ্যয়ন-দ্বারা কৃতকৃত্যতা সম্পাদিত হয় না। কিন্তু অধীতব্যাকরণ পুরুষ অন্যান্য দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াই কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। এইরূপ ন্যায়দর্শন-সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। যেমন, ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রসঙ্গবশতঃ সৎকার্য্যবাদাদি দার্শনিক প্রতিপাদ্য বস্তু গ্রহণ করিয়া বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু সৎকার্য্যবাদাদি ব্যাকরণশাস্ত্রের অসাধারণ প্রতিপাদ্য নহে। শব্দের সাধুত্ব

জ্ঞাপন করিয়াই ব্যাকরণশাস্ত্র উপরতব্যাপার হইয়াছে। শব্দের সাধুত্ব-জ্ঞাপক উপায়ই ব্যাকরণশাস্ত্রের অসাধারণ প্রতিপাদ্য। এইরূপ ন্যায়শাস্ত্রও প্রধানতঃ প্রমাণ প্রমাণাভাসাদি নিরূপণের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গ-বশতঃ কোনও স্থলে স্বমতপরিগ্রহের মত মনে হইলেও তাহাতে ন্যায়-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নাই। যেমন, ব্যাকরণশাস্ত্রে কর্ত্তৃকর্ম্মাদি কারকের লক্ষণসূত্র প্রণয়ন করিয়া সেই লক্ষণের লক্ষ্যে প্রবৃত্তি দেখাইবার জন্য লক্ষণপ্রণেতৃ বৈয়াকরণাচার্য্য স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে নানাবিধ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু কোন একটি উদাহরণে তাঁহাদের নির্ভর নাই। এজন্য কেহ এইরূপ শঙ্কা উদ্ভাবন করে না যে, এই ব্যাকরণসূত্রকার কেন এই উদাহরণটি প্রদর্শন করিলেন, অন্য উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন না কেন? এইরূপ আশঙ্কা না করার অভিপ্রায় এই যে, ব্যাকরণসূত্রকারগণের উদাহরণে তাৎপর্য্য নাই।

এইরূপ ন্যায়দর্শনেও কোন বস্তুসিদ্ধির অনুকূলে অপেক্ষিত যুক্ত্যাদির প্রবৃত্তি প্রদর্শনের জন্য শিষ্যবুদ্ধির বৈশদ্য অভিপ্রায়ে কোন লক্ষ্য বা বিষয় নিরূপিত হইলেও বস্তুতঃ ঐ প্রদর্শিত লক্ষ্যে বা বিষয়ে ন্যায়দর্শনের তাৎপর্য্য নাই। যেমন, ন্যায়দর্শনের পঞ্চমাধ্যায়ে জাতি ও নিগ্রহস্থান নিরূপণপ্রসঙ্গে ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বহুবিধ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। যুক্তিমাত্র প্রদর্শনে প্রবৃত্ত শাস্ত্র শিষ্যবুদ্ধিবৈশদ্যের জন্য নানাবিধ উদাহরণ প্রদর্শন করিলেও বস্তুতঃ ঐ উদাহরণগুলিতে ন্যায়শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নাই। কেবলমাত্র যুক্তি ব্যুৎপাদনেই ন্যায়শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। যেমন, অসৎকার্য্য-বাদ ন্যায়দর্শনের প্রতিপাদ্য বলিয়া অনেকে মনে করেন, কিন্তু প্রতিতন্ত্র-সিদ্ধান্তনিরূপণাবসরে "সমানতন্ত্রসিদ্ধঃ পরতন্ত্রাসিদ্ধঃ প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ" (অ. সূ. ১-১-২৯)—এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—"যথা নাসত আত্মলাভো ন সত আত্মহানং, নিরতিশয়াশ্চেতনাঃ, দেহেন্দ্রিয়মনঃসু বিষয়েষু তত্তৎকারণেষু চ বিশেষ ইতি সাংখ্যানাম্, পুরুষকর্ম্মাদিনিমিত্তো ভূতসর্গঃ, কর্ম্মহেতবো দোষাঃ প্রবৃত্তিশ্চ, স্বগুণবিশিষ্টাশ্চেতনাঃ, অসদুৎপদ্যতে উৎপন্নং নিরুধ্যতে ইতি যোগানাম্"—এই স্থলে ভাষ্যকার 'যোগানাম্' পদদ্বারা বৈশেষিকগণকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু পাতঞ্জল যোগাভিপ্রায়ে যোগপদের প্রয়োগ করেন নাই; কারণ ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন যোগের যে সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে পাতঞ্জলদর্শনের বিরুদ্ধ এবং বৈশেষিকদর্শনের অনুমত। বৈশেষিকগণকে যোগপদের দ্বারা নির্দ্দেশ করিলেন কেন, ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, বৈশেষিকদর্শনের প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের শেষে বলা হইয়াছে যে—

"যোগাচারবিভূত্যা যস্তোষয়িত্বা মহেশ্বরম্।
চক্রে বৈশেষিকং শাস্ত্রং তস্মৈ কণভুজে নমঃ।।"

এই উক্তি অনুসারে যোগাচার-বিভূতির দ্বারা পরিতুষ্ট মহেশ্বরের অনুগ্রহে মহর্ষি কণাদ বৈশেষিকশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া বৈশেষিক-শাস্ত্রেরও যোগনামে প্রসিদ্ধি হইয়াছে।

উক্ত ভাষ্যের অভিপ্রায় এই যে, অসতের উৎপত্তি হয় না এবং সতের বিনাশ হয় না, চেতন পুরুষ অপরিণামী, আর দেহ, ইন্দ্রিয়, বিষয় মনঃ ও তাহাদের কারণসমূহে বিশেষ অর্থাৎ অতিশয় আছে অর্থাৎ তাহারা পরিণামী—ইহাই সাংখ্য-সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত সাংখ্যশাস্ত্রমাত্রে প্রসিদ্ধ বলিয়া এই সিদ্ধান্তকে প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে। যে সিদ্ধান্ত একটি শাস্ত্রেই প্রসিদ্ধ এবং যাহা অপর শাস্ত্রে অপ্রসিদ্ধ, তাহাই প্রতিতন্ত্র-সিদ্ধান্ত। প্রদর্শিত সিদ্ধান্তগুলি মাত্র সাংখ্যশাস্ত্রেই প্রসিদ্ধ। এইরূপ যোগসিদ্ধান্তে অর্থাৎ বৈশেষিকমতে পুরুষের কর্ম্মাদিনিমিত্তক পৃথিব্যাদি ভূতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। রাগ-দ্বেষ-মোহরূপ দোষ এবং প্রবৃত্তি কর্ম্মের হেতু। এই যোগসিদ্ধান্তে আত্মা—জ্ঞান, ইচ্ছা ও দ্বেষ প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট এবং অসতের উৎপত্তি ও উৎপন্ন সদ্‌বস্তুর বিনাশ স্বীকার করা হইয়া থাকে। এ-স্থলে অসৎকার্য্যবাদ প্রভৃতি বৈশেষিকশাস্ত্রমাত্রসিদ্ধ বলিয়া ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উল্লেখ করিয়াছেন। এই অসৎকার্য্যবাদ প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণেরও সিদ্ধান্ত হইলে "যোগানাম্" এইরূপ না বলিয়া "নৈয়ায়িকানাম্" এইরূপ বলা ভাষ্যকারের উচিত ছিল। প্রদর্শিত সিদ্ধান্ত-গুলিতে যদি ন্যায়শাস্ত্রেরও তাৎপর্য্য আছে বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে ভাষ্যকারোক্ত যোগপদ ব্যর্থই হইয়া পড়িবে। ভাষ্যকারের এই উক্তিদ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, প্রদর্শিত যোগসিদ্ধান্তগুলি ন্যায়দর্শনের বা ভাষ্যকারের নিজের মত নহে, বস্তুতঃ, তাহা পরেরই মত। কেবল প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তের উদাহরণ প্রদর্শনের জন্যই ভাষ্যকার যোগসিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহাতে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য নাই।

এস্থলে আরও একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মহর্ষি বাদরায়ণ-প্রণীত ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদ তর্কপাদ নামে প্রসিদ্ধ। এই তর্কপাদে জীবব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ক বেদান্তবাক্যের সমন্বয়ের বিরোধী দার্শনিক মতগুলির খণ্ডন প্রদর্শিত হইয়াছে। খণ্ডনীয় দার্শনিক মতগুলি যথাক্রমে সাংখ্যমত, বৈশেষিকমত, বৌদ্ধমত, জৈনমত প্রভৃতি। এই খণ্ডনীয় মতগুলির মধ্যে ভগবান্ বাদরায়ণ জীবব্রহ্মের ঐক্য-সমন্বয়-বিরোধী দার্শনিক বহু মতের খণ্ডন করিলেও ন্যায়মতের খণ্ডন করেন নাই। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, সকল শাস্ত্রের অপেক্ষিত সাঙ্গোপাঙ্গ বিচাররীতি নিরূপণেই ন্যায়শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, অপর কোন বিশেষ প্রমেয়ব্যবস্থাতে ন্যায়শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নাই। সর্ব্বশাস্ত্রের উপজীব্য

বিচাররীতির প্রদর্শন ব্যতীত যদি কোন বিশেষ প্রমেয়ব্যবস্থা ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় হইত, তবে তাহার খণ্ডনও ব্রহ্মসূত্রে দেখিতে পাওয়া যাইত। ন্যায়মত খণ্ডনের জন্য কোন অধিকরণ বা সূত্র ব্রহ্মসূত্রে রচিত হয় নাই।

আরও কথা এই যে, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদের চতুর্থ সূত্রের ভাষ্যে অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত ভগবান্ অক্ষপাদের সূত্র উদ্ধৃত করিতে বলিয়াছেন—"তথা চাচার্য্যপ্রণীতং ন্যায়োপবৃংহিতং সূত্রম্—দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ" (অ. পা. সূ. ১-১-২)। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ন্যায়সূত্রকার অক্ষপাদকে আচার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু 'আচার্য্যদেশীয়' বা 'আচার্য্যকল্প' এইরূপ বলেন নাই। ভগবান্ অক্ষপাদকে কেবল আচার্য্যপদদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য মহর্ষি অক্ষপাদের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রকার মহর্ষি বাদরায়ণকেও ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য আচার্য্যপদদ্বারাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রৌত সিদ্ধান্তের বিরোধ প্রদর্শনে যদি অক্ষপাদের তাৎপর্য্য থাকিত, তবে কখনও ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য এইরূপ শ্রদ্ধার সহিত অক্ষপাদসূত্রের উদ্ধার করিতেন না। উক্ত আচার্য্যপদের বিবরণপ্রসঙ্গে ভামতীতে বলা হইয়াছে যে, আচার্য্যশ্চোক্তলক্ষণঃ পুরাণে—'আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থং আচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন চোচ্যতে'।। তেন হি প্রণীতং সূত্রং 'দুঃখজন্মপ্রবৃত্তি.........তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ'। পাঠাপেক্ষয়া কারণমুত্তরং কার্য্যঞ্চ পূর্ব্বম্। কারণাপায়ে কার্য্যাপায়ঃ। কফাপায়ে ইব কফোদ্ভবস্য জ্বরস্যাপায়ঃ। জন্মাপায়ে দুঃখাপায়ঃ, প্রবৃত্ত্যপায়ে জন্মাপায়ঃ, দোষাপায়ে প্রবৃত্ত্যপায়ঃ, মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে দোষাপায়ঃ, মিথ্যাজ্ঞানঞ্চাবিদ্যা, রাগাদ্যুপজননক্রমেণ দৃষ্টেনৈব সংসারস্য পরং নিদানম্। সা চ তত্ত্বজ্ঞানেন ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানেন অবগতিপর্য্যন্তেন বিরোধিনা নিবর্ত্ত্যতে। ততোঽবিদ্যানিবৃত্ত্যা ব্রহ্মরূপাবির্ভাবো মোক্ষঃ" (ভামতী ২২১ পৃঃ, নির্ণয়. সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, ভাষ্যকার যে মহর্ষি অক্ষপাদকে আচার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই আচার্য্যের লক্ষণ পুরাণে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, যিনি বেদাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ আচয়ন অর্থাৎ সংগ্রহ করেন এবং শিষ্যকে শাস্ত্রবিহিত আচারে স্থাপন করেন এবং নিজে শাস্ত্রবিহিত আচারের আচরণ করেন, তিনিই আচার্য্যশব্দদ্বারা কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এতাদৃশ লক্ষণসম্পন্ন পুরুষই আচার্য্য।

এই সূত্রে যে 'উত্তরোত্তরাপায়ে' বলা হইয়াছে, তাহাতে উত্তরপদদ্বারা দুঃখজন্মাদির সূত্রপাঠাপেক্ষায় উত্তর বুঝিতে হইবে; সুতরাং সূত্রপাঠে যাহা

উত্তর, তাহা কারণ। কার্য্য স্বভাবতঃ উত্তর এবং কারণ স্বভাবতঃ পূর্ব্ব হইলেও এই সূত্রপাঠে কারণকেই উত্তর স্থানে এবং কার্য্যকে পূর্ব্ব স্থানে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এজন্য—"উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াৎ" কথার অর্থ কারণের অপায়ে কার্য্যের অপায়। এজন্য দুঃখের কারণ জন্মের অপায়ে দুঃখের অপায়, এইরূপ জন্মের কারণ প্রবৃত্তি অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের অপায়ে জন্মের অপায়। এইরূপ প্রবৃত্তির কারণ দোষ অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি দোষের অপায়ে প্রবৃত্তির অপায় হইয়া থাকে। দোষের কারণ মিথ্যাজ্ঞানের অপায়ে রাগ-দ্বেষাদিরূপ দোষের অপায় হইয়া থাকে। কারণের অপায়ে কার্য্যের অপায় লোকপ্রসিদ্ধ। যেমন, জ্বরের কারণ কফের অপায়ে কফজন্য জ্বরের অপায় হইয়া থাকে। মিথ্যাজ্ঞানের অপায়ে দোষের অপায় হয় বলা হইয়াছে। এই মিথ্যাজ্ঞানই অবিদ্যা। এই মিথ্যাজ্ঞান রাগাদির উৎপাদনের দ্বারা দৃষ্টরূপেই সংসারের পরম কারণ। মিথ্যাজ্ঞান যে সংসারের কারণ, তাহাতে অদৃষ্টকল্পনার আবশ্যকতা নাই। দৃষ্টদ্বারাই তাহা উপপন্ন হইয়া থাকে, যেমন মিথ্যাজ্ঞানবিষয়ীভূত কোন বস্তুতে রাগদ্বেষাদি উৎপন্ন হইয়া অনর্থ সংঘটিত হইয়া থাকে। এই মিথ্যাজ্ঞানরূপ অবিদ্যা, বিরোধী তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়ক সাক্ষাৎকারই তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে ব্রহ্মস্বরূপের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মস্বরূপের আবির্ভাবই মোক্ষ। এজন্য মোক্ষ, বিদ্যার কার্য্য নহে, বিদ্যাজনিত অপূর্ব্বেরও কার্য্য নহে—ইহাই প্রদর্শিত অক্ষপাদসূত্রের অভিপ্রায়।

ন্যায়শাস্ত্রে অপবর্গের স্বরূপ

আমরা অক্ষপাদসূত্রের ভামতীপ্রদর্শিত অর্থ প্রদর্শন করিলাম। বস্তুতঃ ন্যায়ভাষ্যকার ভগবান্ বাৎস্যায়ন নিজেই অপবর্গ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে প্রদর্শন করিব।

ভগবান্ অক্ষপাদ অপবর্গের স্বরূপ দেখাইতে "তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপ-বর্গঃ" (অ. সূ. ১-১-২২) এই সূত্রটি বলিয়াছেন। এই সূত্রের ভাষ্যে বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, এতামবস্থামপর্য্যন্তাম্ অপবর্গং বেদয়ন্তে অপবর্গবিদঃ। ইহার অভিপ্রায় এই যে, সূত্রকার অপবর্গলক্ষণের পূর্ব্বে দুঃখের লক্ষণ করিয়াছেন। সুতরাং অপবর্গলক্ষণে "তদত্যন্তবিমোক্ষঃ" কথার অর্থ—তেন অত্যন্তবিমোক্ষঃ তদত্যন্তবিমোক্ষঃ। এস্থলে তৎপদদ্বারা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট দুঃখের পরামর্শ করা হইয়াছে। সুতরাং দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিই অপবর্গ। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর একুশ প্রকার দুঃখ বলিয়াছেন। যথা, শরীর, ছয় ইন্দ্রিয়, ছয় বিষয়, ছয় বিষয়ের ছয় বুদ্ধি, সুখ ও দুঃখ—এই একুশটিকে দুঃখ বলা হইয়াছে। (ন্যায়দর্শন,

৬ পৃঃ, বার্ত্তিক, মেট্রো. সং.)। এই একুশটিই দুঃখের অত্যন্তবিমুক্তিই অপবর্গ। উপাত্ত দুঃখের হান ও অনুপাত্ত দুঃখের অনুপাদান—এই অবস্থা অপর্যন্ত অর্থাৎ অবধিরহিত। নিরবধি এই অবস্থার নাম অপবর্গ। ইহাই অপবর্গ-বিদ্‌গণ বলিয়াছেন।

তাহার পর ন্যায়ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"তদভয়মজরমমৃত্যুপদং ব্রহ্ম ক্ষেমপ্রাপ্তিরিতি"—ভাষ্যকার মোক্ষকে অভয় বলিলেন কেন, এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে এই ভাষ্যপঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যাতে তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন—প্রাপ্তমোক্ষ জীবের পুনঃ সংসারভয় থাকে না বলিয়া তাহা অভয়। শ্রুতিও বারবার এই ব্রহ্মকে অভয়পদদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "অভয়ং বৈ ব্রহ্ম," "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" এইরূপ শ্রুতি বারবার অভয়পদদ্বারা ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাষ্যস্থিত অজরপদের ব্যাখ্যাতে টীকাকার বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন, "যে তু ব্রহ্মৈব নামরূপপ্রপঞ্চাত্মনা পরিণমতে ইত্যাহুস্তান্ প্রত্যাহ অজরমিতি।"

ইহার অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মপরিণামবাদী যে সকল আচার্য্যগণ ব্রহ্মই নামরূপ প্রপঞ্চরূপে পরিণত হইয়া থাকেন, এইরূপ বলেন, তাঁহাদের মত-প্রত্যাখ্যানের জন্য ভাষ্যকার অজরম্ এইরূপ বলিয়াছেন। ব্রহ্মপরিণামবাদ যুক্তিবিরুদ্ধ, এজন্য তাহা অসঙ্গত—ইহাই দেখাইবার জন্য টীকাকার বাচস্পতি বলিয়াছেন, "সর্ব্বাত্মনা পরিণামঃ একদেশেন বা। পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে সর্ব্বাত্মনা ব্রহ্মণোঽন্যথাত্বাৎ বিনাশপ্রসঙ্গঃ, একদেশ-পরিণামে তু সাবয়বত্বেন ঘটাদিবদ-নিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ ইতি সূক্তম্ 'অজর'মিতি। বৈনাশিকাঃ প্রাহুঃ—প্রদীপস্যেব নির্ব্বাণং বিমোক্ষস্তস্য তায়িনঃ, তান্ প্রত্যাহ অমৃত্যুপদমিতি।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মসূত্রের প্রাচীন বৃত্তিকার প্রভৃতি যে সমস্ত আচার্য্যগণ ব্রহ্মপরিণামবাদ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত প্রত্যাখ্যানের জন্য ভাষ্যকার "অজরম্" এইরূপ বলিয়াছেন। এই ব্রহ্মপরিণামবাদ যে যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহাই প্রদর্শনের জন্য টীকাকার বলিয়াছেন, ব্রহ্ম কি সর্ব্বতোভাবে পরিণত হন? অথবা একদেশে পরিণত হন? ইহার মধ্যে প্রথম কল্প স্বীকার করিলে ব্রহ্ম সর্ব্বতোভাবে অন্যথাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া ব্রহ্মের বিনাশ-প্রসঙ্গ হইবে। ব্রহ্মের একদেশে পরিণাম স্বীকার করিলে ব্রহ্মের সাবয়বত্ব-নিবন্ধন ঘটাদির ন্যায় অনিত্যত্ব-প্রসঙ্গ হইবে। সুতরাং ভাষ্যকার যে "অজরম্" বলিয়াছেন তাহা ঠিকই বলিয়াছেন। বৈনাশিকগণ যে প্রদীপের উচ্ছেদের মত আত্মার উচ্ছেদকে "নির্ব্বাণ" বলিয়াছেন, তাঁহাদের মত প্রত্যাখ্যানের জন্য ভাষ্যকার "অমৃত্যুপদম্" বলিয়াছেন। আত্মার উচ্ছেদই মোক্ষ হইলে মোক্ষের অপুরুষার্থতা-প্রসঙ্গ হইবে।

এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভাষ্যকার মোক্ষের স্বরূপ দেখাইতে "তদভয়মজরমিত্যাদি" বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের এই বাক্য সম্পূর্ণভাবে বৃহদারণ্যক-শ্রুতির অনুরূপ। বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে, "স বা এষ মহানজ আত্মা অজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম। অভয়ং বৈ ব্রহ্ম। অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি। য এবং বেদ।" (বৃহদারণ্যক ৪-৪-২৫)। এই বৃহদারণ্যক-শ্রুতি আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ভাষ্যকার এই বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বুদ্ধিস্থ করিয়া মোক্ষের স্বরূপ দেখাইয়াছেন। এই বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ব্যাখ্যাতে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "ইদানীং সমস্তস্যৈবারণ্যকস্য যোঽর্থ উক্তঃ স সমুচ্চিত্য অস্যাং কণ্ডিকায়াং নির্দিশ্যতে। এতাবান্ সমস্তারণ্যকার্থঃ স বা এষ মহানজ আত্মা অজরো ন জীর্যত ইতি; ন বিপরিণমত ইত্যর্থঃ।"

ইহার অভিপ্রায়, সমস্ত বৃহদারণ্যকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সমস্ত একত্রীকৃত করিয়া এই ২৫ কণ্ডিকাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এতাবৎ পর্য্যন্তই সমস্ত বৃহদারণ্যকের অর্থ। এই আত্মাকে যে অজর বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ আত্মার পরিণাম নাই, আত্মা অপরিণামী। তাৎপর্য্য টীকাকার বাচস্পতিও শাঙ্করভাষ্য-অনুসারেই ন্যায়ভাষ্যোক্ত অজর-পদের ব্যাখ্যাতে ব্রহ্মপরিণামবাদের নিরাকরণ দেখাইয়াছেন। বৃহদারণ্যকের এই সারাৎসার বাক্যটি ভগবান্ বাৎস্যায়ন মোক্ষের স্বরূপ প্রদর্শন করিবার জন্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। যে বাক্যটি ঔপনিষদগণ বেদের সার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, ন্যায়ভাষ্যকারও সেই বাক্যটিকেই স্বীয় ভাষ্যমধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, বেদ-সম্প্রদায়ের সহিত ন্যায়-সম্প্রদায়ের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকিলে, বেদের সারতম বাক্যটিকে ভাষ্যকার উদ্ধৃত করিতে পারিতেন না। যাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রকে শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা আমাদের এই উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক-বাক্যের সহিত ন্যায় ভাষ্যকারের বাক্যটি অক্ষরশঃ মিলাইয়া দেখিবেন। তাহাতে একটি বর্ণেরও ন্যূনাধিক্য দেখা যাইবে না। আমরা ইহার পর বাৎস্যায়ন-ভাষ্যে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক বাক্যসমূহ দেখাইব।

এস্থলে আলোচনার বিষয় এই যে—টীকাকার বাচস্পতিমিশ্র ব্রহ্ম-পরিণামবাদের খণ্ডন করায় স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে উদিত হয় যে, ব্রহ্মের জগদ্রূপে পরিণাম হইলেই বা মোক্ষদশায় জীবের 'অজর' হইতে আপত্তি কি? কারণ ন্যায়সিদ্ধান্তে জীব ও ব্রহ্ম অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু। ব্রহ্মের পরিণতি হইলেও ব্রহ্ম ভিন্ন জীবের তাহাতে কি হানি হইবে? জীব-ব্রহ্মের ঐক্য স্বীকার করিলে ব্রহ্মের পরিণতিতে জীবেরও পরিণতির আপত্তি হয়। কিন্তু তাহা ত ন্যায়সম্মত নহে। প্রকৃতপক্ষে টীকাকার বাচস্পতিমিশ্র জীব-

ব্রহ্মের ঐক্য স্বীকার করিয়াই ব্রহ্ম-পরিণামবাদের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। জীব-ব্রহ্মের ঐক্য স্বীকার না করিলে এইস্থলে তাৎপর্য্যটীকাকারের উক্তি নিতান্তই অকাণ্ডতাণ্ডবিত হইত। ভাষ্যকার ইহার পরেই বলিয়াছেন, "অমৃত্যুপদং ব্রহ্ম।" মোক্ষাবস্থায় জীব যে ব্রহ্ম—ইহা ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের স্পষ্ট নির্দ্দেশ। জীব-ব্রহ্মের এই ঐক্যই শ্রৌতসিদ্ধান্ত। ভগবান্ বাৎস্যায়ন বৃহদারণ্যকের যে বাক্যটি লক্ষ্য করিয়া জীবের মোক্ষাবস্থা বর্ণন করিয়াছেন, সেই বৃহদারণ্যক-বাক্যটি জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-প্রতিপাদক। বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে—"অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ" (বৃঃ. ৪-৪-২৫)।

ন্যায়দর্শনের ১-১-২২ সূত্রের ব্যাখ্যাতে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন মোক্ষদশাতে জীবের নিত্যসুখের অভিব্যক্তি হয় কি না, ইহার সুবিস্তৃত বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, মোক্ষদশাতে নিত্যসুখের সাক্ষাৎকার নৈয়ায়িকদিগের এক-সম্প্রদায় স্বীকার করিতেন। ভাসর্বজ্ঞও মোক্ষদশাতে জীবের নিত্যসুখাভিব্যক্তি ন্যায়শাস্ত্রের কাশ্মীরীয় প্রস্থানে "ন্যায়সার" গ্রন্থে সমর্থন করিয়াছেন। ন্যায়সার গ্রন্থে আগম-পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, "কুতো মুক্তস্য সুখোপভোগ ইতি চেৎ, আগমাৎ, উক্তং হি 'সুখমাত্যান্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্। তঞ্চ মোক্ষং বিজানীয়াৎ দুষ্প্রাপমকৃতাত্মভিঃ।।' তথা আনন্দো ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষেঽভিলক্ষ্যতে। বিজ্ঞানমানন্দো ব্রহ্মেতি।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, কোন্ প্রমাণদ্বারা মুক্ত-পুরুষের সুখোপভোগ সমর্থিত হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ভাসর্বজ্ঞ বলিয়াছেন, আগম-প্রমাণদ্বারা মুক্ত-পুরুষের সুখোপভোগ সমর্থিত হইয়া থাকে। সেই আগম-প্রমাণ দেখাইতে বলিয়াছেন 'সুখমাত্যান্তিকম্' ইত্যাদি। ইহার অভিপ্রায় এই যে, আত্যান্তিক অর্থাৎ নিত্যসুখ বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং অতীন্দ্রিয়। বুদ্ধিগ্রাহ্যপদের দ্বারা এই সুখকে জ্ঞানবেদ্য বলা হইয়াছে এবং অতীন্দ্রিয়পদের দ্বারা তাহা আত্মপ্রত্যক্ষ মানসপ্রত্যক্ষ নহে ইহাই বলা হইয়াছে। এই আত্যান্তিক সুখকেই মোক্ষ বলিয়া জানিবে। এই মোক্ষরূপ সুখ অকৃতাত্ম-গণের দুষ্প্রাপ্য। অকৃতাত্ম-শব্দের অর্থ অপরিকর্ম্মিত-ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব পুরুষ। অর্থাৎ যে পুরুষ যম-নিয়মাদি-দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্বের অর্থাৎ আত্মতত্ত্বের পরিকর্ম্ম করে নাই অর্থাৎ আত্মার সংস্কার করে নাই। ন্যায়সারের টীকাকার জয়সিংহ-সূরি বলিয়াছেন, দ্বিতীয় আগম-বাক্যের অর্থ আনন্দই মোক্ষের রূপ আর তাহা মোক্ষদশাতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। তৃতীয় আগম-বাক্যের অর্থ বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে ব্রহ্মকে বিজ্ঞানানন্দ-স্বরূপ বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ভাসর্বজ্ঞ আরও বলিয়াছেন—"অনেন সুখেন বিশিষ্টা আত্যান্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তিঃ পুরুষস্য মোক্ষ ইতি" (ন্যায়সার, আগম-পরিচ্ছেদ, ৪০-৪১ পৃঃ, সতীশ বিদ্যাভূষণ সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, অতীন্দ্রিয় বুদ্ধিগ্রাহ্য

আত্যন্তিকসুখবিশিষ্ট আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তিই মোক্ষ। এইরূপ মোক্ষে নিত্য-সুখাভিব্যক্তি কুমারিলভট্টের অনুযায়ী সুচরিতমিশ্র প্রভৃতি আচার্য্যগণও স্বীকার করিয়াছেন।

প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকা কিরণাবলীতে আচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন যে, "তৌতাতিতাস্তু অকার্য্যমপি ঈশ্বরজ্ঞানং শরীরমন্তরেণ নেচ্ছন্তঃ কার্য্যমেব সুখজ্ঞানমপবর্গে অস্তীতি বদন্তঃ, ত্রপা বিরোধো ভয়মিতি ত্রয়মপি ত্যক্তবন্তঃ।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, কিরণাবলীর টীকা 'প্রকাশ'-নামক গ্রন্থে বর্দ্ধমানো-পাধ্যায় এইরূপ বলিয়াছেন—দুঃখসাধন শরীর নাশ হইলে নিত্য নিরতিশয় সুখাভিব্যক্তিরূপ মুক্তি হইয়া থাকে। কুমারিলভট্ট সম্মত এই মত নিরাকরণের জন্য আচার্য্য উদয়ন "তৌতাতিতাস্তু" ইত্যাদি বলিয়াছেন।

কুমারিলভট্টের অনুযায়িগণ বলেন—ঈশ্বরের শরীর নাই বলিয়া অশরীর ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞানও থাকিতে পারিবে না। অথচ, জীবের অপবর্গ দশাতে অশরীর জীবের অনিত্য-সুখজ্ঞান থাকিতে পারিবে। এইরূপ স্বীকার করিয়া তাঁহারা লজ্জা, বিরোধ ও ভয় এই তিনটি পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঈশ্বরের শরীর নাই বলিয়া তাঁহার নিত্যজ্ঞানও থাকিতে পারিবে না, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া তাঁহারাই মুক্ত-জীবের শরীর না থাকিলেও তাহার অনিত্য-সুখভোগ হইতে পারিবে—এইরূপ স্বীকার করায় তাঁহাদের লজ্জা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। সুখভোগের কারণ শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি। মুক্ত-পুরুষের ভোগের কারণ শরীরাদি না থাকিয়াও মুক্ত-পুরুষের সুখভোগ হইয়া থাকে। কারণ ব্যতীতই কার্য্য হইয়া থাকে, এইরূপ স্বীকার করায় তাঁহারা বিরোধও পরিত্যাগ করিয়াছেন। মুক্ত-পুরুষের শরীর না থাকিয়াও তাঁহার সুখজ্ঞান থাকে স্বীকার করায় মীমাংসকগণের অনভিমত অশরীর নিত্যজ্ঞানবিশিষ্ট ঈশ্বরের সিদ্ধি-প্রসঙ্গ হয়। এজন্য তাঁহাদের ভয় হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাঁহারা ভয়ও পরিত্যাগ করিয়াছেন (কিরণাবলী ৮ পৃঃ, কাশী সং.)। এই কিরণাবলীর উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, মোক্ষদশায় জীবের নিত্য নিরতিশয় সুখাভিব্যক্তি ভট্টপাদ কুমারিল স্বীকার করিতেন। তৌতাতিত মতই যে ভাট্টমত, ইহা বর্দ্ধমানোপাধ্যায় কিরণাবলী প্রকাশে (৮ পৃঃ) সুস্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন।

এইরূপ 'মানমেয়োদয়' গ্রন্থের প্রমেয়-পরিচ্ছেদে নারায়ণ ভট্ট বলিয়াছেনঃ—

"কস্তর্হি মোক্ষঃ, উচ্যতে।
দুঃখাত্যন্তসমুচ্ছেদে সতি প্রাগাত্মবর্ত্তিনঃ।
আনন্দস্যানুভূতিস্তু মুক্তিরুক্তা কুমারিলৈঃ।"

ইহার অভিপ্রায় এই যে, দুঃখের অত্যন্ত-সমুচ্ছেদ সহকারে আনন্দের অনুভূতিই মুক্তি—ইহাই কুমারিলের সিদ্ধান্ত। ততঃপর বলিয়াছেন, এতাদৃশ মুক্তিতে শ্রুতিই প্রমাণ। তাহা এই—"আনন্দো ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষেঽভিব্যজ্যতে।" এই শ্রুতি-বাক্যের অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে ন্যায়ৈকদেশী-প্রস্থানে এবং ভট্ট-প্রস্থানে জীবের মোক্ষদশাতে নিত্যসুখের অনুভূতি স্বীকৃত হইলেও ভট্টমতানুযায়ী পার্থসারথিমিশ্র প্রভৃতি মোক্ষে নিত্যসুখের অভিব্যক্তি স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বৈশেষিকগণের মত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই মোক্ষ বলিয়াছেন।

যাহা হউক, মোক্ষে নিত্যসুখাভিব্যক্তি হয় কিনা ইহার সুবিস্তৃত বিচার ১-১-২২ অক্ষপাদসূত্রের ভাষ্যে বাৎস্যায়ন প্রদর্শন করিয়াছেন। যদিও "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম," "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ," "আনন্দাদ্ধ্যেব ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিসমূহে ব্রহ্মের আনন্দরূপতা বলা হইয়াছে। তাহাতে মোক্ষদশায় ব্রহ্মভাবাপন্ন জীবের নিত্যসুখাভিব্যক্তি স্বীকারই সংগত বলিয়া মনে হয়। তথাপি কিন্তু ন্যায়ভাষ্যকার দুঃখাভাবেই শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সুখ-শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ স্বীকার করিয়াছেন। ভাষ্যকার কেন সুখ-শব্দের লাক্ষণিক অর্থ স্বীকার করিলেন, কেনই বা সুখ-শব্দের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিলেন, তাহাও ভাষ্যকার নিজেই বিশদভাবে বলিয়াছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন, মোক্ষে নিত্যসুখাভিব্যক্তি স্বীকার করিলে মুমুক্ষু পুরুষ নিত্যসুখে অনুরাগী হইয়া মোক্ষে প্রবৃত্ত হইবে। তাহাতে তাহার মোক্ষলাভ হইবে না। কারণ রাগী পুরুষের মোক্ষলাভ হয় না।

ইহাতে বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর শংকা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, মুমুক্ষু পুরুষ সুখরাগবশতঃ মোক্ষে প্রবর্ত্তিত হইলে যেমন তাহার মোক্ষ হইবে না, তেমন দুঃখের আত্যন্তিকনিবৃত্তিকামী মুমুক্ষু পুরুষ দুঃখে দ্বেষবশতঃ মোক্ষে প্রবৃত্ত হইলে তাহারও মোক্ষ হইবে না। কারণ রাগ ও দ্বেষ উভয়ই বন্ধন, উভয়ই সংসার। সুতরাং ভাষ্যকারের মত অসংগত হইয়া পড়িতেছে। ভাষ্যকার মোক্ষে মুমুক্ষুর প্রবৃত্তি সুখরাগবশতঃ না হইলেও দুঃখদ্বেষবশতঃ হয়—ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু দ্বেষবান্ পুরুষের মোক্ষলাভ হইতে পারে না। রাগের ন্যায় দ্বেষও বন্ধন। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, মুমুক্ষুর দুঃখদ্বেষবশতঃ মোক্ষে প্রবৃত্তি হয় না। দ্বেষ, ক্রোধ ও মন্যু ইহারা সমানার্থক। মুমুক্ষুর ক্রোধাদি থাকিতে পারে না—মুমুক্ষু বৈরাগ্যসম্পন্ন। তীব্র-বৈরাগ্য-প্রযুক্ত মুমুক্ষুর দুঃখে দ্বেষ হইতে পারে না, তবে দুঃখে অলং প্রত্যয় বা উপেক্ষা বুদ্ধি হয়। ইহাতে আবার ভাষ্যকার এই শংকা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, মুমুক্ষু পুরুষের তীব্র-বৈরাগ্য-প্রযুক্ত যেমন দুঃখে দ্বেষ থাকে না, সেইরূপ নিত্যসুখে রাগও থাকে না।

সুতরাং মোক্ষে নিত্যসুখ থাকিলেও মুমুক্ষু পুরুষের নিত্যসুখে রাগের প্রসক্তি হইবে না। তাহার পর ভাষ্যকার নিজেই বলিয়াছেন—"যদ্যেবং মুক্তস্য নিত্যং সুখং ভবতি অথবা ন ভবতি, নাস্য উভয়োঃ পক্ষয়োর্মোক্ষাধিগমো বিকল্প্যতে।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, মুমুক্ষু পুরুষের দুঃখে যেরূপ দ্বেষ থাকে না, সেইরূপ নিত্যসুখেও রাগ থাকে না। এইরূপ স্বীকার করিলে মুক্ত-পুরুষের নিত্যসুখের অভিব্যক্তি থাকুক আর নাই থাকুক, উভয়পক্ষেই মুমুক্ষুর মুক্তিলাভে কোন সন্দেহ নাই।

যদিও ভাষ্যকার মুক্তিদশায় নিত্যসুখাভিব্যক্তি কথঞ্চিৎ স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি মোক্ষে নিত্যসুখাভিব্যক্তি ভাষ্যকারের স্বারসিক সিদ্ধান্ত নহে। ভাষ্যকার কেন মোক্ষে নিত্যসুখাভিব্যক্তি স্বীকার করেন নাই? শ্রুতি বারবার মোক্ষে সুখসত্তা বলিয়াছেন, যুক্তিও ইহার অনুকূলে রহিয়াছে, তথাপি ভাষ্যকার ইহা স্বীকার করিতে চাহিতেছেন না। শ্রুতি-বাক্যস্থিত সুখ, আনন্দ প্রভৃতি পদের লক্ষণাও করিব, তথাপি সুখাদিপদের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিব না—ভাষ্যকারের এইরূপ অভিপ্রায়ের কারণ কি? তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারের কিছু আশয় প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন, মোক্ষে নিত্যসুখাভিব্যক্তি হইবেই, ইহা অবধারণ করিলে নিত্যসুখাবধারণজন্য সুখ-তৃষ্ণাপিশাচী মুমুক্ষুর হৃদয়ে লব্ধপ্রসরা হইবে। আর যদি মুমুক্ষু সুখতৃষ্ণা-পিশাচীদ্বারা গ্রস্ত হয়, তবে উপস্থিত বিষয়সুখসমূহেও এই পিশাচী মুমুক্ষুকে প্রবর্ত্তিত করাইবে। তাহাতে মুমুক্ষুর মোক্ষলাভ সুদূরপরাহত হইবে।

আত্মতত্ত্ববিবেকে (আত্মতত্ত্ববিবেক, ৯২২ পৃঃ), আচার্য্য উদয়ন তাৎপর্য্য টীকাকারের এই উক্তি সুস্পষ্ট করিতে বলিয়াছেন, নিত্যসুখকামনার বড় দুরবসান। নিত্যসুখাভিলাষীর বড়ই দুর্গতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। নিত্য-সুখাভিলাষীর বৈষয়িকসুখেও অভিলাষ হইবে। বৈষয়িকসুখের অভিলাষ মোক্ষের অত্যন্ত বিরোধী। আর ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনও উৎকৃষ্ট বস্তুর আকাঙ্ক্ষাবশতঃ প্রবৃত্ত পুরুষ বিশেষ-প্রতিবন্ধকবশতঃ তাহা না পাইলে তৎসমানজাতীয় অপকৃষ্ট বস্তুতেও প্রবৃত্ত হয়। "অলাভে মত্তকাশিন্যাঃ দৃষ্টা তির্যক্সু কামিতা।" (আত্মতত্ত্ববিবেক, ৯২২ পৃঃ)।

নৈয়ায়িকগণ কেন মোক্ষে সুখ-স্বীকার করিতে চাহেন না, মোক্ষে সুখসত্তাতে শ্রুতি ও যুক্তি থাকিলেও নৈয়ায়িকগণ নানাবিধ দুষ্পরিণাম চিন্তা করিয়াই মোক্ষে নিত্যসুখাভিব্যক্তি স্বীকার করেন নাই। নৈয়ায়িকগণের মোক্ষ সম্বন্ধে অভিপ্রায় প্রদর্শিত হইল। যে কারণে নৈয়ায়িকগণ মোক্ষে নিত্যসুখাভিব্যক্তি স্বীকার করিতে ভীত হইয়াছেন, তাহাও প্রদর্শিত হইল।

কিন্তু নৈয়ায়িকগণের এই ভীতি যে অমূলক তাহা 'ব্রহ্মসিদ্ধি'-গ্রন্থে মণ্ডনমিশ্র প্রতিপাদন করিয়াছেন। আনন্দরাগবশতঃ মুমুক্ষুর প্রবৃত্তি হইলে রাগীর মোক্ষলাভ হইবে না, এইরূপ আপত্তির উত্তরে মণ্ডনমিশ্র বলিয়াছেন—"ন চ রাগনিবন্ধনা তত্র প্রবৃত্তিঃ, ন হীচ্ছামাত্রং রাগঃ। অবিদ্যাক্ষিপ্তমভূতগুণাভিনিবেশং রাগমাচক্ষতে। তত্ত্বদর্শনবৈমল্যাত্তু তত্ত্বে চেতসঃ প্রসাদোঽভিরুচিরভীচ্ছা ন রাগপক্ষে ব্যবস্থাপ্যতে। যথা সংসারাসারতা-তত্ত্বদর্শননিষ্পন্নো নোদ্বেগস্ততো দ্বেষপক্ষে। অন্যথা সর্ব্বদুঃখাতিগেঽপি তত্ত্বে তদ্দ্বেষনিবন্ধনা প্রবৃত্তিরিতি সংসারানুবন্ধঃ স্যাৎ। অপি চ, দৃষ্টপরোৎকর্ষরাগিভ্যোঽপি ইন্দ্রজয় উপদিশ্যতে, সাধনত্বেন কামাদিত্যাগাত্মকঃ। তথেহাপি ভবিষ্যতি।" (ব্রহ্মসিদ্ধি ৩ পৃঃ)।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, মুমুক্ষুর মোক্ষে প্রবৃত্তি রাগনিবন্ধন নহে। আনন্দস্বরূপ মোক্ষে মুমুক্ষুর ইচ্ছা রাগ নহে। ইচ্ছামাত্রকেই রাগ বলা যায় না, কিন্তু অসত্য বস্তুতে সত্যাভিমানরূপ অবিদ্যাবশতঃ অবিদ্যাক্ষিপ্ত রূপরসাদিগুণে অভিনিবেশই রাগ; কিন্তু যাহা তত্ত্ববস্তু, যেমন আনন্দাত্মক ব্রহ্ম, তাদৃশ ব্রহ্মদর্শনের বৈমল্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ সংশয়বিপর্য্যাসরূপ মলরাহিত্যপ্রযুক্ত যে চিত্তের প্রশান্তি, তাহা রাগ হইতে পারে না, এজন্য ইচ্ছামাত্রই রাগ নহে, কিন্তু অতত্ত্ববস্তুবিষয়ক ইচ্ছাই রাগ। যেমন, নৈয়ায়িকমতে উদ্বেগ মাত্রই দ্বেষ নহে; যেমন সংসারের অসারতাদর্শন ও তত্ত্বদর্শননিষ্পন্ন উদ্বেগ দ্বেষ নহে। এই উদ্বেগও দ্বেষ হইলে সর্বদুঃখাতিগ আত্মতত্ত্বে প্রবৃত্তিও দুঃখদ্বেষনিবন্ধনই হইয়া পড়িত। তাহাতে নৈয়ায়িকগণের মতেও মুমুক্ষুর প্রবৃত্তি দুঃখদ্বেষনিবন্ধন হইয়া পড়িত।

আরও কথা এই যে, নিত্যসুখেচ্ছা রাগ হইলেও এই রাগ নিষিদ্ধ নহে। যেমন, সার্বভৌমরাজ্যপদে যাহারা রাগী, তাদৃশ রাগীজনের জন্যও কামলোভাদিত্যাগাত্মক ইন্দ্রিয়জয় সার্বভৌমত্বপ্রাপ্তির উপায়রূপে অর্থশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং সার্বভৌমরাজ্যকামীর নিকটে সমস্ত রাগের নিষেধ করিলে সার্বভৌমরাজ্যপ্রাপ্তির জন্যও প্রবৃত্তি হইতে পারিবে না। এজন্য অভিলষিত সার্বভৌমরাজ্য ভিন্ন অন্য ক্ষুদ্র বিষয়ে সার্বভৌম পদপ্রার্থীর রাগ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ প্রকৃতস্থলেও উত্তম ব্রহ্মানন্দরাগ ভিন্ন অন্য বিষয়জন্য অপকৃষ্ট আনন্দে শমবিধিদ্বারা মুমুক্ষুর নিবৃত্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। ফল কথা এই যে, ব্রহ্মানন্দ ভিন্ন অন্য সুখে রাগই শান্ত, দান্ত, উপরত ইত্যাদি শমবিধিদ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এজন্য ব্রহ্মানন্দে রাগবশতঃ মুমুক্ষুর প্রবৃত্তি হইলেও তাহাতে শমবিধির বিরোধ হইবে না।

'ব্রহ্মসিদ্ধি'তে মণ্ডনের উক্তির সারমর্ম্ম এই যে, নৈয়ায়িকেরা মনে করেন—মোক্ষে সুখসত্তা স্বীকার করিলেই মুমুক্ষু সুখরাগে প্রবৃত্ত হইবে।

সুখরাগে প্রবৃত্ত মুমুক্ষুর পতনাশঙ্কা অনিবার্য্য। নৈয়ায়িকগণের এইরূপ আশঙ্কা অতি অকিঞ্চিৎকর। পৃথিবীর সার্বভৌমপদপ্রার্থী নরপতিগণও দণ্ডনীতিশাস্ত্রে বিনীত হইয়া থাকেন। সার্বভৌমপদের প্রার্থী নরপতিগণের জন্য দণ্ডনীতিশাস্ত্র কামক্রোধাদি অরিষড়্‌বর্গজয়ের উপদেশ করিয়াছেন। বিজিগীষু নরপতি মাত্রেরই ইন্দ্রিয়জয় অত্যাবশ্যক বলিয়াছেন। পৃথিবীর সাম্রাজ্য-লাভ কামনা করিয়াও যদি অরিষড়্‌বর্গজয় সম্ভব হয়, তবে মোক্ষে সুখসত্তা প্রতিপাদনেও মুমুক্ষুর সেই সুখে রাগবশতঃ পতনাশঙ্কা হইবে না। সুতরাং মোক্ষে নিত্যসুখসাক্ষাৎকার স্বীকারে নৈয়ায়িকগণের কোনও ভয়ের কারণ নাই।

নৈয়ায়িকগণের এই আশঙ্কার উত্তরে 'প্রমাণমালা'-গ্রন্থের প্রথমে শ্রীমৎ আনন্দবোধভট্টারক বলিয়াছেন—"ব্রহ্মাত্মভাবরূপমোক্ষে তদানন্দরাগাৎ প্রবর্ত্তমানস্য সংসারপ্রসঙ্গো বাধকঃ স্যাৎ, রাগনিবন্ধনা চ প্রবৃত্তিঃ সংসার-বীজমিতি হি শাস্ত্রস্থিতিরিতি চেৎ নৈবম্। অস্য পরমানন্দগোচরত্বে তৎপ্রবৃত্তিবিরোধিত্বাৎ। পরমো হি ব্রহ্মানন্দঃ। 'সোঽস্য পরম আনন্দঃ', 'এতস্যৈবানন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি' ইতি শ্রুতেঃ। তথা চ—তদ্‌গোচরো রাগঃ কথমল্পীয়সি অনেকদুঃখসম্ভিন্নে সাংসারিকে সুখে প্রবর্ত্তয়েৎ? যদি তদলাভে কদাচিদন্যত্র প্রবৃত্তির্ভবেৎ 'অলাভে মত্তকাশিন্যাঃ দৃষ্টা তির্যক্‌সু কামিতেতি' ন্যায়াদিতি চেৎ, ভবত্বেবং কস্যচিৎ, ন তু সর্বস্য, মহারম্ভস্য অব্যগ্রমনসঃ বশীকৃতেন্দ্রিয়গ্রামস্য প্রকৃত এব অর্থে প্রবৃত্তি-সম্ভবাৎ। তাদৃশ এব অধিকারী মোক্ষশাস্ত্রে বিবক্ষিতঃ। ন চ সর্বাধিকারং কিমপি শাস্ত্রং সম্ভবতীতি। যস্ত্বেবমপি দর্শনকথন্তাসম্বোধরহিতো যথা দর্শনপূজকঃ প্রাহ—রাগনিবন্ধত্বাদিয়ং প্রবৃত্তিঃ সংসারবীজত্বাৎ, ইতরপ্রবৃত্তি-বদিতি, তস্য দুঃখোচ্ছেদমাত্রে মোক্ষে দুঃখদ্বেষনিবন্ধনা প্রবৃত্তিঃ, দ্বেষনিবন্ধনা ইতি কথং ন সংসারবীজং ভবেৎ। তথাভূতেতরপ্রবৃত্তিবৎ। যদি ন তত্র দ্বেষাৎ প্রবৃত্তিঃ, কিন্তু সংসারাসারতাতত্ত্বদর্শননিষ্পন্নোদ্বেগাৎ, মিথ্যাজ্ঞাননিদানং হি দোষঃ, ইতি চেৎ, অত্রাপি তর্হি রাগান্ন প্রবৃত্তিঃ, অপি তু পরমার্থদর্শন-নিদানায়াঃ পরমানন্দশ্রদ্ধায়া এব। ন হীচ্ছামাত্রং রাগঃ। কিন্তর্হি। মিথ্যাজ্ঞাননিদানৈব সা।.................................তস্মাৎ মুখ্যার্থে বাধকাভাবাৎ ব্রহ্মণি আনন্দশ্রুতির্ন দুঃখাভাবপরতয়া উপচরণীয়েতি সিদ্ধম্।" (প্রমাণমালা, ১-২ পৃঃ)।

ইহার সংক্ষেপতঃ তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মের আনন্দরূপতা যে শ্রুতি বলিয়াছেন, এই আনন্দ সুখরূপ নহে, কিন্তু দুঃখাভাবরূপ বুঝিতে হইবে। মুখ্যার্থের বাধকবশতঃই আনন্দ-শব্দের অর্থ দুঃখাভাবরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। ব্রহ্মাত্মভাবরূপ মোক্ষে ব্রহ্মানন্দে রাগবশতঃ প্রবর্ত্তমান মুমুক্ষুর মোক্ষলাভ না

হইয়া সংসারপ্রসঙ্গ হইবে। এই সংসারপ্রসঙ্গরূপ বাধকভয়ে ব্রহ্মানন্দ দুঃখাভাবরূপ বুঝিতে হইবে। রাগনিবন্ধন প্রবৃত্তি সংসারেরই কারণ হইয়া থাকে, ইহাই নৈয়ায়িকগণের কথা। কিন্তু নৈয়ায়িকগণের এইরূপ আশঙ্কা অকিঞ্চিৎকর। কারণ, পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মানন্দে রাগবশতঃ ক্ষুদ্র সাংসারিক আনন্দে মুমুক্ষুর রাগ উৎপন্ন হইবে না। ব্রহ্মানন্দ সর্ব্বানন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। এই শ্রেষ্ঠতম আনন্দবিষয়ক রাগ কেমন করিয়া জীবকে সাংসারিক সুখে প্রবৃত্ত করাইবে, সাংসারিক সুখ অত্যল্প ও অনেক দুঃখ-বিমিশ্রিত। যদি বলা যায়, শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মানন্দের অলাভে সুখরাগ কদাচিৎ মুমুক্ষুকে ক্ষুদ্র সাংসারিক সুখেও প্রবৃত্ত করাইবে, "অলাভে মত্তকাশিন্যাঃ" এই ন্যায় লোকপ্রসিদ্ধও আছে। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, এই ন্যায়টি 'আত্মতত্ত্ববিবেকে' আচার্য্য উদয়ন প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার উত্তরে আনন্দবোধ বলিয়াছেন, এই প্রদর্শিত ন্যায়ানুসারে কাহারও পতনাশঙ্কা হইলেও যে মুমুক্ষু মহারম্ভ, অব্যগ্রমনাঃ ও বশীকৃতেন্দ্রিয়গ্রাম, তাহার ব্রহ্মানন্দেই প্রবৃত্তি হইবে, সাংসারিক ক্ষুদ্র সুখে প্রবৃত্তি হইবে না। বিশেষতঃ অব্যগ্রমনাঃ বশীকৃতেন্দ্রিয়গ্রাম পুরুষ ধুরন্ধরই মোক্ষশাস্ত্রে অধিকৃত হইয়া থাকে। সকলের অধিকার কোন শাস্ত্রেই সম্ভাবিত নহে। আর যে ব্যক্তি দর্শনশাস্ত্রের তাৎপর্য্যজ্ঞানরহিত, দর্শনশাস্ত্রে আছে বলিয়াই তাহার প্রতি শ্রদ্ধালু, এইরূপ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, রাগনিবন্ধন প্রবৃত্তিমাত্রই সংসারের কারণ। যেমন, ক্ষুদ্র সুখরাগনিবন্ধন প্রবৃত্তি সংসারের কারণ হইয়া থাকে। এইরূপ ব্রহ্মানন্দে রাগবশতঃ প্রবৃত্তিও সংসারেরই কারণ হইবে। তাহাদের নিকট বক্তব্য এই যে, দুঃখোচ্ছেদমাত্রই মোক্ষ হইলেও তাদৃশ মোক্ষে দুঃখদ্বেষনিবন্ধন প্রবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে। দ্বেষনিবন্ধন প্রবৃত্তি সংসারের কারণ—ইহা প্রসিদ্ধিই আছে। যদি বলা যায়, দুঃখোচ্ছেদরূপ অপবর্গে দুঃখ-দ্বেষবশতঃ প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু সংসারের অসারতাদর্শন ও তত্ত্বদর্শনবশতঃ দুঃখে উদ্বেগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই উদ্বেগ দ্বেষ নহে, কারণ, মিথ্যাজ্ঞান হইতে দ্বেষ উৎপন্ন হয়। তত্ত্বদর্শন হইতে দুঃখে উদ্বেগ উৎপন্ন হয়। তবে আমরাও বলিব, ব্রহ্মানন্দে রাগবশতঃ মুমুক্ষুর প্রবৃত্তি নহে, কিন্তু পরমার্থ-দর্শনজন্য পরমানন্দে শ্রদ্ধাবশতঃই মুমুক্ষুর প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ইচ্ছা-মাত্রই রাগ নহে, কিন্তু মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন ইচ্ছাই রাগ। সুতরাং আনন্দ-শব্দের মুখ্যার্থে বাধক নাই বলিয়া ব্রহ্মে আনন্দ-শব্দের লাক্ষণিকার্থ গ্রহণ করা যায় না।

আরও কথা এই যে, 'ন্যায়পরিশুদ্ধি'তে উদয়নাচার্য্য ন্যায়শাস্ত্রকেও 'ব্রহ্মকাণ্ড' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—"যস্ত্বনধিকার্য্যেব প্রবর্ত্ততে কর্ম্মকাণ্ড ইব ব্রহ্মকাণ্ডে স ন ফলভাগ্ ভবতি" (১৬ পৃঃ, তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি,

এশি. সোসা. সং.)। ইহার অভিপ্রায়, অনধিকারী পুরুষ কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন ফললাভ করিতে পারে না, এইরূপ ব্রহ্মকাণ্ডের অনধিকারীও ব্রহ্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়া ফললাভ করিতে পারে না। এই উক্তিদ্বারা উদয়ন ন্যায়শাস্ত্রকেও স্পষ্টভাবে 'ব্রহ্মকাণ্ড' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উদয়ন ন্যায়শাস্ত্রকে 'ব্রহ্মকাণ্ড' রূপে নির্দ্দেশ করিয়াই নিরস্ত হন নাই। তিনি ন্যায়শাস্ত্রের অধিকারী নিরূপণ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"তস্মাদনুষ্ঠাতৈব বুৎপাদ্যঃ। শাস্ত্রান্তরলব্ধ-ব্রাহ্মণত্বাদিরূপঃ শিষ্যঃ। তস্য চ রূপাণি শমদমাদি-সম্পত্তিঃ নিত্যানিত্যবিবেকঃ, ঐহিকামুষ্মিকভোগবৈরাগ্যং, মুমুক্ষতা চেতি।" ইহার ব্যাখ্যাতে বৰ্দ্ধমানোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"শাস্ত্রান্তরাদ্ বেদাল্লব্ধানি জ্ঞাত্বা অনুষ্ঠীয়মানানি ব্রাহ্মণত্বাদৌ সতি রূপাণি যেন, স তথা। অতএব রূপাণ্যাহ—তস্য চেতি।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট শিষ্য বেদ হইতে শমদমাদি যে চারিটি রূপ বা সাধন অবগত হইয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাদৃশ শমদমাদি চতুর্বিধ রূপবিশিষ্ট-শিষ্যই ন্যায়শাস্ত্রে অধিকারী। এই সাধনকলাপ বলিতে যাইয়া উদয়ন বলিয়াছেন, (১) শমদমাদিসম্পত্তি, (২) নিত্যানিত্যবিবেক, (৩) ঐহিকামুষ্মিকভোগ-বৈরাগ্য, (৪) মুমুক্ষুতা। এই চারিটি-রূপবিশিষ্ট ব্রাহ্মণাদিরূপ শিষ্যই ন্যায়শাস্ত্রে অধিকারী। উদয়নাচার্য্য ন্যায়শাস্ত্রের অধিকারীর যে চারিটি রূপ বলিয়াছেন, ঠিক সেই চারিটি রূপই শংকরাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (ব্র. সূ. ১-১-১) এই সূত্রের 'অথ'-শব্দের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন। সুতরাং ন্যায়শাস্ত্র ও বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারীও একজাতীয় শিষ্যই বটে।

আমরা এই প্রবন্ধে ন্যায়শাস্ত্রের অধিকারী নিরূপণদ্বারা ন্যায়শাস্ত্রের বেদান্তশাস্ত্রের সহিত অবিরোধ প্রদর্শন করিলাম। বস্তুতঃ, ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ন্যায়সূত্রের ৪-১-৫৯ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, ঋগ্‌ব্রাহ্মণঞ্চ অপবর্গাভিধায়ি অভিধীয়তে। ঋচশ্চ ব্রাহ্মণানি চ অপবর্গাভিবাদীনি ভবন্তি। ঋচশ্চ তাবৎ—'কর্মভির্মৃত্যুং ঋষয়ো নিষেদুঃ, প্রজাবন্তো দ্রবিণমিচ্ছমানাঃ। অথাপরে ঋষয়ো মনীষিণঃ, পরং কর্মভ্যোঽমৃতত্বমানশুঃ' (১)। 'ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ। পরেন নাকং নিহিতং গুহায়াং, বিভ্রাজতে যদ্ যতয়ো বিশন্তি' (২)। 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্, আদিত্য-বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' (৩)। ভাষ্যকার প্রদর্শিত তিনটি মন্ত্রকে ঋক্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম দুইটি ঋক্‌মন্ত্র সাংখ্যকারিকার দ্বিতীয়কারিকার ব্যাখ্যায় তত্ত্বকৌমুদীতে বাচস্পতিমিশ্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। আর তৃতীয় মন্ত্রটি শুক্লযজুঃ সংহিতার ৩১-১৮ মন্ত্র। পূর্ব্ব মন্ত্র দুইটি উপনিষদেও আম্নাত

হইয়াছে। কিন্তু এই তিনটি মন্ত্রের একটি মন্ত্রও ঋক্‌সংহিতায় আম্নাত হয় নাই। যে সমস্ত অজ্ঞ লোক মনে করেন,—যে মন্ত্র ঋক্‌সংহিতায় আম্নাত হয় নাই, তাহা ঋক্‌মন্ত্রই নহে, তাঁহাদের প্রণিধান করা উচিত। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন কিন্তু উক্ত তিনটি মন্ত্রকেই ঋক্‌মন্ত্র বলিয়াছেন। ভগবান্ জৈমিনিও ঋক্‌মন্ত্রের লক্ষণ বলিতে যাইয়া বলিয়াছেন—'তেষাম্ ঋক্ যত্র অর্থবশেন পাদব্যবস্থা' (জৈ.সূ. ২-১-৩৫ দ্রষ্টব্য)। জৈমিনির মতে নিয়তাক্ষর পাদবিশিষ্ট বিশিষ্টার্থের প্রতিপাদক মন্ত্রই ঋক্। কিন্তু ঋক্‌সংহিতাতেই আম্নাত মন্ত্র ঋক্ এইরূপ বলেন নাই। জৈমিনির লক্ষণানুসারে বাৎস্যায়নভাষ্যে উদ্ধৃত তিনটি মন্ত্রই ঋক্‌ই বটে।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও বেদমন্ত্রের সাহায্যে অপবর্গ বা মোক্ষের সিদ্ধি প্রদর্শন করিয়াছেন, বস্তুতঃ কথা এই যে, মোক্ষ বেদৈকবেদ্য। যাঁহারা বেদ মানেন না, তাঁহারা মোক্ষও মানেন না। এজন্য ভারতের বৈদিক-দার্শনিকগণই মোক্ষ ও মোক্ষের সাধননিরূপণে সমর্থ হইয়াছেন। বেদৈকবেদ্য মোক্ষের প্রতিপাদন করিয়া ভারতীয় দার্শনিকগণও একই তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন। এজন্য বৈদিক-দার্শনিকগণের মতের সমন্বয়ও অনায়াসসিদ্ধ হইয়াছে। তাহার পর ভগবান্ বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—'এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তীতি' (বৃহদারণ্যক ৪-৪-২২)। তাহার পর ভাষ্যকার এই বৃহদারণ্যকশ্রুতি হইতেই ইহাও বলিয়াছেন যে—"অথো খল্বাহুঃ, কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি। স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি। যৎক্রতু-র্ভবতি তৎকর্ম কুরুতে। যৎকর্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে। (বৃহদারণ্যক ৪-৪-৫)। অনন্তর ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "ইতি কর্মভিঃ সংসরণমুক্ত্বা প্রকৃতমন্যদুপদিশন্তি ইতি নু কাময়মানোঽথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কামঃ আত্মকামঃ আপ্তকামো ভবতি, ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, ইহৈব সমবলীয়ন্তে" (বৃহ. ৩-২-১১) "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃহ. ৪-৪-৬)। ভাষ্যকার-প্রদর্শিত এই উপনিষদ্ বাক্যগুলি আলোচনা করিলে ন্যায়দর্শন ব্রহ্মদর্শনের বিরোধী, একথা কি কেহ মনেও চিন্তা করিতে পারেন? মোক্ষসম্বন্ধে বেদান্তদর্শনেই বা ইহার অধিক কি বক্তব্য হইতে পারে। ভাষ্যকার-প্রদর্শিত শ্রুতিগুলিই বেদান্তদর্শনের একান্ত অবলম্বন। ভাষ্যকার পূর্ব্বেও প্রাপ্তমোক্ষ জীবের ব্রহ্মরূপতা বলিয়াছিলেন (১-১-২২ ন্যায়সূত্র)। এজন্য ৪-১-৫৯ সূত্রের ভাষ্যেও ভাষ্যকার জীবের মোক্ষপ্রতিপাদনের জন্য "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি," এই বৃহদারণ্যক শ্রুতির উদ্ধরণ করিয়া প্রাপ্তমোক্ষ জীবের ব্রহ্মরূপতা প্রদর্শন করিয়াছেন। 'তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি'-গ্রন্থে উদয়ন ন্যায়শাস্ত্রকেও 'ব্রহ্মকাণ্ড' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

তাহার পর ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ৪-১-৬০ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, "এবঞ্চ ব্রাহ্মণানি-সোঽন্যদ্ ব্রতমুপাকরিষ্যন্ যাজ্ঞবল্ক্যো মৈত্রেয়ীতি হোবাচ, প্রব্রজিষ্যন্ বাঽরে অহমস্মাৎ স্থানাদস্মি। হন্ত তে অনয়া কাত্যায়ন্যা সহ অন্তং করবাণীতি। অথাপি উক্তানুশাসনাসি মৈত্রেয়ি। এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্। ইতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রবব্রাজেতি।" ভাষ্যকার বৃহদারণ্যকোপনিষদের এই মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণের আদ্যন্তভাগ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে অধ্যাত্ম-বিদ্যার সারকথা বলা হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণেই "আত্মা বাঽরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি, আত্মনো বাঽরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্বং বিদিতম্" (বৃহদারণ্যক ২-৪-৫) বলা হইয়াছে। এই মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণস্থিত বাক্যই ব্রহ্মসূত্রের ১-৪-১৯ সূত্রে বিচারিত হইয়াছে। "আত্মা বাঽরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতি উপজীবন করিয়াই আত্মাকে প্রধান প্রমেয়রূপে সমস্ত দর্শনশাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আত্মদর্শনের উপায়ও শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, যাহা সমস্ত দর্শনশাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে, তাহাও এই মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

আবার ন্যায়ভাষ্যকার ৪-১-৬১ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, "দ্রষ্টৃপ্রবক্তৃ-সামান্যাচ্চ অপ্রামাণ্যানুপপত্তিঃ। যে এব মন্ত্রব্রাহ্মণস্য দ্রষ্টারঃ প্রবক্তারশ্চ তে খলু ইতিহাসপুরাণস্য ধর্ম্মশাস্ত্রস্য চ।" আবার বলিয়াছেন, "বিষয়-ব্যবস্থানাচ্চ যথাবিষয়ং প্রামাণ্যম্। অন্যো মন্ত্রব্রাহ্মণস্য বিষয়োঽন্যশ্চ ইতিহাস-পুরাণধর্ম্মশাস্ত্রাণাম্। যজ্ঞো মন্ত্রব্রাহ্মণস্য, লোকবৃত্তমিতিহাসপুরাণস্য, লোক-ব্যবহারস্থাপনং ধর্ম্মশাস্ত্রস্য বিষয়ঃ।" ভাষ্যকারের এই সমস্ত উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়—ভাষ্যকার পরম বৈদিক, পরম আস্তিক।

ভারতীয় বৈদিক দার্শনিকগণের দর্শনচিন্তার মূল উৎস বেদ। বেদের সংহিতা-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক প্রভৃতি অধ্যাত্মচিন্তার লীলাভূমি। ভারতের যে-কোনও চিন্তার উৎপত্তিস্থান বেদ। ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা-উত্তরমীমাংসা—এই ষড়্দর্শনই সাক্ষাৎভাবে বেদ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। যে সমস্ত মহর্ষি বেদের প্রবক্তা, বেদের ব্যাখ্যাতা ও বেদার্থের অনুষ্ঠাতা—আদরের সহিত বেদার্থের অনুষ্ঠান করিয়া যাঁহারা বেদবাসিতবুদ্ধি, তাঁহারাই পূর্ব্বোক্ত ছয়খানি দর্শনের প্রণেতা।

ভগবান্ বেদ অনেকবিদ্যাস্থানোপবৃংহিত। এই বিদ্যাস্থানগুলির প্রণেতা ঋষিবৃন্দ। পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-নিরুক্ত-ছন্দঃ-জ্যোতিষ—এই ছয়টি বেদাঙ্গ; পুরাণাদি চারিটি ও শিক্ষা-কল্প প্রভৃতি ছয়টি—এই দশটি বেদের উপবৃংহক শাস্ত্র। এই শাস্ত্রসমূহের দ্বারা বেদ উপবৃংহিত হইয়া থাকে। এই দশটি শাস্ত্র বেদের প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ে সহায়ক হইয়া পরিপোষক হইয়া থাকে। চারিটি বেদ ও

পূর্ব্বোক্ত দশটি অংগ ও উপাংগ—এই চতুর্দ্দশটি বিদ্যাস্থান নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে (যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ১-৩)। বেদসমূহে যে অধ্যাত্মচিন্তার বীজ নিহিত রহিয়াছে, বৈদিক দার্শনিকগণ তাহারই বিবৃতি করিবার জন্য দর্শনশাস্ত্র-সমূহের প্রণয়ন করিয়াছেন। এইজন্য ভারতীয় বৈদিক দর্শনসমূহ অধ্যাত্ম-চিন্তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ। বৈদিক দার্শনিকগণের দর্শনচিন্তা কোনও ব্যক্তিবিশেষের তাৎকালিক কুতূহলনিবৃত্তির জন্য চিত্তের বিলাসমাত্র নহে। এই দর্শনচিন্তার মূল বেদ। বেদার্থের সারসংকলনপূর্ব্বক যুক্তির সাহায্যে বেদের অর্থতত্ত্বে অধিকারী পুরুষের দৃঢ় শ্রদ্ধা উৎপাদন ও সেই তত্ত্বের প্রত্যক্ষের জন্য ভারতীয় দর্শনসমূহ নানাস্রোতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যুক্তিদ্বারা নির্মলীকৃত-বেদার্থ অধিকারী পুরুষের হৃদয়ে অপরোক্ষভাবে প্রতিভাসনের জন্য যে-সমস্ত রীতি দর্শনশাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রতিপাদন করিবার জন্য বিবিধ দার্শনিক-প্রস্থান গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে সুদীর্ঘকাল হইতে ভারত-বসুন্ধরাকে পরিব্যাপন করিয়া রহিয়াছে। এজন্য কোনও ভারতীয় দর্শনই বিচ্ছিন্নমূল নহে এবং অনুষ্ঠাতৃ-পারম্পর্য্যশূন্যও নহে। শাস্ত্র, যুক্তি ও অনুষ্ঠাতৃ-পরম্পরা—এই তিনটি একত্রিত হইয়া ভারতীয় দার্শনিক-পরম্পরা গড়িয়া তুলিয়াছে। স্মরণাতীত কাল হইতে গুরুশিষ্য-সম্প্রদায় এক একটি দার্শনিক-সিদ্ধান্তে আরূঢ় হইয়া তাঁহাদের জীবনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে স্বসিদ্ধান্তের অভিমুখ করিয়া অধ্যাত্ম সম্পদ লাভের জন্য সন্নদ্ধ রহিয়াছেন। এই সমস্ত দার্শনিক-প্রবাহে যে সমস্ত ঋষি, মহর্ষি ও মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া অধ্যাত্ম-সম্পদের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরই পদাংক অনুসরণ করিয়া আজ পর্য্যন্তও ভারতবাসী অধ্যাত্ম-সম্পদ্-লাভের জন্য দার্শনিক-সিদ্ধান্তানুসারে নিজের জীবনস্রোতঃ প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছেন।

হরিভদ্রসূরি-প্রণীত 'ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ে'র টীকা 'তর্করহস্যদীপিকা'-গ্রন্থে ন্যায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থের ও গ্রন্থকারগণের একটি সূচিপত্র প্রদান করিতে গুণরত্ন বলিয়াছেন—"তর্কগ্রন্থাঃ—ন্যায়সূত্র-ভাষ্য-ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকা-তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি-ন্যায়ালংকারবৃত্তয়ঃ ক্রমেণ অক্ষপাদ-বাৎস্যায়ন-উদ্দ্যোতকর-বাচস্পতি-শ্রীউদয়ন-শ্রীকণ্ঠাভয়তিলকোপাধ্যায়বিরচিতাঃ। ভাসর্বজ্ঞপ্রণীতে ন্যায়-সারে অষ্টাদশ টীকাঃ। তাসু মুখ্যা টীকা ন্যায়ভূষণাখ্যা; ন্যায়কণিকা জয়ন্তবিরচিতা ন্যায়কুসুমাঞ্জলি-তর্কশ্চ।" (ষড়্দর্শনসমুচ্চয়, ৯৪ পৃঃ)। গুণ-রত্নপ্রদর্শিত নৈয়ায়িকগণের এই সূচি হইতেও প্রাচীন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের ও তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থরাশির পরিচয় অবগত হওয়া যায়।

কেবল যে ভারতের বৈদিক দার্শনিকগণই বেদের অধ্যাত্মচিন্তার সম্প্রসারণ করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু বিজ্ঞানমাত্রবাদ, ক্ষণভংগবাদ ও

নৈরাত্ম্যবাদ প্রভৃতির প্রচারক বৌদ্ধ দার্শনিকগণও বেদের উপনিষদ্‌ভাগ হইতে এবং বেদের অর্থবাদবাক্যসমূহ হইতে স্ব-স্ব আশয়ানুসারী সিদ্ধান্তসমূহ সংকলনপূর্বক প্রচারিত করিয়া তাঁহাদের জীবনস্রোতকে সংযত করিয়াছেন। এই কথা জৈমিনিসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় পাদে স্মৃত্যাচারপ্রামাণ্যাধিকরণে ভট্টপাদ কুমারিল স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিতে বলিয়াছেন—"বিজ্ঞানমাত্রক্ষণভঙ্গ-নৈরাত্ম্যাদিবাদানামপি উপনিষদর্থবাদ-প্রভবত্বম্, বিষয়েষু আত্যন্তিকং রাগং নিবর্ত্তয়িতুম্ ইত্যুপপন্নং সর্বেষাং প্রামাণ্যম্" (জৈ. সূ. ১-৩-২ অধিকরণ)।

যে অভিপ্রায়ে বৈদিক দার্শনিকগণ প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই একই অভিপ্রায়ে বৌদ্ধ-জৈন প্রভৃতি দার্শনিকগণ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সমস্ত ভারতীয় দর্শনসমূহে আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভই চরম লক্ষ্য। চরম লক্ষ্য এক হইলেও অধিকারী পুরুষগণের আশয়ের তারতম্যপ্রযুক্ত নানাবিধ দৃষ্টিভেদ ঘটিয়াছে। তাহাতে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইবার জন্য সাধনের নানা বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইলেও চরম লক্ষ্যসম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভই যে সকল দর্শনের একমাত্র চরম লক্ষ্য, ইহাতে ভারতীয় দার্শনিকগণ সকলেই এককণ্ঠ। সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য ভারতের সমস্ত দার্শনিকসম্প্রদায় নানাবিধ প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া একই গন্তব্যস্থলে উপনীত হইয়া থাকেন। এজন্য আপাতদৃষ্টিতে মতভেদ পরিলক্ষিত হইলেও চরম লক্ষ্য সকলের এক বলিয়া ইঁহাদের মধ্যে বস্তুতঃ কোনও বিরোধ নাই।

যাঁহারা অভ্যুদয়ের সহিত নিঃশ্রেয়স কামনা করেন, তাদৃশ দার্শনিকগণ অভ্যুদয়লাভের জন্য জাগতিক পরিস্থিতির সংরক্ষণও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। জাগতিক পরিস্থিতির সংরক্ষণ ব্যতীত যেমন অভ্যুদয়লাভ হইতে পারে না, এইরূপ নিঃশ্রেয়সেরও লাভ হইতে পারে না। এইজন্য নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, মীমাংসক প্রভৃতি দার্শনিকগণ জাগতিক পরিস্থিতির রক্ষার জন্য, জাগতিক ব্যবহারের পরিপালনের জন্য এবং অভ্যুদয়সাধক মর্য্যাদার স্থিতি ও তাহার দৃঢ়তার জন্য নিজ নিজ দর্শনশাস্ত্রে লৌকিক দৃষ্টিরও বহু বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এজন্য জগতের প্রাণিমাত্রই তাঁহাদের দ্বারা উপকৃত হইয়াছে। ইঁহারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স—উভয়দিকেই সমানভাবে দৃষ্টিরক্ষা করিয়াছেন। আর যাঁহারা তীব্র-বৈরাগ্যসম্পন্ন তাঁহারা জাগতিক ব্যবহারের সংরক্ষণের জন্য বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। জাগতিক মর্য্যাদারক্ষণে যে তাঁহারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে পারেন নাই, ইহা তাঁহাদের অপরাধ নহে। ইহার জন্য তাঁহাদের অধিকারই দায়ী। যেমন, খণ্ডনগ্রন্থে বলা হইয়াছে—"বস্তুতস্তু বয়ং প্রপঞ্চ-সত্ত্বব্যবস্থাপনবিনিবৃত্তাঃ স্বতঃসিদ্ধে চিদাত্মনি ব্রহ্মতত্ত্বে কেবলে ভরমবলম্ব্য চরিতার্থাঃ সুখমাস্মহে" (খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, ১৩১ পৃঃ, কাশী সং.)।

যাহা হউক, আমরা ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, ন্যায়দর্শন শ্রৌতসিদ্ধান্তের বিরোধী ত নহেই, প্রত্যুত অতিশয় অনুকূল। ভাষ্যকার বহুতর ঋক্ মন্ত্র ও উপনিষদ্‌বাক্য উদ্ধৃত করিয়া অপবর্গের বা মোক্ষের সমর্থন করিয়াছেন। ন্যায়ভাষ্যকারাদির এই শ্রুতিপ্রবণতা লক্ষ্য করিয়া পরবর্ত্তী কালের নৈয়ায়িকগণের মধ্যে কেহ কেহ ন্যায়দর্শনে শ্রৌতসিদ্ধান্তের সংগ্রাহক সূত্রও যোজনা করিয়াছিলেন। যেমন, শান্তিপুরের রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি* গোস্বামি-ভট্টাচার্য্য। এই গোস্বামি-ভট্টাচার্য্য মহাশয়-প্রণীত 'ন্যায়সূত্রবিবরণ' নামক একখানি ন্যায়সূত্রের বৃত্তি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গোস্বামি-ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বীয় 'ন্যায়সূত্রবিবরণে' ন্যায়সূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের দ্বিতীয়াহ্নিকের শেষে অক্ষপাদরচিত একটি সূত্রের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সূত্রটি এই—"তত্ত্বন্তু বাদরায়ণাৎ" (অ. সূ. ৪-২-৫০—কাশী 'পণ্ডিত' পত্রিকায় মুদ্রিত পুস্তকের ২৯৯ পৃঃ)। এই সূত্রের দ্বারা স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, আত্মতত্ত্ব যাহা উপনিষৎ প্রতিপাদ্য, তাহা আংশিকভাবে অক্ষপাদসূত্রে আলোচিত হইলেও আত্মার যথার্থতত্ত্ব বাদরায়ণ-প্রণীত 'ব্রহ্মসূত্র' হইতে অবগত হইতে হইবে। উক্ত গোস্বামি-ভট্টাচার্য্যের মতে ন্যায়সূত্রের শেষ শ্লোক হইতেছে—

"আম্নায়ার্থাবিরোধেন ন্যায়চর্চ্চাং করোতি যঃ।
স তেন নিঃশ্রেয়সং প্রাপ্যং গোমায়ুযোনিরন্যথা।।"

ন্যায়সূত্রের শেষে উল্লিখিত উক্ত শ্লোকটি অক্ষপাদরচিত বলিয়া গোস্বামি-ভট্টাচার্য্য ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন—"গ্রন্থাবসানে স্বশাস্ত্রস্য ফলমুপসংহরতি আম্নায়ার্থেত্যাদি।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, অক্ষপাদ গ্রন্থের অবসানে স্বরচিত ন্যায়শাস্ত্রের ফলের উপসংহার করিতেছেন। বেদার্থের অবিরোধে যে ন্যায়-শাস্ত্রের চর্চ্চা করিবে, সেই নিঃশ্রেয়স লাভ করিবে। বেদার্থের বিরোধে ন্যায়-শাস্ত্রের চর্চ্চা করিলে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হইবে। গোস্বামি-ভট্টাচার্য্যের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বভাগী রামানন্দতীর্থস্বামী তৎপ্রণীত 'যথার্থমঞ্জরী'র শেষভাগে বলিয়াছেন—"অহো মহচ্ছাস্ত্রাচার্য্যা নৈয়ায়িকা অপি এতৎ তু কণ্টকাবরণং কৃতবন্তঃ, তত্ত্বন্তু বাদরায়ণাদিকৃতম্ ইত্যাহুঃ, কিমন্যে ইতি।" (দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-প্রণীত 'বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চা' গ্রন্থের ২৪০ পৃঃ)।

* ইনি শান্তিপুর বিদ্বৎসমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। স্মৃতি-ন্যায়াদি নানা শাস্ত্রে তাঁহার রচিত টীকা ও নিবন্ধ বাংলার সর্বত্র এবং তাঁহার নব্যন্যায়ের 'মোহনীয়া' পত্রিকাসমূহ একসময়ে বাংলার বাহিরেও প্রচারলাভ করিয়াছিল—দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-প্রণীত 'বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা' গ্রন্থের ২৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

যদিও গোস্বামি-ভট্টাচার্য্য-ধৃত সূত্র ও শাস্ত্রের ফলোপসংহারক বাক্য ন্যায়ভাষ্য, বার্ত্তিক প্রভৃতি ন্যায়শাস্ত্রের কোনও প্রামাণিক গ্রন্থের দ্বারা সমর্থিত হয় নাই, তথাপি ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন শাস্ত্রের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন—"যদনুমানং প্রত্যক্ষাগমবিরুদ্ধং ন্যায়াভাসঃ সঃ।" আমরাও এই প্রবন্ধে ভাষ্যকারের এই উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছি।

মধুসূদন সরস্বতী-প্রণীত 'অদ্বৈতরত্নরক্ষণ'গ্রন্থেও শ্রৌতসিদ্ধান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক' বলা হইয়াছে—"ভেদজ্ঞানন্তু সর্বথা মুক্তিপ্রতিবন্ধকম্। 'দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতীতি' শ্রুতেঃ।" তাহার পর মধুসূদন বলিয়াছেন—"গৌতমাদীনামপি অত্রৈব তাৎপর্য্যম্" (অদ্বৈতরত্নরক্ষণ, ৪০ পৃঃ)। আবার উক্ত গ্রন্থে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—"তথা চ শ্রূয়তে মোক্ষধর্ম্মে—

'আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যাম্ অনুরক্তো নিরর্থিকাম্।
তস্যৈবং ফলনির্বৃত্তিঃ শৃগালত্বং বনে মম।'

(মোক্ষধর্ম্ম, ১৮০ অঃ, ৪৯ শ্লোক)।

মনুরপ্যাহ—'হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চয়েৎ।' 'যত্তু—পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ।।' ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনম্। তদপি পদার্থব্যুৎপাদনদ্বারা বিদ্যান্তরোপকারকত্বেনোপযুজ্যতে। ন্যায়শাস্ত্রমপি এতৎপরমেব, ন তু তজ্জ্ঞানস্য মুক্তিহেতুত্বপরম্। 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া' ইতি শ্রুতিবিরোধাৎ। ভেদপ্রতিপাদকানাং চ তর্কাণাং শ্রুতিবিরোধেনাভাসত্বাৎ। তস্মাৎ ন্যায়-শাস্ত্রাধ্যয়নং ন নিষিধ্যতে, কিন্তু তৎপরত্বম্। 'অনুরক্তো নিরর্থিকাম্' ইতি বচনাৎ" (অদ্বৈতরত্নরক্ষণ, ৩৬ পৃঃ)।

মধুসূদনের এই উক্তির অভিপ্রায় এই যে, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে, ১৮০ অঃ, ৪৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, আমি আন্বীক্ষিকীরূপ তর্কবিদ্যাতে নিরর্থক অতিশয় অনুরাগী ছিলাম, আর তাহারই ফলে বনে শৃগাল হইয়াছি। মনুও বলিয়াছেন, হেতুশাস্ত্রপ্রধান পুরুষগণকে এবং বকবৃত্তি পুরুষগণকে বাক্যমাত্রদ্বারা অর্চ্চনা করিবে না। আর যে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং শিক্ষাদি ছয়টি বেদাঙ্গ ও চারি বেদ—এই চৌদ্দটি হইতেছে বিদ্যাস্থান ও ধর্ম্মপ্রতিপাদক। এই যাজ্ঞবল্ক্যবচনে ন্যায়শাস্ত্রকে বিদ্যাস্থানরূপে ও ধর্ম্ম-প্রতিপাদকরূপে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায়—পদার্থব্যুৎপাদনদ্বারা বিদ্যান্তরের উপকারক হয় বলিয়া ন্যায়শাস্ত্রকে বিদ্যাস্থান বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ ন্যায়শাস্ত্রেরও বিদ্যান্তরের উপকারক পদার্থব্যুৎপাদনেই তাৎপর্য্য। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞান মুক্তির হেতু নহে। শ্রুতিও বলিয়াছেন,

মুক্তিসাধন জ্ঞান তর্কমাত্রদ্বারা লব্ধ হইতে পারে না। অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতির বিরোধপ্রযুক্ত ভেদপ্রতিপাদক তর্ক সৎতর্ক নহে, কিন্তু তাহা তর্কাভাস। এজন্য আমরাও পদার্থব্যুৎপাদক শাস্ত্রের অধ্যয়ন নিষেধ করি না, কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র-প্রতিপাদক আত্মজ্ঞানই মোক্ষের সাধন, এইরূপে ন্যায়শাস্ত্রের মোক্ষসাধন জ্ঞানপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্যস্বীকারেই আপত্তি করি। এইজন্য মোক্ষ-ধর্ম্মের বচনে 'অনুরক্তো নিরর্থিকাম্' এই বাক্যের দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রের অংশ-বিশেষে অনুরাগই নিন্দিত হইয়াছে।

বাঙ্গালী দণ্ডিস্বামী মধুসূদনসরস্বতী প্রসিদ্ধ মহিম্নঃস্তোত্রের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই স্তোত্রের 'ত্রয়ীং সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি' এই শ্লোকের টীকায় প্রায় ভারতীয় সমস্ত দার্শনিক প্রস্থানের আলোচনা করিয়াছেন। মধুসূদনের এই আলোচনাংশ 'প্রস্থানভেদ' নামে প্রসিদ্ধ এবং তাহা স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিতও হইয়াছে। এই প্রস্থানভেদের শেষভাগে মধুসূদন বলিয়াছেন, 'সর্ব্বেষাং প্রস্থানকর্ত্তৃণাং মুনীনাং বিবর্ত্তবাদ-পর্য্যবসানেন অদ্বিতীয়ে পরমেশ্বরে প্রতিপাদ্যে তাৎপর্য্যম্। ন হি তে মুনয়ো ভ্রান্তাঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাত্তেষাম্। কিন্তু বহির্বিষয়প্রবণানাম্ আপাততঃ পরমপুরুষার্থে প্রবেশো ন সম্ভবতীতি নাস্তিক্যবারণায় তৈঃ প্রকারভেদাঃ প্রদর্শিতাঃ। তত্র তেষাং তাৎপর্য্যমবুদ্ধ্বা বেদবিরুদ্ধেঽপ্যর্থে তাৎপর্য্যমুৎপ্রেক্ষমাণাঃ তন্মতমেবোপাদেয়ত্বেন গৃহ্ণন্তো জনা নানাপথজুষো ভবন্তি।"

ইহার অভিপ্রায় এই যে, ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে চারিপ্রকার বাদ প্রসিদ্ধ আছেঃ (১) বৌদ্ধসম্মত সংঘাতবাদ, (২) বৈশেষিকাদিসম্মত আরম্ভ-বাদ, (৩) সাংখ্যাদিসম্মত পরিণামবাদ ও (৪) অদ্বৈতবেদান্ত্যাদিসম্মত বিবর্ত্তবাদ। মধুসূদন বলিয়াছেন, সমস্ত দার্শনিক প্রস্থানের প্রবর্ত্তয়িতা মুনিগণের বিবর্ত্তবাদেই পর্য্যবসান হয় বলিয়া বিবর্ত্তবাদ-অনুসারে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। কারণ, দর্শনপ্রস্থানসমূহের প্রবর্ত্তয়িতা মুনিগণ ভ্রান্ত হইতে পারেন না। যেহেতু তাঁহারা সকলেই সর্ব্বজ্ঞ। সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণ-প্রবর্ত্তিত দর্শনপ্রস্থানসমূহে আপাততঃ প্রতীয়মান মতভেদের কারণ অধিকারী পুরুষগণের আশয়বৈচিত্র্য। বাহ্যবিষয়ে অর্থাৎ অনাত্মবস্তুতে আসক্তচিত্ত পুরুষগণের প্রথমতঃই পরমপুরুষার্থে প্রবেশ হইতে পারে না। পরমপুরুষার্থে প্রবেশ হইতে না পারিলেও তাহারা নাস্তিক হইয়া অধঃপতিত না হউক, এজন্য অর্থাৎ তাহাদের নাস্তিক্য-নিরাকরণের জন্য সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণও নানাবিধ দর্শনপ্রস্থান প্রবর্ত্তিত করিয়া নানাবিধ প্রকারভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের অদ্বিতীয় পরমেশ্বর-প্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য। বৈদিকবেদ্য অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে দর্শনপ্রস্থানপ্রবর্ত্তয়িতা সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া নাস্তিক্য-নিবারণের জন্য তাঁহাদের উৎপ্রেক্ষিত

বেদবিরুদ্ধ অর্থেও তাঁহাদের তাৎপর্য্য উৎপ্রেক্ষণ করিয়া বেদবিরুদ্ধ মতও উপাদেয়রূপে গ্রহণ করিয়া লোক নানা দার্শনিকপ্রস্থানে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, এই সমস্ত আলোচনাদ্বারা শ্রুতিপ্রতিপাদ্য অর্থেই যে ন্যায়শাস্ত্রের পরম তাৎপর্য্য, তাহা বলা হইল।

ন্যায়শাস্ত্রের অবিরোধপ্রদর্শন সমাপ্ত।

বৈশেষিকদর্শনের আলোচনা

সম্প্রতি আমরা বৈশেষিকদর্শনের তাৎপর্য্য আলোচনা করিয়া তাহারও শ্রুতিপ্রতিপাদ্য অর্থে অবিরোধ প্রদর্শন করিব। ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ গ্রন্থ-প্রারম্ভে যে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "পদার্থধর্ম্ম-সংগ্রহঃ প্রবক্ষ্যতে মহোদয়ঃ।" এই বাক্যের অর্থপ্রদর্শনের জন্য 'ন্যায়-কন্দলী'কার শ্রীধর ন্যায়কন্দলীতে বলিয়াছেন, মহান্ উদয়রূপ মহৎ ফল অর্থাৎ অপবর্গ যে পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ হইতে সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেই মহোদয় পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ আমি বলিব। প্রশস্তপাদভাষ্যে উক্ত 'মহোদয়' শব্দ কি অর্থে প্রযুক্ত, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য শ্রীধর ন্যায়কন্দলীতে মহোদয় বা অপবর্গের বহুবিধ লক্ষণ প্রদর্শন করিয়া তাহার নিরসন করিয়াছেন ; পরে নিজের অভিমত অপবর্গ স্বরূপ বলিয়াছেন, "তস্মাদহিত-নিবৃত্তিরাত্যন্তিকী মহোদয় ইতি যুক্তম্।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, আত্যন্তিক-দুঃখনিবৃত্তিই 'মহোদয়' অর্থাৎ অপবর্গ। এই প্রসঙ্গে 'ন্যায়কন্দলী'কার পরে বলিয়াছেন, "অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশত ইতি বেদান্তাঃ প্রমাণমিতি বয়ম্।"

এই দুঃখনিবৃত্তিরূপ অপবর্গে প্রমাণ প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীধর প্রথমে তার্কিকমতের অনুবাদ করিয়া বলিয়াছেন, তস্যাঃ সদ্ভাবে কিং প্রমাণম্? "দুঃখসন্ততিধর্ম্মিণী অত্যন্তমুচ্ছিদ্যতে সন্ততিত্বাদ্ দীপসন্ততি-বদিতি তার্কিকাঃ।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, এই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির সদ্ভাবে প্রমাণ কি? যাহা যাহা সন্ততি অর্থাৎ কার্য্যপ্রবাহ, তাহার আত্যন্তিক উচ্ছেদ হইয়া থাকে। যেমন, প্রদীপসন্ততি। প্রদীপসন্ততি একটি স্থিরবস্তু নহে। কিন্তু প্রতিক্ষণে তত্তৎ তৈলবিন্দু প্রজ্বলিত হইয়া প্রদীপশিখারূপে প্রতিভাত হয়। এইজন্য প্রদীপ একটি প্রবাহরূপ সন্ততি। এই প্রদীপ-সন্ততির যেরূপ আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়, এইরূপ জীবেরও দুঃখসন্ততি বা দুঃখধারা অথবা দুঃখপ্রবাহের আত্যন্তিক উচ্ছেদ হইবে। এই অনুমানদ্বারা দুঃখসন্ততির আত্যন্তিক উচ্ছেদের সম্ভাব সিদ্ধ হয়। ইহা তার্কিকগণ বলিয়া থাকেন। অপবর্গের সাধক এই অনুমানটি তার্কিকগণের অভিমত

হইলেও 'ন্যায়কন্দলী'কারের অভিপ্রেত নহে। কেন অভিপ্রেত নহে, তাহা প্রকাশ করিতে 'ন্যায়কন্দলী'কার বলিয়াছেন, "তদযুক্তম্, পার্থিবপরমাণুরূপাদিসন্তানেন ব্যভিচারাৎ।"

ইহার অভিপ্রায় এই যে, তার্কিকগণ যে বলিয়াছেন, সন্ততিমাত্রেরই আত্যন্তিক উচ্ছেদ হইয়া থাকে, তাঁহাদের এই প্রদর্শিত ব্যাপ্তিই সিদ্ধ নহে। কারণ, তাহাতে ব্যভিচার দোষ আছে। যেমন, নিত্য পার্থিব পরমাণুর রূপরসগন্ধস্পর্শ সর্ব্বদাই পাকবশতঃ অন্যথা অন্যথা উৎপন্ন হইয়া থাকে, পার্থিব পরমাণুর রূপাদি পার্থিব পরমাণুর মত নিত্য নহে, কিন্তু নিত্য পার্থিব পরমাণুতে পাকবশতঃ সর্ব্বদাই ভিন্ন ভিন্ন রূপরসাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য পার্থিব পরমাণুতে প্রবাহক্রমে তাহার রূপরসাদি উৎপন্ন হয় বলিয়া পার্থিব পরমাণুতে রূপরসাদির ধারা বা সন্ততি স্বীকার করিতে হয়। এই পার্থিব পরমাণুর রূপাদিসন্ততিতে সন্ততিত্বহেতু আছে, কিন্তু পার্থিব পরমাণুর রূপাদিসন্ততির কোনও কালে অত্যন্ত উচ্ছেদ হয় না। অর্থাৎ এমন কোনও সময় হইতে পারে না, যে সময় পার্থিব পরমাণু থাকিবে, কিন্তু তাহার রূপাদি থাকিবে না কিম্বা সেই পার্থিব পরমাণুতে কোনও কালে আর রূপাদির উৎপত্তি হইবে না। রূপাদি রহিত পার্থিব পরমাণু চিরকাল অবস্থান করিবে, ইহা কখনও হইতে পারে না। সুতরাং সন্ততিত্বহেতু পার্থিব পরমাণু রূপাদিসন্ততিতে ব্যভিচারী হইয়াছে বলিয়া সন্ততিত্বহেতুদ্বারা জীবগত দুঃখসন্ততিরও আত্যন্তিক উচ্ছেদের অনুমিতি হইতে পারিবে না। এইরূপ বিচারপরম্পরা প্রদর্শন করিয়া পরে 'ন্যায়কন্দলী'কার বলিয়াছেন, "বিস্তরস্তু অদ্বয়সিদ্ধৌ দ্রষ্টব্যঃ।" অর্থাৎ এই সমস্ত কথার বিশদ আলোচনা আমি 'অদ্বয়সিদ্ধি'গ্রন্থে করিয়াছি (ন্যায়কন্দলী, ৫ পৃঃ, বিজয়নগর সং.)।

প্রশস্তপাদভাষ্যের অপর টীকা 'কিরণাবলী'তে আচার্য্য উদয়ন অপবর্গসিদ্ধির প্রমাণরূপে 'কন্দলীকার'প্রদর্শিত অনুমানটিই প্রদর্শন করিয়াছেন। কেবলমাত্র বৈলক্ষণ্য এই যে, কন্দলীকার 'ইতি তার্কিকাঃ' এইরূপ বলিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, তার্কিকগণ অপবর্গসাধক এই অনুমান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু আচার্য্য উদয়ন অপবর্গসাধক এই অনুমানটি প্রদর্শন করিয়া 'ইত্যাচার্য্যাঃ' এইরূপ বলিয়াছেন। আচার্য্য উদয়নের বক্তব্য এই যে, ন্যায়-বৈশেষিক আচার্য্যগণ অপবর্গসিদ্ধির জন্য এই অনুমানটি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অপবর্গ এই অনুমানপ্রমাণ সিদ্ধ। পরে আচার্য্য উদয়ন কন্দলীকার-প্রদর্শিত ব্যভিচারি দোষের উল্লেখ করিয়া তাঁহার নিরসন করিতে বলিয়াছেন, "পার্থিবপরমাণুগতরূপাদিসন্তানেন অনৈকান্তিকমিতি চেন্ন। সর্বাত্মগতদুঃখসন্ততিপক্ষীকরণে ফলতস্তস্যাপ্যন্ত-

র্ভাবাৎ। ন হি সর্ব্বমুক্তিপক্ষে সর্ব্বোৎপত্তিনিমিত্তস্যাদৃষ্টস্যাভাবাৎ তদুৎপত্তৌ বীজমস্তি। ন চ সর্ব্বভোক্তৄণামপবৃক্তৌ তদুৎপত্তেঃ প্রয়োজনমস্তি। ন হি বীজপ্রয়োজনাভ্যাং বিনা কস্যচিৎ উৎপত্তিরস্তি (কিরণাবলী, ৫ পৃঃ, কাশী সং.)।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, কন্দলীকার যে পার্থিব পরমাণুর রূপাদি-সন্ততিতে সন্ততিত্বহেতুর ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে বস্তুগত্যা পক্ষেই হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার প্রদর্শন করা হইয়াছে। পক্ষে বা পক্ষ-সমধর্ম্মীতে হেতুর ব্যভিচারদোষ উদ্ভাবিত হইতে পারে না। উহাতে ব্যভিচার দোষ উদ্ভাবিত হইলে অনুমানমাত্রেরই উচ্ছেদ হইয়া যাইবে, এইজন্যই পক্ষে বা পক্ষসমধর্ম্মীতে ব্যভিচারের উদ্ভাবন কথকসম্প্রদায়ের রীতি-বিরুদ্ধ।

পার্থিব পরমাণুর রূপাদিসন্ততি অপবর্গসাধকানুমানে ফলতঃ পক্ষের অন্তর্ভুক্ত হইল কিরূপে? উক্তানুমানে কেবলমাত্র দুঃখসন্ততিমাত্রকেই তো পক্ষরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পার্থিব পরমাণুর রূপাদিসন্ততিকে তো পক্ষরূপে নির্দ্দেশ করা হয় নাই। এইরূপ আপত্তিতে আচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন, "সর্ব্বাত্মগতদুঃখসন্ততিপক্ষীকরণে ফলতস্তস্যাপি পক্ষেঽন্তর্ভাবাৎ।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত আত্মার দুঃখসন্ততি উক্ত অনুমানের পক্ষ। যে-কোনও একটি আত্মার দুঃখসন্ততি উক্ত অনুমানে পক্ষ নহে। যদি তাহা হইত, তবে যে-আত্মার দুঃখসন্ততির উচ্ছেদ হইবে না, সেই আত্মার দুঃখসন্ততিতেই ত সন্ততিত্বহেতুর ব্যভিচার হইত। সুতরাং সন্ততিত্বহেতুর ব্যভিচার-প্রদর্শনের জন্য পার্থিব পরমাণুর রূপাদিসন্ততিপর্য্যন্ত অনুধাবন করিতে হইত না—এজন্য সর্ব্বজীবের দুঃখসন্ততি প্রকৃতানুমানে পক্ষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া ফলতঃ পার্থিব পরমাণুর রূপাদিসন্ততিও উক্তানুমানে পক্ষান্তর্ভূত হইয়াছে।

পার্থিব পরমাণুর রূপাদিসন্ততি কিরূপে উক্ত অনুমানে ফলতঃ পক্ষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? তাহা প্রকাশ করিতে আচার্য্য বলিয়াছেন, সমস্ত আত্মার দুঃখসন্ততির উচ্ছেদ সিদ্ধ হইলে সর্ব্বমুক্তিই সিদ্ধ হইবে। সর্ব্বমুক্তি সিদ্ধ হইলে সমস্ত উৎপত্তিমৎকার্য্যের নিমিত্ত অদৃষ্টেরও অভাব সিদ্ধ হইবে। কারণ, অদৃষ্ট আত্মাতেই থাকে। অদৃষ্ট আত্মাতে থাকিলে আত্মার সর্ব্বদুঃখের আত্যন্তিক উচ্ছেদরূপ মুক্তিই হইতে পারে না। এজন্য সর্ব্বমুক্তিপক্ষে অদৃষ্টমাত্রের উচ্ছেদ হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কার্য্যমাত্রের নিমিত্তকারণ অদৃষ্ট না থাকিলে কোনও কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারিবে না। অদৃষ্টই কার্য্যমাত্রের বীজ। কার্য্যমাত্রের উৎপত্তির বীজ নাই বলিয়া কার্য্যমাত্রই উৎপন্ন হইবে না, এবং সমস্ত ভোক্তৃজীবাত্মার অপবর্গ

হইলে কার্য্যমাত্রের উৎপত্তির প্রয়োজনও থাকিবে না। কারণ, ভোক্তৃপুরুষের ভোগসিদ্ধির জন্যই কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সমস্ত আত্মার অপবর্গ হইলে কোন আত্মাই আর ভোক্তা থাকিবে না। ভোক্তাই না থাকিলে কাহার ভোগের জন্য কার্য্য উৎপন্ন হইবে? সর্ব্বমুক্তিপক্ষে কার্য্যের উৎপত্তির বীজ অদৃষ্ট ও প্রয়োজনরূপ ভোগ। এই উভয়ই নাই বলিয়া কোনও কার্য্যেরই উৎপত্তি হইতে পারিবে না। সুতরাং পাকবশতঃ পার্থিব পরমাণুরও রূপরসাদির উৎপত্তি হইবে না, তাহাতে পার্থিব পরমাণুর রূপরসাদির সন্ততির উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। তাহা হইলে 'কন্দলী'কার সন্ততিত্বহেতুর ব্যভিচার দেখাইবেন কোথায়?

'ন্যায়কন্দলী'কার প্রভৃতির এ স্থলে বক্তব্য এই যে, সর্ব্বমুক্তি সিদ্ধ হইলে অবশ্য সন্ততিত্বহেতুর ব্যভিচার প্রদর্শন করা যায় না। কিন্তু আমরা ত সর্ব্বমুক্তিই স্বীকার করি না। এস্থলে আচার্য্যের বক্তব্য, সর্ব্বমুক্তি স্বীকার না করিলে যাহার মুক্তি হইবে না, তাহার দুঃখসন্তানেই ত সন্ততিত্বহেতুর ব্যভিচার হইবে। সন্ততিত্বহেতুর ব্যভিচার-প্রদর্শনের জন্য পূর্ব্বপক্ষীর স্থলান্তর গবেষণার আবশ্যকতা কি? এতদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষিগণ বলেন যে, আমাদের ব্যভিচার-প্রদর্শনস্থলের কোনও আগ্রহ নাই, সন্ততিত্ব-হেতুর ব্যভিচার-প্রদর্শনই আমাদের উদ্দেশ্য। তাহা যদি কোনও নিত্যবদ্ধ-পুরুষের দুঃখসন্তানে সম্ভাবিত হয়, তাহাতেও আমাদের আপত্তি নাই।

অবশ্য এস্থলে আচার্য্যের বক্তব্য এই যে, সর্ব্বমুক্তি স্বীকার না করিলে কতকগুলি জীবের দুঃখধারা অনাদি ও অনন্ত, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। দুঃখধারা যে অনাদি, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষী জীবের দুঃখধারার অনন্তত্ব স্বীকার করিতেছেন। তাঁহাদিগের মতে কতকগুলি জীবাত্মার সংসার্য্যেকস্বভাবত্ব স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ কতকগুলি জীবাত্মা অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত সংসারীই থাকিবে অর্থাৎ ইহারা চিরবদ্ধই থাকিবে। কতকগুলি জীবাত্মা যদি চিরবদ্ধ হয় এবং তাহাদের দুঃখধারা যদি অনাদি ও অনন্ত হয়, কতকগুলি জীবাত্মা যদি সংসার্য্যেকস্বভাব হয়, তাহা হইলে সংসার্য্যেকস্বভাব জীবাত্ম-গণের মধ্যে আমিও কি না? এরূপ সংশয় প্রত্যেকেরই উৎপন্ন হইবে। আমিও যদি নিত্যবদ্ধ-জীবের মধ্যে পরিগণিত হই, তবে মোক্ষের সাধনানুষ্ঠান আমার পক্ষে নিতান্তই নিষ্ফল হইবে। মোক্ষের জন্য সন্ন্যাসাশ্রমপ্রবেশ প্রভৃতি বৃথাই হইবে। তাহাতে কোনও জীবেরই মোক্ষলাভের জন্য ব্রহ্মচর্য্যাদি বহুতর দুঃখমূলক সাধনে প্রবৃত্তি হইবে না। তাহা হইলে অপবর্গ কথাই সংসার হইতে উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাহাতে মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহও নিষ্প্রয়োজন হইয়া যাইবে। এবং মোক্ষপ্রতিপাদক বেদেরও

অপ্রামাণ্যই উপস্থিত হইবে। ফলে কেহই মোক্ষলাভের জন্য ব্রহ্মচর্য্যাদি দুঃখকর সাধনের অনুষ্ঠান করিবে না।

এস্থলে শ্রীধর ভট্টের বক্তব্য এই যে, যদি সর্ব্বমুক্তি সম্ভাবিত হইত, তবে এতকাল পর্য্যন্ত হইল না কেন? যদি একটি কল্পে একজনেরও মুক্তি হইত, তাহা হইলেও আজ সংসার উচ্ছিন্ন হইয়া যাইত; কারণ, অনন্তকল্প অতীত হইয়াছে। এতদুত্তরে আচার্য্য বলিয়াছেন, অনন্তকালও যেমন অতীত হইয়াছে, এরূপ অনন্তজীবও মুক্তিলাভ করিয়াছে। তথাপি সর্ব্বজীবের মুক্তি হয় নাই। কারণ, সম্প্রতিও সংসার প্রত্যক্ষসিদ্ধই রহিয়াছে। ইহাতে শ্রীধর ভট্ট বলেন, অনন্তকালেও যখন সর্ব্বমুক্তি হয় নাই, তবে ভবিষ্যতেই যে হইবে ইহাতেই বা আশা কি? ফলকথা, অনন্তকালেও যখন সর্ব্বমুক্তি হয় নাই, তখন সর্ব্বমুক্তি হইবে না ইহাই স্থির কথা। এতদুত্তরে আচার্য্য বলিয়াছেন, সর্ব্বমুক্তি হইবে ইহাই মাত্র প্রমাণসিদ্ধ। কিন্তু অমুক দিনে হইবে, এরূপ কালনিয়মে কোনও প্রমাণ নাই। আরও কথা, সর্ব্বমুক্তি যদি সম্ভাবিত হইত, তবে অতীত অনন্তকালে সর্ব্বমুক্তি সিদ্ধই হইত। তাহা যখন হয় নাই, তখন সর্ব্বমুক্তি হইবে না—এইরূপ যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের নিকট বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বপক্ষীরও ত অনন্তকাল অতীত হইয়াছে। এই বিগত অনন্তকালের মধ্যে তাঁহার যখন মোক্ষ হয় নাই, তবে ভবিষ্যৎকালে যে তাঁহার মোক্ষ হইবে, ইহাতেই বা প্রমাণ কি? সুতরাং মোক্ষের আশা পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডনীতিশাস্ত্র, বার্ত্তাশাস্ত্র, বাৎস্যায়নাদি-প্রণীত কামশাস্ত্র অথবা স্কন্দাদি-প্রণীত চৌর্য্যশাস্ত্রের আলোচনা করাই ত পূর্ব্বপক্ষীর উচিত। যদি পূর্ব্বপক্ষী অতীত অনন্তকালে তাঁহার মোক্ষ না হইলেও ভবিষ্যৎকালে হইবে এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস রাখেন, তবে আমরাও বলিব, অতীত অনন্তকালে সর্ব্বমোক্ষ না হইলেও ভবিষ্যৎ কোন কালে অবশ্যই হইবে, কারণ সর্ব্বমোক্ষ প্রমাণসিদ্ধ।

ইহাতে শ্রীধর ভট্টের বক্তব্য এই যে, সর্ব্বমোক্ষের উৎপত্তিই হইতে পারে না। কারণ সমস্ত উৎপত্তিমৎ বস্তুর উৎপত্তিতে অদৃষ্টই কারণ। অদৃষ্ট না থাকিলে কোনও বস্তুরই উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু সর্ব্ব-মুক্তির কারণ অদৃষ্টই অনুপপন্ন। সর্ব্বমুক্তির কারণ অদৃষ্ট অনুপপন্ন বলিয়া সর্ব্বমুক্তির উৎপত্তি হইতে পারিবে না। এতদুত্তরে আচার্য্য বলিয়াছেন যে, ভোগ ও ভোগের সাধনই অদৃষ্টবশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপবর্গ বা মোক্ষ ভোগও নহে, ভোগের সাধনও নহে। এজন্য তাহা অদৃষ্টজন্যও নহে। অপবর্গ বা মোক্ষ অদৃষ্টের নিবৃত্তিরূপ। অদৃষ্টনিবৃত্তিও অদৃষ্টান্তরসাধ্য হইবে এইরূপ স্বীকার করিলে একজনেরও অপবর্গ সিদ্ধ হইতে পারিবে না। এজন্য অদৃষ্টনিবৃত্তি অদৃষ্টান্তরসাধ্য নহে বলিয়া সর্ব্বমুক্তির জনক অদৃষ্টের

অপেক্ষা নাই। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছেন, সর্ব্বমুক্তির জনক অদৃষ্ট সম্ভাবিত নহে বলিয়া সর্ব্বমুক্তির উৎপত্তি হইতে পারিবে না, তাহা অসংগত।

শ্রীধর ভট্ট ইহাতে আর একটি নূতন শংকা উদ্ভাবন করিয়াছেন যে, সর্ব্বমুক্তির সাধক অনুমানে প্রদীপসন্ততি-দৃষ্টান্ত এবং দুঃখসন্ততি-পক্ষ। দৃষ্টান্ত প্রদীপসন্ততি আদিমতী বলিয়া তাহার অত্যন্ত উচ্ছেদ হইয়া থাকে, কিন্তু দুঃখসন্ততি অনাদি বলিয়া তাহার অত্যন্ত উচ্ছেদ অসম্ভাবিত। এজন্য অনাদি দুঃখসন্ততির অনুবৃত্তিই হইবে, কিন্তু তাহার নিবৃত্তি হইবে না। এতদুত্তরে আচার্য্য বলিয়াছেন যে, সন্ততির মূলের অনুবৃত্তিতে সন্ততির অনুবৃত্তি এবং সন্ততির মূলের উচ্ছেদে সন্ততির উচ্ছেদ হইয়া থাকে। দুঃখসন্ততি অনাদি হইলেও তাহার মূল মিথ্যাজ্ঞান। এই মিথ্যা-জ্ঞানের অনুবৃত্তিতে দুঃখসন্ততির অনুবৃত্তি এবং মূল মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদে দুঃখসন্ততির উচ্ছেদ হইবে। মূলের উচ্ছেদ হইলেও সন্ততির অনুবৃত্তি হইবে, ইহা সংগত নহে। সন্ততি আদিমতীই হউক অথবা অনাদিই হউক, মূলের উচ্ছেদে সন্ততির উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। মূলের উচ্ছেদবশতঃই যে সন্ততির উচ্ছেদ হয় ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। এজন্য আদিমতী প্রদীপ-সন্ততিরও উচ্ছেদে কালনিয়ম নাই। কোন প্রদীপসন্ততি প্রহরমাত্র অনুবর্ত্তন করে, আবার কোন প্রদীপসন্ততি অহোরাত্র অনুবর্ত্তন করে। প্রদীপসন্ততির মূল তৈলাদি; তৈলাদিমূলের উচ্ছেদসময়ের নিয়ম নাই বলিয়া আদিমতী প্রদীপসন্ততিরও উচ্ছেদকালের নিয়ম নাই, সন্ততি আদিমতী হইয়াছে বলিয়াই সমস্ত আদিমৎসন্ততির যুগপৎ উচ্ছেদ হয় না। সন্ততির মূলের উচ্ছেদে কালনিয়ম নাই বলিয়া, আদিমতী সন্ততির উচ্ছেদে কালনিয়ম থাকে না। অনাদি দুঃখসন্ততি নির্ম্মূলা নহে। মিথ্যাজ্ঞানই দুঃখসন্ততির মূল। তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদে মিথ্যাজ্ঞানমূলক দুঃখসন্ততিরও অবশ্যই উচ্ছেদ হইবে।

আচার্য্যপ্রদর্শিত সর্ব্বমুক্তি সমর্থন সমাপ্ত।

এইস্থলে আর একটি বিশেষ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ন্যায়াচার্য্য উদয়নের মতানুসারী বর্দ্ধমানোপাধ্যায় প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ এই সর্ব্বমুক্তির সমর্থক। কেবলমাত্র 'ন্যায়কন্দলী'কার শ্রীধরাচার্য্য ও 'ন্যায়লীলাবতী'কার শ্রীবল্লভাচার্য্য সর্ব্বত্র আচার্য্য উদয়নের মতের অনুবর্ত্তন করেন নাই বলিয়া এই দুই জন বৈশেষিক আচার্য্য সর্ব্বমুক্তির সমর্থন করেন নাই। প্রশস্তপাদভাষ্যের বাঙ্গালী টীকাকার কাশীনিবাসী পদ্মনাভমিশ্র তাঁহার 'সেতু'টীকাতে একটি নূতন শংকা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ('সেতু', ৩১ পৃঃ, কাশী সং.) অর্থ ও

কাম সর্ব্বসাধারণ বলিয়া অর্থাৎ সকলেরই লভ্য বলিয়া তাহা পুরুষার্থ হইলেও মোক্ষ পুরুষার্থ হইতে পারে না, কারণ মোক্ষ সর্ব্বসাধারণ নহে। যাহা সর্ব্বসাধারণ নহে, তাহা পুরুষার্থ হইতে পারে না। সমস্ত পুরুষ যাহার অর্থ (কামনা) করে, সমস্ত পুরুষের দ্বারা যাহা অর্থিত হইয়া থাকে, তাহাই পুরুষার্থ। সর্ব্বপুরুষের দ্বারা অর্থ ও কাম অর্থিত হয় বলিয়া তাহা পুরুষার্থই বটে। কিন্তু মোক্ষ পুরুষার্থ হইতে পারে না, কারণ মোক্ষ সর্ব্বসাধারণ নহে। সর্ব্বমুক্তি সম্ভাবিত নহে বলিয়া মুক্তির সর্ব্বসাধারণতা নাই। সুতরাং মোক্ষ পুরুষার্থই নহে। এরূপ শঙ্কার উত্তরে পদ্মনাভমিশ্র বলিয়াছেন যে, "সর্ব্বমুক্তেরভাবঃ ইতি কুতঃ?" কোন্ প্রমাণদ্বারা সর্ব্ব-মুক্তির অভাব সিদ্ধ হইয়াছে? অর্থাৎ সর্ব্বমুক্তির অভাবসাধক কোনও প্রমাণ নাই। কারণ যে শ্রবণমননাদি মোক্ষের সাধন, তাহা সর্ব্বসাধারণ। শূদ্রাদিরও জন্মান্তরে ত্রৈবর্ণিকত্ব সম্ভাবনা আছে। আরও বিশেষ কথা এই যে, কাশী-মরণাদিদ্বারা শূদ্রাদিশরীরাবচ্ছেদেও আত্মার মোক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং মোক্ষসাধন শ্রবণাদি সর্ব্বসাধারণ বলিয়া সর্ব্বমুক্তিরও কোনও অনুপপত্তি নাই।

প্রখ্যাত নৈয়ায়িক পদ্মনাভমিশ্র এস্থলে শ্রীধর ভট্টের অনুরূপ আশঙ্কার অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন যে, কতকগুলি জীব সংসার্য্যেকস্বভাব অর্থাৎ নিত্যসংসারী, তাহাদের বন্ধের বা সংসারের কোনও দিন উচ্ছেদ হইবে না, এইরূপ স্বীকার করিলে এরূপ স্বীকারকর্ত্তারও ত নিজেরই এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, আমিও সংসার্য্যেকস্বভাব জীব কি না যাহাদের সংসারের নিবৃত্তি কোনও দিনই হইবে না। এইরূপ শঙ্কা সকলেরই হইতে পারে বলিয়া মোক্ষলাভের জন্য প্রবৃত্তিমাত্রের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে; অর্থাৎ মোক্ষকথায় তিলাঞ্জলি দিতে হইবে। এই পরিদৃশ্যমান জীবসমূহের মধ্যেই যদি কতকগুলি জীবের সংসার অনুচ্ছেদ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে মুমুক্ষুও সেইরূপ জীব কি না, এরূপ সন্দেহের নিরাস হইবে কিরূপে? আর এই সন্দেহের নিরাস না হইলে সর্ব্ববিধ সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া অসংখ্য দুঃখ স্বীকার করিয়া কেই বা সন্দিগ্ধ মোক্ষের জন্য প্রবৃত্ত হইবে? ফললাভে সন্দেহ থাকিলেও লোকের ঈষৎকর কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু মোক্ষ-লাভের জন্য সর্ব্ববিধ সাংসারিক সুখের পরিত্যাগ ও অসংখ্য ক্লেশস্বীকাররূপ গুরুতরসংরম্ভা প্রবৃত্তি কখনও সম্ভাবিত হইতে পারে না। কোনও মতানুসারেই মোক্ষ অনায়াসলভ্য নহে। এই সুবিশাল জীবলোকে অন্ততঃ একটি জীবেরও মোক্ষলাভ ঘটিবে না, এরূপ নিশ্চয় থাকিলে কাহারও মোক্ষলাভের জন্য গুরুতরসংরম্ভা প্রবৃত্তি হইতে পারিবে না। আর অসংখ্যাত অনন্ত জীবের মোক্ষলাভ হইবে না এইরূপ নিশ্চয় থাকিলে ত একটি

জীবেরও মোক্ষলাভের জন্য প্রবৃত্তি হইবে না। এজন্য মোক্ষলাভার্থ প্রবৃত্ত পুরুষমাত্রের প্রথমতঃ সমস্ত জীবের মোক্ষ হইবে ইহার অবধারণ আবশ্যক।

এই প্রদর্শিত সিদ্ধান্তের প্রত্যুত্তরে 'ন্যায়লীলাবতী'গ্রন্থে শ্রীবল্লভাচার্য্য বলিয়াছেন যে, "তস্মাৎ শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ শ্রদ্ধাযুক্তো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ"—এই শ্রুতি অনুসারে শমদমাদি মোক্ষের সাধন বলিয়া অবগত হওয়া গিয়াছে। যে-পুরুষ নিজেকে শমদমাদিমান্ বলিয়া জানিবে, সে তাহার ভবিষ্যৎ মোক্ষেরও সত্তা অবগত হইতে পারিবে। সুতরাং মোক্ষ কথার উচ্ছেদ হইবে কেন? শমদমাদিই ভাবী মোক্ষের চিহ্ন। অশান্ত অদান্ত পুরুষের মোক্ষ হইতে না পারিলেও শান্ত দান্ত পুরুষের মোক্ষ অবশ্যই হইবে, ইহা জানিতে পারা যাইবে।

এতদুত্তরে পদ্মনাভমিশ্র বলিয়াছেন যে, শমদমাদি কি জীবের স্বভাবসিদ্ধ অথবা প্রয়াসনিষ্পাদ্য, প্রথম পক্ষ স্বীকার করিলে স্বভাবসিদ্ধ শমদমাদিবশতঃই সর্ব্বজীবেরই মোক্ষ হইবে। আর প্রয়াসনিষ্পাদ্য স্বীকার করিলে মোক্ষকামী পুরুষের শমদমাদি প্রয়াসনিষ্পাদ্য বলিতে হইবে। মোক্ষলাভে সন্দিগ্ধ হইলে মোক্ষের সাধন বহুপ্রয়াসসাধ্য শমদমাদির সিদ্ধির জন্যই বা কে প্রবৃত্ত হইবে? ভোগার্থ প্রবৃত্ত পুরুষ শমদমাদিলাভের জন্য প্রবৃত্ত হয় না। আরও কথা, মোক্ষরূপ কার্য্যের প্রতি আত্মা কারণ। সুতরাং কার্য্যতাবচ্ছেদক মোক্ষত্ব ও কারণতাবচ্ছেদক আত্মত্ব, আত্মত্বরূপে আত্মা মোক্ষত্বরূপে মোক্ষকার্য্যের কারণ। এই আত্মা ও মোক্ষের কার্য্যকারণভাবে মোক্ষত্ব কার্য্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম ও আত্মত্ব কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম। এজন্য আত্মত্বরূপে আত্মা মোক্ষত্বরূপে মোক্ষের স্বরূপযোগ্য কারণ সিদ্ধ হইল বলিয়া সমস্ত আত্মার কোনদিন না কোনদিন মোক্ষলাভ হইবেই। "নিত্যস্য স্বরূপযোগ্যত্বে ফলাবশ্যম্ভাবনিয়মাৎ।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, কারণতাবচ্ছেদকরূপবিশিষ্ট বস্তুই স্বরূপযোগ্য কারণ। এই স্বরূপযোগ্য কারণ নিত্য হইলে তাহা হইতে ফল অবশ্যই হইয়া থাকে। স্বরূপযোগ্য কারণ সহকারী কারণান্তরের সমবধানপ্রযুক্তই ফলের জনক হইয়া থাকে। অনিত্য বস্তু স্বরূপযোগ্য কারণ হইলে সহকারি-সমবধানের পূর্ব্বেই তাহা বিনষ্টও হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু নিত্যবস্তু স্বরূপযোগ্য হইলে কোনও কালে তাহার সহকারি-সমবধান হইবে না—এরূপ বলা যায় না। এস্থলে আত্মা নিত্যবস্তু এবং তাহা মোক্ষের স্বরূপযোগ্য কারণ। এজন্য কোনও দিন না কোনও দিন নিত্য-আত্মার সহকারী শমদমাদির সমবধানপ্রযুক্ত মোক্ষরূপ ফল অবশ্যই হইবে। এইরূপে সর্ব্বমুক্তিপক্ষ উপপন্ন হইয়া থাকে।

যে-পুরুষের শমদমাদি থাকিবে, তাহারই মোক্ষ হইবে—ইহা অবগত হইয়া মোক্ষার্থী মোক্ষে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে, 'লীলাবতী'কারের এইরূপ বক্তব্যের উত্তরে 'সেতু'টীকাতে পদ্মনাভমিশ্র বলিয়াছেন, শমদমাদিও কার্য্য বলিয়া শমদমাদিরও আত্মাই কারণ। শমদমাদি আত্মার স্বতঃসিদ্ধ গুণ নহে। মোক্ষলাভের জন্য শমদমাদির অনুষ্ঠান আবশ্যক। যাহার মোক্ষলাভ হইবে না সে শমদমাদির অনুষ্ঠান করিবে কেন? আরও কথা, সকলেরই বা মুক্তি হইবে না কেন? যদি বলা যায় সকলের ত মোক্ষসাধন শ্রবণাদিতে প্রবৃত্তি হয় না। যাহাদের বিশ্বাস আছে, তাহাদের প্রবৃত্তি হউক, কিন্তু যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহাদের শ্রবণাদিতে প্রবৃত্তি হইবে না। এতদুত্তরে পদ্মনাভমিশ্র বলিয়াছেন, পূর্ব্বপক্ষীর কথা তবেই সঙ্গত হইত, যদি কলিযুগ সর্ব্বদাই অবস্থিত থাকিত। কিন্তু কলিযুগ চিরস্থায়ী নহে। এইরূপে অবুদ্ধিপূর্ব্বক অথবা বুদ্ধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত শুভকর্ম্মের ফলে পর্য্যায়ক্রমে বেদে বিশ্বাস সকলেরই সম্ভাবিত বলিয়া সকলের মুক্তি হইবে না কেন? শেষে পদ্মনাভমিশ্র বলিয়াছেন, "তস্মাদস্তি সর্ব্বমুক্তিঃ।" সর্ব্বমুক্তিকালের সিদ্ধি করিয়া পরে তিনি বলিয়াছেন, "স এব সর্ব্বমুক্তিকালঃ, মহাপ্রলয়কালোঽপি স এব।" ('সেতু'টীকা, ৩১ পৃঃ, কাশী সং.)।

পদ্মনাভমিশ্র সর্ব্বমুক্তিকালকেই মহাপ্রলয়কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করায় ন্যায়শাস্ত্রের নানা স্থানে মহাপ্রলয়ে প্রমাণ আছে কি না এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে (যথা, সিদ্ধান্তলক্ষণ, জাগদীশী, ১১২ পৃঃ, কাশী সং.)। মহাপ্রলয়ে সন্দেহ প্রকাশ করাই সর্ব্বমুক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ। যাঁহারা সর্ব্বমুক্তি স্বীকার করেন না, তাঁহারাই মহাপ্রলয় স্বীকার করেন না। জন্যভাবমাত্রের অনধিকরণকালকেই মহাপ্রলয়কাল বলা হইয়াছে। যে-কালে জন্যভাবমাত্র থাকিবে না, সেই কাল সর্ব্বমুক্তিকাল ভিন্ন অন্য কাল হইতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনাখ্য সংস্কার প্রভৃতি জন্যভাববস্তুর অভাব কেবল সর্ব্বমুক্তিকালেই সম্ভাবিত।

আরও কথা এই যে, শ্রৌত রীতিতেও সর্ব্বমুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বকই জীবের মুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্', 'তৎ সত্যম্ স আত্মা', 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'—এই ছান্দোগ্যশ্রুতিতে শ্বেতকেতুকে যে ব্রহ্মাত্মতার উপদেশ 'তত্ত্বমসি'-বাক্যের দ্বারা করা হইয়াছে, সেই বাক্যেরই পূর্ব্বাংশে 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্' বলা হইয়াছে। পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহই 'ইদং সর্ব্বম্'-বাক্যের অর্থ। 'ইদং সর্ব্বম্ ঐতদাত্ম্যম্ এতদ্ব্রহ্মাত্মকম্'—এইরূপে শ্রুতি সমস্ত বস্তুর ব্রহ্মাত্মকতা প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্বেতকেতুরূপ বস্তুরও ব্রহ্মাত্মকতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমস্ত বস্তু অব্রহ্মাত্মক, কেবল শ্বেতকেতুই ব্রহ্মাত্মক—এরূপ নির্দ্দেশ না করায় শ্রুতিদ্বারা সর্ব্বমুক্তিই সূচিত হইয়াছে।

যে-শুভ ফললাভ অন্যের কখনও হইবে না, তাহা কেবল আমারই হইবে—এরূপ হইলেই আমরা সুখী হইয়া থাকি বটে, কিন্তু শ্রুতি আমাদের সুখের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তত্ত্বদৃষ্টিবশতঃ 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্' বলিয়াছেন ও পরে 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' বলিয়াছেন।

আরও কথা এই যে, আমরা যে দেবীপূজা করিয়া থাকি, সেই দেবীপূজায় দেবীর ধ্যানে বলা হইয়াছে 'চিন্তয়েৎ সততং দেবীং ধর্ম্মকামার্থ-মোক্ষদাম্'। দেবী ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ প্রদান করিয়া থাকেন। এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যে অর্থ ও কাম যে সর্ব্বসাধারণ, তাহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। সুতরাং অর্থ ও কামের সহিত পঠিত মোক্ষরূপ পুরুষার্থও সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। অন্যথা দেবী সকলকে অর্থ ও কাম প্রদান করেন, কিন্তু মোক্ষ প্রদান করেন না—এরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে সর্ব্বসাধারণ পুরুষার্থনির্দ্দেশের প্রক্রমভঙ্গ স্বীকার করিতে হইবে। তাহা অসঙ্গত। কারণ যিনি জগজ্জননী, তাঁহার সমস্ত জীবের প্রতিই তুল্য করুণা। তাঁহার কেহ মিত্র, কেহ দ্বেষ্য হইতে পারে না, কেবলমাত্র জীবের সাধনের তারতম্যপ্রযুক্ত কাহারও চতুর্ব্বর্গলাভ দ্রুত, কাহারও বিলম্বিত হইয়া থাকে—ইহা বুঝিতে পারা যায়।

'চিৎসুখী'-গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে (৩৫৭ পৃঃ, বোম্বে স.)—এই সর্ব্ব মুক্তিসম্বন্ধে আলোচনা প্রদর্শিত হইয়াছে। সে স্থলে চিৎসুখাচার্য্য বলিয়াছেন, "অস্তু তর্হি 'দুঃখসন্ততিরত্যন্তমুচ্ছিদ্যতে, সন্ততিত্বাৎ, প্রদীপসন্ততিবৎ' ইতি কিরণাবলীকারপ্রযোগ ইতি চেন্ন, পার্থিবপরমাণুরূপাদিসন্তানে তন্মতে ব্যভিচারাৎ। ননু সর্ব্বমুক্তৌ সাপি -সন্ততিরুচ্ছিদ্যতে ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যনিমিত্তস্য সুখদুঃখোপভোগলক্ষণ-প্রয়োজনস্যাভাবাৎ ইতি চেৎ, মৈবং, সর্ব্বমুক্ত্যনঙ্গীকার-বাদিনং প্রতি এবংপর্য্যনুযোগাযোগাৎ। 'কন্দলী'কার-'লীলাবতী'কার-প্রভৃতিভিঃ কৈশ্চিৎ বৈশেষিকবিশেষৈঃ সর্বমুক্তেরনঙ্গীকারাৎ, কেষাঞ্চিদাত্মনাং সংসার্য্যৈকস্বভাবতাঙ্গীকারাৎ। ন চৈবং সতি সর্ব্বেষাং তথাত্বশঙ্কয়া মোক্ষ-সাধনাননুষ্ঠানপ্রসঙ্গঃ। শমদমোপরতিতিতিক্ষাদিনা মুমুক্ষুচিহ্নেন শ্রুতি-সিদ্ধেন তথাত্বশঙ্কানিবৃত্তেঃ" (চিৎসুখী, ৩৫৭ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং.)।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, আমরা ইতঃপূর্ব্বে কিরণাবলীকারের অভিপ্রায় প্রদর্শনপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকারের সর্ব্বমুক্তিসাধক অনুমানপ্রয়োগ ও সেই অনুমানে কন্দলীকারের প্রদর্শিত হেতুতে ব্যভিচারশঙ্কা ও তাহার সমাধান প্রদর্শন করিয়াছি। কন্দলীকার ও লীলাবতীকারের মতে সর্ব্বমুক্তি অঙ্গীকৃত না হওয়ায় সর্ব্বমুক্তির অনঙ্গীকারে যে দোষ উদয়ন প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও বলা হইয়াছে। উদয়ন-প্রদর্শিত দোষের সমাধানের জন্য

লীলাবতীকার যাহা বলিয়াছেন, তাহাও বলা হইয়াছে। লীলাবতীকারের সমাধানে লীলাবতীকার বলিয়াছেন যে, শম, দম ও বিষয়বৈতৃষ্ণাদি যাহাতে উপলব্ধ হইবে, তাঁহার মোক্ষ অবশ্য হইবে বলিয়া মোক্ষার্থীর প্রবৃত্তির উচ্ছেদ হইবে না। এইরূপ সমাধানের বিরুদ্ধে চিৎসুখীর টীকা 'নয়নপ্রসাদিনী'তে বলা হইয়াছে যে, শমদমাদিও নির্নিমিত্তক উৎপন্ন হয় না—এজন্য শমদমাদির সাধক নিমিত্তের অনুষ্ঠানদশাতেও এই শঙ্কা হইবে যে, আমি যদি সংসার্য্যেক-স্বভাব হই, তবে আমার মোক্ষ হইবে না। সুতরাং আমি কেন মোক্ষের সাধন শমদমাদির নিমিত্তের অনুষ্ঠান করিব? এজন্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, সর্ব্বমুক্তি সিদ্ধ হইলেই মুক্তির সাধন শমদমাদির নিমিত্তেরও অনুষ্ঠান হইতে পারে, অন্যথা হইতে পারে না। সুতরাং লীলাবতীকারের সমাধান অতি অকিঞ্চিৎকর ('নয়নপ্রসাদিনী', ৩৫৬ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং)।

এস্থলে বিশেষ বক্তব্য এই যে, লীলাবতীকার সর্ব্বমুক্তি স্বীকার না করিয়াও মুক্তির সাধক যে অনুমানটি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বমুক্তি স্বীকার না করিলে অনুপপন্নই হইয়া পড়ে। লীলাবতীকার বলিয়াছেন, "আত্মা কদাচিদ্ ধ্বস্তাশেষবিশেষগুণঃ, নিত্যত্বে সত্যনিত্যবিশেষগুণাশ্রয়ত্বাৎ মহাপ্রলয়াবস্থায়াম্ আকাশবদিতি" (চিৎসুখী, ৩৫২ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যে নিত্যদ্রব্য অনিত্য বিশেষগুণের আশ্রয়, তাহা কদাচিৎ ধ্বস্তাশেষবিশেষগুণ হইয়া থাকে অর্থাৎ নিত্যদ্রব্যের অনিত্য বিশেষ-গুণগুলি কোনও সময়ে বিনষ্ট হইয়া থাকে। যেমন মহাপ্রলয়দশাতে আকাশ। এই আকাশ নিত্যদ্রব্য। নিত্যদ্রব্য আকাশের বিশেষগুণ শব্দ। শব্দরূপ বিশেষগুণমাত্রই অনিত্য। মহাপ্রলয়দশাতে নিত্যদ্রব্য আকাশ অবস্থিত থাকিবে এবং তাহার অনিত্যবিশেষগুণ শব্দমাত্রই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপ আত্মাও নিত্যদ্রব্য, উহাতে বুদ্ধি-সুখ-দুঃখেচ্ছা প্রভৃতি নয়টি অনিত্য বিশেষগুণ আছে। এই অনিত্য বিশেষগুণগুলির উচ্ছেদ কদাচিৎ আত্মাতে ঘটিবে; কারণ আত্মা নিত্যদ্রব্য এবং অনিত্য বিশেষগুণের আশ্রয় হইয়াছে। আত্মার বুদ্ধ্যাদি নয়টি বিশেষগুণের উচ্ছেদকালই আত্মার মোক্ষকাল। বৈশেষিকমতে যাবদ্‌বিশেষগুণরহিত আত্মাই মুক্ত আত্মা। এ-স্থলে বক্তব্য এই যে, বৈশেষিকমতে সমস্ত আত্মাই নিত্য ও অনিত্য বিশেষ-গুণের আশ্রয়। এইজন্য 'নিত্যত্বে সতি অনিত্যবিশেষগুণাশ্রয়ত্বরূপ' হেতু সমস্ত আত্মাতেই আছে। এজন্য সমস্ত আত্মাই ধ্বস্তাশেষবিশেষগুণ হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ধ্বস্তাশেষবিশেষগুণ আত্মাই বৈশেষিকমতে মুক্ত আত্মা। যদি কোনও আত্মা কদাচিৎ ধ্বস্তাশেষবিশেষগুণ না হয়, তবে 'নিত্যত্বে সতি অনিত্যবিশেষগুণাশ্রয়ত্বরূপ' হেতুর সেই আত্মাতেই ব্যভিচারদোষ হইবে।

এজন্য লীলাবতীকার-প্রদর্শিত অনুমান অনুসারেও সর্ব্বমুক্তিই সিদ্ধ হইবে (চিৎসুখী, ৩৫২ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং.)।

'ব্রহ্মসূত্রে'র ভাষ্যকার ভগবদ্ভাস্কর 'সর্ব্বমুক্তি' স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "ননু কর্ম্মসহিতং জ্ঞানং যদি মুক্তিসাধনং, ততঃ ক্রমেণ মুচ্যমানেষু সংসারস্যান্তবত্ত্বং স্যাৎ। কোঽয়ং ভবতঃ সম্মোহঃ? কো হি নামানুপহতবুদ্ধিঃ প্রাপ্তমমৃতমপীত্বা তৃষিতো মৃগতৃষ্ণামনুধাবেৎ? মাতৃতুল্যা হি শ্রুতিঃ শ্রেয়ঃ শ্রাবয়তি। তদশঙ্কিতত্বেনোপাদেয়ম্। অনন্তানাঞ্চ সংখ্যা-রহিতানাং জীবানাং অন্তো নাস্তি, সমুদ্রোদকবৎ। শাস্ত্রপ্রামাণ্যাচ্চ মুক্তিরপি গম্যতে। জগচ্চ অনুচ্ছিন্নমদ্য দৃশ্যতে। তথা কালান্তরে। কিঞ্চ, যো হি জগতঃ স্রষ্টা পালয়িতা সংহর্ত্তা চ, স এব চিকিৎসাং বেৎস্যতি, কিং তব অনয়া চিন্তয়া অতিগম্ভীরয়া। বিরম্য মুক্তয়ে যতস্বেতি (ব্রহ্মসূত্র—ভাস্করীয়-ভাষ্য ১-৪-২১, ৮২ পৃঃ, চৌখাম্বা সং.)।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্মসহিত জ্ঞানই যদি মুক্তির সাধন হয়, তবে এই সাধনানুষ্ঠানদ্বারা ক্রমশঃ জীব মুক্ত হইতে হইতে সংসারেরই উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। এতদুত্তরে ভাস্কর বলিয়াছেন, এ কি তোমার মোহ? স্বস্থবুদ্ধি লোক এমন কে আছে যে প্রাপ্ত অমৃতপান না করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া মৃগতৃষ্ণার অনুসরণ করে? মাতৃতুল্য শ্রুতি শ্রেয়ঃ প্রতিপাদন করিয়াছেন। নিঃশঙ্কহৃদয়ে তাঁহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সংখ্যারহিত অনন্ত জীবের অন্ত নাই, যেমন সমুদ্রের জলের অন্ত নাই। শাস্ত্রপ্রামাণ্যবশতঃ মুক্তিও অবগত হওয়া যায়। জগৎ আজও অনুচ্ছিন্ন দেখা যাইতেছে। ভবিষ্যৎকালেও জগৎ এইরূপ অনুচ্ছিন্নই থাকিবে। আরও কথা এই যে, যিনি জগতের স্রষ্টা, পালয়িতা এবং সংহর্ত্তা, তিনিই সংসারের উচ্ছেদের চিকিৎসা জানেন অর্থাৎ যাহাতে জগৎ উচ্ছিন্ন না হয়, তাহার ব্যবস্থা তিনিই করিবেন। তোমার এই অতিগম্ভীর চিন্তার আবশ্যকতা নাই। এই চিন্তা হইতে বিরত হইয়া তুমি মুক্তিলাভের জন্য যত্নবান হও।

'অদ্বৈতরত্নরক্ষণ'-গ্রন্থে মধুসূদন সরস্বতীও সর্ব্বমুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। এই 'অদ্বৈতরত্নরক্ষণ'-গ্রন্থ ন্যায়-বৈশেষিকাচার্য্য শঙ্করমিশ্র-প্রণীত 'ভেদরত্ন'-গ্রন্থের প্রতিবাদস্বরূপ। এই গ্রন্থের শেষভাগে মধুসূদন শঙ্করমিশ্র-দ্বারা বলাইয়াছেন, "ভগবন্ নাহম্ উপেক্ষণীয়ঃ। সর্ব্বমুক্তেস্ত্বয়াপি অঙ্গী-কারাৎ। অহমপি চ স্বরূপযোগ্যো ভবাম্যেব। সংসারিত্বেনৈব মুক্তাবধিকারাৎ স্বরূপযোগ্যস্য চ নিত্যস্যাবশ্যং সহকারিলাভাৎ। তথাচ অহমপি কদাচিৎ শমদমাদিভিঃ সহিতো ভবিষ্যামি" (অদ্বৈতরত্নরক্ষণ, ৪১ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং.)।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, হে মহাশয়! মুক্তিতে অনধিকারী বলিয়া আমাকে উপেক্ষা করিবেন না। কারণ সর্ব্বমুক্তি আপনিও অংগীকার করিয়াছেন, অর্থাৎ সর্ব্বমুক্তি আপনারও সিদ্ধান্ত। সুতরাং আমিও মুক্তিতে স্বরূপযোগ্য বটে। কারণ সংসারী আত্মমাত্রের মুক্তিতে অধিকার আছে। যে-কার্য্যের যাহা স্বরূপ-যোগ্য কারণ, সেই স্বরূপযোগ্য কারণ নিত্য হইলে অবশ্যই তাহার কার্য্যানুকূল সহকারিলাভ হইবে। স্বরূপযোগ্য-কারণ সহকারি-সমবহিত হইয়া ফলের জনক হইয়া থাকে। আমিও মুক্তির স্বরূপযোগ্য-কারণ বলিয়া এবং নিত্য বলিয়া কদাচিৎ মুক্তির সহকারি-কারণ শমদমাদিযুক্ত হইব। 'অদ্বৈতরত্নরক্ষণ'-গ্রন্থের এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ন্যায়-বৈশেষিকমতে সর্ব্বমুক্তি যেরূপ স্বীকৃত হইয়াছে, অদ্বৈতবেদান্তমতেও সেইরূপ সর্ব্বমুক্তি স্বীকৃত হইয়াছে।

কিরণাবলীকার উদয়ন সর্ব্বমুক্তিসাধক অনুমান প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন, 'ইত্যাচার্য্যাঃ'। এইরূপ বলার অভিপ্রায় এই যে, অক্ষপাদসূত্রের দ্বিতীয় সূত্রে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, "তত্রাত্মাদ্যপবর্গপর্য্যন্তপ্রমেয়ে মিথ্যাজ্ঞানমনেকপ্রকারং বর্ত্ততে।" ভাষ্যকার আত্মাদিপ্রমেয়ে অনেক প্রকার মিথ্যাজ্ঞান প্রদর্শন করিয়া পরে প্রেত্যভাবরূপ প্রমেয়ে মিথ্যাজ্ঞান প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন—"আদিমান্ প্রেত্যভাবোঽনন্তশ্চেতি" (৭৬ পৃঃ, ন্যায়দর্শন, মেট্রো. সং.)।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, ন্যায়দর্শনে আত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশটি প্রমেয়ের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই দ্বাদশটি প্রমেয়ের মধ্যে প্রেত্যভাবও একটি প্রমেয়। এই প্রেত্যভাব কথার অর্থ—প্রেত্য—মরণের অনন্তর ভাব—জন্ম। মৃত্যুর পর জন্মই প্রেত্যভাব। এই প্রেত্যভাবই জীবের সংসার। এই প্রেত্য-ভাবে মিথ্যাজ্ঞান প্রদর্শন করিতে যাইয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন, এই প্রেত্যভাব অর্থাৎ সংসার আদিমান্ এবং অনন্ত—এইরূপ মিথ্যাজ্ঞানই প্রেত্যভাবে মিথ্যা-জ্ঞান। ইহার অভিপ্রায় এই যে, জীবের সংসার কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আরব্ধ হইয়াছে এবং তাহা অনন্তকাল থাকিবে। আবার এই প্রেত্যভাবে তত্ত্বজ্ঞান দেখাইতে যাইয়া বলিয়াছেন, "অনাদিঃ প্রেত্যভাবোঽপবর্গান্তঃ" (ন্যায়দর্শন, ৮২ পৃঃ, মেট্রো. সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, জীবের সংসার অনাদি এবং অপবর্গাবসান।

ভাষ্যকারের এই উক্তিগুলি বিবেচনা করিলে সর্ব্বমুক্তি ভাষ্যকারেরও সিদ্ধান্ত ইহা বুঝিতে পারা যায় এবং যাঁহারা সর্ব্বমুক্তি মানেন না, তাঁহাদের মত বাৎস্যায়নভাষ্যের বিরোধী। কারণ, সর্ব্বমুক্তি স্বীকার না করিলে জীবের প্রেত্যভাব বা সংসার অনন্ত বলিতে হইবে। জীবের সংসার অনন্ত এইরূপ জ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া ভাষ্যকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা সর্ব্বমুক্তি

মানেন না, তাঁহারাও কতকগুলি জীবের সংসারকে অনন্তই বলেন। উহা ভাষ্য-সম্মত নহে। জীবের প্রেত্যভাব বা সংসার অপবর্গান্ত। ইহাতে সমস্ত জীবেরই সংসার অপবর্গান্ত স্বীকার করিতে হইবে। তাহা সর্ব্বমোক্ষ স্বীকার না করিলে উপপন্ন হয় না। এই 'সর্ব্বমোক্ষ' ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারের সম্মত বলিয়াই উদয়ন 'আচার্য্য' এইরূপ বলিয়াছেন। বার্ত্তিককার বলিয়াছেন, "এবঞ্চ অনাদিঃ সংসারঃ অপবর্গান্তঃ সিধ্যতি ইতি ব্যবস্থিতমেতৎ" (বার্ত্তিক ৩-১-২৬ সূত্র, ৭৫৯ পৃঃ, মেট্রো. সং.)। বার্ত্তিককারও সুস্পষ্টভাবে ভাষ্য-কারেরই মতের অনুবর্ত্তন করিয়া সর্ব্বমুক্তি সমর্থন করিয়াছেন।

বৈশেষিক প্রক্রিয়ার সমালোচনা

বৈশেষিকাচার্য্য ও ন্যায়াচার্য্যগণের মতে 'সর্ব্বমুক্তি'র সমর্থন প্রদর্শিত হইল। এই 'সর্ব্বমুক্তি' সম্ভাবিত হইলে বৈশেষিক ব্যবস্থাপিত পদার্থগুলির কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। এই সর্ব্বমুক্তিকালই মহাপ্রলয়কাল। এই মহাপ্রলয়ের কাল হইতেছে—জন্য ভাববস্তুর অনধিকরণ-কাল। যাহা অনিত্য ভাববস্তু, তাহার কোনটিই মহাপ্রলয়কালে থাকে না। এজন্য পার্থিব পরমাণু নিত্য হইলেও তাহার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ অনিত্য ভাববস্তু বলিয়া মহাপ্রলয়ে থাকিবে না। পার্থিব পরমাণু থাকিলেও গন্ধ-রূপ-রসাদি কিছুই থাকিবে না। গন্ধশূন্য পরমাণুর পৃথিবীত্বও অসিদ্ধ হইয়া যাইবে। কারণ গন্ধের সমবায়িকারণই পৃথিবী। যাহা কোনকালেই গন্ধের জনক হইবে না, তাহার পৃথিবীত্বই বা সিদ্ধ হইবে কিরূপে? এইরূপে আকাশ নিত্য বলিয়া মহাপ্রলয়কালে থাকিলেও তাহার বিশেষগুণ শব্দ অনিত্য বলিয়া তাহা থাকিবে না এবং কোনকালেই আর এই আকাশে শব্দ উৎপন্ন হইবে না। যাহাতে শব্দ কোনকালেই উৎপন্ন হইবে না, তাহাতে শব্দ-সমবায়ি-কারণত্ব-রূপ আকাশত্বও থাকিবে না। এইরূপ প্রাচ্যাদি ব্যবহারের হেতু দিক্। এই দিক্ও মহাপ্রলয়ে থাকিবে না। কারণ মহাপ্রলয়কালে ব্যবহারমাত্রই থাকিবে না—সুতরাং প্রাচ্যাদি ব্যবস্থা ত থাকিবেই না। এইরূপ বৈশেষিকমতে কাল, আকাশ, দিক্, আত্মা—এই চারিটি দ্রব্যের বিভুত্ব স্বীকার করা হয়। এই চারিটি দ্রব্য সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগী বলিয়া বিভুদ্রব্য। সংযোগমাত্রই অনিত্য ভাববস্তু বলিয়া মহাপ্রলয়কালে তাহা থাকিবে না। সুতরাং মহাপ্রলয়কালে বিভু দ্রব্যসমূহেরও বিভুত্ব অপগত হইয়া যাইবে। এইরূপ ঈশ্বরেরও বিভুত্ব অপগত হইয়া যাইবে।

কণাদসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে, "ব্যবস্থাতো নানা" (কণাদসূত্র, ৩-২-২১)। এই সূত্রের উপস্কারে শঙ্করমিশ্র বলিয়াছেন, "নানা আত্মানঃ,

কুতঃ? ব্যবস্থাতঃ। ব্যবস্থা প্রতিনিয়মঃ। যথা কশ্চিদাঢ্যঃ কশ্চিৎ রঙ্কঃ। কশ্চিৎ সুখী কশ্চিদ্দুঃখী। কশ্চিদুচ্চাভিজনঃ, কশ্চিন্নীচাভিজনঃ। কশ্চিদ্বিদ্বান্ কশ্চিজ্জাল্মঃ ইতীয়ং ব্যবস্থা আত্মভেদমন্তরেণানুপপদ্যমানা সাধয়তি আত্মনাং ভেদম্।”

ইহার অভিপ্রায় এই যে, বৈশেষিকসিদ্ধান্তে আত্মার নানাত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। আত্মার নানাত্বস্বীকারে যুক্তি হইতেছে—ব্যবস্থা। ব্যবস্থা-শব্দের অর্থ—প্রতিনিয়ম। তত্তৎপুরুষের প্রতিনিয়ত অবস্থা। যেমন, কেহ আঢ্য, কেহ দরিদ্র। কেহ সুখী, কেহ দুঃখী। কেহ উচ্চবংশীয়, কেহ নীচবংশীয়। কেহ বিদ্বান্, কেহ মূর্খ। এইরূপ প্রতিনিয়ত ব্যবস্থা আত্মার ভেদস্বীকার না করিলে হইতে পারে না। এই প্রতিনিয়ত ব্যবস্থার উপপত্তির জন্যই আত্মার ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এক কথায়, ভোগব্যবস্থার জন্য আত্মার পরস্পরভেদ বৈশেষিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু 'সর্ব্বমুক্তি'দশাতে ভোগমাত্রের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। সুতরাং ভোগের ব্যবস্থার জন্য কল্পিত আত্মভেদ সর্ব্ব-মোক্ষদশাতে থাকিবে না।

এইরূপ অন্য দার্শনিকগণও ভোগের ব্যবস্থার জন্যই আত্মভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন। যেমন, সাংখ্যকারিকাতে "জন্ম-মরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাৎ অযুগপৎপ্রবৃত্তেশ্চ" (১৮ কারিকা) এইরূপ বলা হইয়াছে। জীবের ভোগ-দশাতে অপ্রয়াসে ভোগের ব্যবস্থা প্রদর্শনের জন্য আত্মনানাত্ব স্বীকৃত হইলেও সমস্ত জীবের ভোগের উচ্ছেদকালে ভোগব্যবস্থাপক যুক্তির দ্বারা আত্মভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সর্ব্বমুক্তিদশাতে ঈশ্বরেরও বিভুত্ব অপগত হইয়া যাইবে। কেবল যে ঈশ্বরের বিভুত্ব অপগত হইয়া যাইবে, তাহা নহে। পরন্তু ঈশ্বরের কৃতি চিকীর্ষা জ্ঞানও অপগত হইয়া যাইবে। 'আত্মতত্ত্ববিবেক'-গ্রন্থে ঈশ্বরানুমানপ্রকরণে আচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন, "বুদ্ধিনিত্যত্বে শরীরানুপযোগবৎ প্রযত্ননিত্যতায়াং জ্ঞানেচ্ছানুপযোগাদিতি চেৎ, ন। প্রযত্নস্য দ্বিধর্ম্মকত্বাৎ। স হি জ্ঞানকার্য্যো জ্ঞানৈকবিষয়শ্চ কর্ত্তৃত্বম্। তত্র কার্য্যত্বনিবৃত্তৌ কারণতয়া জ্ঞানং মা পেক্ষিষ্ট, বিষয়ার্থন্তু তদপেক্ষা কেন বার্য্যতে। ন চাস্য স্বরূপেণৈব বিষয়প্রবণত্বম্—জ্ঞানত্বপ্রসঙ্গাৎ। অয়মেব হি জ্ঞানাৎ প্রযত্নস্য ভেদঃ, যদয়মর্থাপ্রবণ ইতি" (আত্মতত্ত্ববিবেক, ৮৩৬ পৃঃ, এশি. সোসা. সং.)।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরীয় কৃতির কার্য্যত্ব নাই বলিয়া ঈশ্বরীয় কৃতির কারণরূপে ঈশ্বরের জ্ঞান অপেক্ষিত হইবে না বটে কিন্তু ঈশ্বরীয় নিত্যকৃতির বিষয়সম্বন্ধলাভের জন্য সবিষয়ক জ্ঞানের অপেক্ষা অবশ্যই থাকিবে। ঈশ্বরীয় কৃতি স্বভাবতঃ বিষয়প্রবণ হইবে অর্থাৎ স্বভাবতঃ সবিষয়ক হইবে ইহা বলা যায় না। কারণ কৃতি যদি স্বভাবতঃই সবিষয়ক হইতে পারিত,

তবে কৃতির জ্ঞানত্বপ্রসঙ্গ হইয়া পড়িত। যাহা স্বভাবতঃ সবিষয়ক বস্তু, তাহাই জ্ঞান পদার্থ। কৃতিও স্বভাবতঃ সবিষয়ক হইলে কৃতিরই জ্ঞানত্বাপত্তি হইত। জ্ঞানের সহিত প্রযত্নের ইহাই ভেদ যে জ্ঞান অর্থপ্রবণ ও প্রযত্ন অর্থাপ্রবণ অর্থাৎ প্রযত্ন স্বভাবতঃ সবিষয়ক নহে।

সর্ব্বমোক্ষদশাতে ভাবকার্য্যমাত্রই চির উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, আর কোন কালেই কার্য্য উৎপন্ন হইবে না, এজন্য সাধ্যবিষয়িণী কৃতি আর সম্ভাবিত হইবে না। এজন্য ঈশ্বরের কৃতি নির্বিষয়ক হইয়া যাইবে। এইরূপ ঈশ্বরের চিকীর্ষিত কোন বস্তু নাই বলিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছাও নির্বিষয়ক হইয়া যাইবে। নির্বিষয়ক কৃতি এবং নির্বিষয়ক ইচ্ছা অপ্রামাণিক বলিয়া সর্ব্বমুক্তিদশাতে ঈশ্বরের কৃতি ও ইচ্ছা অসিদ্ধই হইয়া যাইবে। ঈশ্বরীয় কৃতির বিষয়সম্বন্ধের জন্য ঈশ্বরীয় জ্ঞানের সবিষয়কত্ব সিদ্ধ হইয়াছিল। প্রযত্ন জ্ঞানের কার্য্য এবং জ্ঞানের সমানবিষয়ক হইয়া থাকে। ঈশ্বরের নিত্যকৃতির জনকরূপে ঈশ্বরের জ্ঞান অপেক্ষিত না হইলেও কৃতির বিষয়সম্বন্ধলাভের জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সর্ব্বমোক্ষদশাতে ঈশ্বরের কৃতি ও ইচ্ছা নির্বিষয়ক হইয়াছে বলিয়া কৃতি ও ইচ্ছার বিষয়সম্বন্ধের জন্য ঈশ্বরজ্ঞানেরও সবিষয়কত্বের অপেক্ষা নাই। নির্বিষয়ক জ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ। ঈশ্বরের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব সমর্থনের জন্যই ঈশ্বরের যে জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতি স্বীকৃত হইয়াছিল, সর্ব্বমুক্তিদশাতে ঈশ্বরসাধ্য কোন কার্য্যই নাই বলিয়া ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বও অপগত হইয়া যাইবে। সুতরাং ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বসমর্থনের জন্য জ্ঞান, ইচ্ছা এবং কৃতিরও অপেক্ষা নাই। এইরূপে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য ঈশিতব্যাপেক্ষ। সর্ব্বমুক্তিদশাতে ঈশিতব্য কেহ নাই বলিয়া ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যও নাই।

এইরূপ মহাবয়বীর আরম্ভক মূলাবয়বরূপে পরমাণু কল্পিত হইয়া থাকে। স্বতন্ত্ররূপে পরমাণু কল্পিত হইতে পারে না। সর্ব্ব-মুক্তিদশাতে অবয়বিমাত্রের চিরকালের জন্য উচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া অবয়বীর মূলাবয়বরূপে কল্পিত পরমাণুরও উচ্ছেদ হইবে। এইরূপে বৈশেষিক প্রদর্শিত প্রক্রিয়া মাত্রের উচ্ছেদই সিদ্ধ হইবে। এই সমস্ত কথা মনে করিয়াই প্রশস্তপাদভাষ্যে বলা হইয়াছে, "নিবৃত্তিলক্ষণো কেবলো ধর্ম্মঃ পরমার্থদর্শনজং সুখং কৃত্বা নিবর্ত্ততে" (৬৪৪ পৃঃ, ব্যোমবতীসহিত প্রশস্তপাদভাষ্য, কাশী সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম পরমার্থবস্তুর দর্শনজনিত সুখ উৎপাদন করিয়া নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এই প্রশস্তপাদভাষ্যের প্রাচীন টীকা 'ব্যোমবতী'তে ব্যোমশিবাচার্য্য বলিয়াছেন যে, "পরমার্থঃ সর্ব্বপদার্থানামাত্মা" (৬৪৫ পৃঃ, ব্যোমবতী, কাশী সং.)। পরমার্থ আত্মার দর্শনজন্য সুখের কথাই প্রশস্তপাদভাষ্যে বলা হইয়াছে। প্রশস্তপাদ-

ভাষ্যানুসারে আত্মা পরমার্থ হইলে অনাত্মবস্তুমাত্রই অপরমার্থ হইবে। কি জন্য অনাত্মবস্তু অপরমার্থ হইবে, তাহা আমরা 'স্বর্ণমুক্তি' সমর্থন করিয়া অনাত্মবস্তুমাত্রের অপরমার্থতা দেখাইয়াছি।

এস্থলে একটি কথা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে, জীবের মিথ্যা-জ্ঞানপ্রযুক্ত রাগদ্বেষ ও রাগদ্বেষ হইতে ধর্ম্মাধর্ম্ম হইয়া থাকে। এই ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলই সুখদুঃখভোগ আর ইহাই জীবের সংসার। সুতরাং জীবের সংসার-মূলেরই মূলে মিথ্যাজ্ঞান রহিয়াছে। এই মিথ্যাজ্ঞানপ্রযুক্ত সংসারের ব্যবস্থা উপপাদনের জন্য শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয়, ঈশ্বর প্রভৃতির কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু সবাসন মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদে প্রদর্শিত ভোগব্যবস্থা সমস্তই উচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে বাধ্য। ভোগক্রিয়া ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগসাধনের সহিত সম্বদ্ধ। ভোক্তা—ভোগক্রিয়ার কর্ত্তা, ভোগ্য—বিষয়, ভোগসাধন—ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রভৃতি। ভোগক্রিয়ার উচ্ছেদে এই ভোগক্রিয়ার কারকত্রয় অর্থাৎ ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ-সাধন—এই তিনেরই উচ্ছেদ অবশ্য ঘটিবে। এই তিনের উচ্ছেদই সংসারের উচ্ছেদ। মনে রাখিতে হইবে, এই ভোগের বা সংসারের মূলে সবাসন মিথ্যাজ্ঞান বিদ্যমান রহিয়াছে। সবাসন মিথ্যাজ্ঞানমূলক যে সংসার, তাহার পরমার্থতা কোন দর্শনেই স্বীকৃত হয় নাই এবং হইতেও পারে না। এজন্যই প্রশস্তপাদভাষ্যে মাত্র আত্মাকেই পরমার্থ বলা হইয়াছে। এজন্য অনাত্মবর্গমাত্রই অপরমার্থ। মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধন আত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি আত্মার বিকার এবং তত্ত্বজ্ঞান-নিবন্ধন আত্মার অকর্ত্তৃত্ব অভোক্তৃত্বাদি আত্মার স্বাস্থ্য। মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধন আত্মার এই অস্বস্থতা রূপ দৃঢ়ভাবে সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক দর্শনশাস্ত্রে নানাবিধ প্রক্রিয়া রচিত হইয়াছে। এইজন্য কোন দার্শনিকের মতেই তাঁহাদের রচিত প্রক্রিয়ার পরমার্থতা নাই। ইহা দার্শনিকগণ নিজেই বলিয়াছেন। অপরমার্থ প্রক্রিয়া-ভেদদ্বারা দার্শনিকগণের মতবিরোধ সিদ্ধ হয় না, কারণ প্রক্রিয়াতে তাৎপর্য্য নাই।

'কুসুমাঞ্জলি'-গ্রন্থের ২য় স্তবকে (৩৩৩ পৃঃ, এশি. সোসা. সং.) আচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন, "মহাভূতসংক্ষোভলব্ধসংস্কারাণাং পরমাণূনাং মন্দতরতমাদিভাবেন কালাবচ্ছেদৈকপ্রয়োজনস্য প্রচয়াখ্যসংযোগপর্য্যন্তস্য কর্ম্ম-সন্তানস্য ঈশ্বরনিশ্বসিতস্যানুবৃত্তেঃ" (কুসুমাঞ্জলি, ২-৩)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, প্রলয়ারম্ভক কর্ম্মদ্বারা পৃথিব্যাদি মহাভূতের সংক্ষোভ হইয়া থাকে। এই সংক্ষোভবশতঃ লব্ধবেগ পার্থিবাদিপরমাণুসমূহের ক্রিয়াসন্তান প্রলয়কালে অনুবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রলয়কালে এই পরমাণুর ক্রিয়াসন্তানই ঈশ্বরের নিঃশ্বাস। মন্দতর মন্দতমভাবে পরমাণুর ক্রিয়াই প্রলয়কালের অবচ্ছেদক উপাধি। এই পরমাণুর ক্রিয়া পুনঃসৃষ্টির প্রারম্ভে দ্ব্যণুকারম্ভের সংযোগের জনক হইয়া থাকে। এই দ্ব্যণুকারম্ভকসংযোগ পর্য্যন্ত পরমাণুর

ক্রিয়াসন্তান অবস্থিত থাকে। প্রলয়কালে পরমাণুর ক্রিয়াই ঈশ্বরের নিঃশ্বাস। এই কথাই 'কিরণাবলী'-গ্রন্থেও সৃষ্টিসংহারবিধিপ্রকরণে বলা হইয়াছে (কিরণাবলী, ৯৩ পৃঃ, কাশী সং.)। প্রলয়ের পর আবার সৃষ্টি হইবে বলিয়াই প্রলয়দশাতে ঈশ্বরের নিঃশ্বাসস্থানীয় পরমাণুসমূহের ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে ; কিন্তু সর্ব্বমুক্তিকালে জন্য ভাবমাত্রেরই উচ্ছেদ হয় বলিয়া কর্ম্মমাত্রেরও উচ্ছেদ হইবে। আর কখনও সৃষ্টি হইবে না। সুতরাং ঈশ্বরের নিঃশ্বাসস্থানীয় পরমাণুক্রিয়াও থাকিবে না। নিঃশ্বাসের বিচ্ছেদে প্রাণিমাত্রের অবসানের মত সর্ব্বমোক্ষদশায় ঈশ্বরেরও বিচ্ছেদ ঘটিবে। জীবের ভোগের ব্যবস্থার জন্যই ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্বাদি। যে-সময়ে জীবমাত্রেরই ভোগ চিরকালের জন্য উচ্ছিন্ন হইবে, সেই সময়ে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বাদিও চিরকালের জন্য উচ্ছিন্ন হইবে।

সর্ব্বমুক্তিতে ঈশ্বরভাব থাকে না—ইহা অদ্বৈতবেদান্তিগণও বলিয়াছেন। সর্ব্বমুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত মুক্ত জীব ঈশ্বরভাবে অবস্থিত থাকে, ইহাও তাঁহারা বলিয়াছেন। 'সিদ্ধান্তলেশ'-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, "মুক্তজীবানাং যাবৎ সর্ব্বমুক্তি বস্তুসংচৈতন্যমাত্রত্বাবিরোধি-বদ্ধপুরুষাবিদ্যাকৃতনিরবগ্রহৈশ্বর্য্য-তদনুগুণ-গুণকলাপবিশিষ্ট-নিরতিশয়ানন্দস্ফুরণসমৃদ্ধনিঃসন্ধিবন্ধ-পরমেশ্বরভাবাপত্তিরাদর্ত্তব্যা" (সিদ্ধান্তলেশ, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, অন্তিম বাক্য)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে সর্ব্বমুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত মুক্ত-জীব ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই কথা 'পরিমলে'র ৩০৩ ও ৩০৪ পৃঃ (নির্ণয়সাগর সং.) এবং 'শিবাদ্বৈতনির্ণয়ে'র ৭৫ ও ৭৬ পৃষ্ঠায় বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। এই ঈশ্বরভাব বস্তুসংচৈতন্যমাত্ররূপতার অবিরোধী হইলেও বদ্ধপুরুষের অবিদ্যাকৃত নিরবগ্রহ ঐশ্বর্য্য ও তদনুগুণ গুণকলাপবিশিষ্ট এবং নিরতিশয়ানন্দস্ফুরণসমৃদ্ধ ঈশ্বরের সহিত মুক্ত জীব সম্পূর্ণভাবে একত্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বিশ্বের সত্যত্ব স্বীকার করিয়াও ন্যায়-বৈশেষিক আচার্য্যগণ মুক্তাবস্থায় অনাত্মপ্রপঞ্চরূপ বিশ্বের নিষ্প্রয়োজনত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন। মুক্তাবস্থাই জীবের স্বাভাবিক অবস্থা, বন্ধাবস্থাই ইহার বিপরীত। বন্ধাবস্থায় অনাত্ম-প্রপঞ্চের সত্যত্বস্বীকারও বস্তুতত্ত্বের বিরোধী নহে। 'আত্মতত্ত্ববিবেক'-গ্রন্থে আচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন, "তস্মাৎ তথ্যমেব বিশ্বম্। মন্দপ্রয়োজনত্বাত্তু সত্বরৈর্মুমুক্ষুভিরুপেক্ষিতমিতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ" (বাহ্যার্থভঙ্গবাদ, ৭০৮ পৃঃ, এশি. সোসা. সং.)। বিশ্ব সত্য হইলেও তাহা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া সত্বর-মুমুক্ষুগণ তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। এস্থলে উদয়নাচার্য্য সত্বর-মুমুক্ষু শব্দদ্বারা অদ্বৈতবেদান্তিগণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'আত্মতত্ত্ববিবেকে'র টীকা 'কল্পলতা'তে শঙ্করমিশ্র বলিয়াছেন যে, বিশ্বপ্রপঞ্চ যদি সত্যই হয়, তবে অদ্বৈতবেদান্তিগণ বিশ্বপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্বস্বীকার করেন কেন? এতদুত্তরে

উদয়ন বলিয়াছেন, বিশ্বপ্রপঞ্চ সত্য হইলেও তাহা মন্দ প্রয়োজন। প্রপঞ্চের মন্দপ্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শঙ্করমিশ্র বলিয়াছেন যে, উপনিষদের অভ্যাসদ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া মোক্ষলাভে ত্বরান্বিত বেদান্তিগণ প্রপঞ্চবিচার নিষ্প্রয়োজন বলিয়া তাহাতে তাঁহারা উদাসীন হইয়াছেন।

'ভেদপ্রকাশ'-গ্রন্থে শঙ্করমিশ্র বলিয়াছেন যে, যদি কেবলমাত্র ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারই পুরুষার্থের হেতু বলিয়া ব্রহ্মই উপাদেয় এবং অন্য সমস্ত অনুপাদেয় অর্থাৎ মন্দ প্রয়োজন হয়, তবে আমাদের সূত্রকার অক্ষপাদও আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মনঃ, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ—এই দ্বাদশটি প্রমেয়ের নির্দ্দেশ করিয়া (অক্ষপাদসূত্র, ১-১-৯) তন্মধ্যে প্রথম ও চরম অর্থাৎ আত্মা ও অপবর্গ এই দুইটি প্রমেয়কেই উপাদেয় বলিয়াছেন এবং মধ্যবর্ত্তী দশটি প্রমেয়কে হেয় বলিয়াছেন, এজন্য আমরাও অনাত্মপ্রপঞ্চমাত্রকেই মন্দ প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করি। এতদুত্তরে 'অদ্বৈতরত্নরক্ষণ'-গ্রন্থে মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন যে, নিষ্প্রয়োজন প্রপঞ্চের স্বীকার ত বৃথাই। নৈয়ায়িকগণ আত্মাতিরিক্ত প্রপঞ্চকে নিষ্প্রয়োজনও বলেন, আবার তাহা সত্য বলিয়া স্বীকারও করেন, ইহা ত বড় বিচিত্র। এতদুত্তরে শঙ্করমিশ্র বলিয়াছেন যে, প্রপঞ্চ নিষ্প্রয়োজন হইলেও তাহার স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে, কারণ, নিষ্প্রয়োজন প্রপঞ্চও যে পরমার্থ সত্য। এতদুত্তরে মধুসূদন বলিয়াছেন যে, এস্থলে নৈয়ায়িকগণ নিতান্তই ভ্রান্ত হইয়াছেন, নিষ্প্রয়োজন বস্তু কখনও সত্য হইতে পারে না। নিষ্প্রয়োজন বস্তুতে শ্রুতির তাৎপর্য্য নাই। বিশেষ, এতাদৃশ বস্তুতে কোনও শাস্ত্রেরই তাৎপর্য্য অবধৃত হইতে পারে না। উপক্রম, উপসংহার অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই ছয়টি তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গ (প্রারম্ভ দ্রষ্টব্য)। নিষ্ফলে বা নিষ্প্রয়োজনে উক্ত তাৎপর্য্য লিঙ্গের অভাবহেতু তাৎপর্য্য-নির্ণয় হয় না। এজন্য যথার্থদর্শী মুমুক্ষুগণ নিষ্প্রয়োজন দুঃখৈকহেতু প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (অদ্বৈতরত্নরক্ষণ, ৩৬ পৃঃ, নির্ণয়-সাগর সং.)।

ভারতীয় শাস্ত্রে অধিকারি-নিরূপণ একটি মুখ্য বিষয়। অধিকারি-নিরূপণ না করিয়া কোনও শাস্ত্রই প্রবৃত্ত হয় নাই। অনধিকারীর হাতে পড়িলে শাস্ত্রের বড়ই দুর্গতি হইয়া থাকে। এজন্য 'তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি'-গ্রন্থে আচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন, "যস্ত্বনধিকার্য্যেব প্রবর্ত্ততে, কর্ম্মকাণ্ড ইব ব্রহ্মকাণ্ডে, স ন ফলভাক্ ভবতি" (পরিশুদ্ধি, ১৬ পৃঃ, এশি. সোসা. সং.)। অনধিকারী কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন ফললাভ করিতে পারে না, এইরূপ ব্রহ্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইলেও তাহার ফললাভ হইবে না। 'পঞ্চপাদিকা'-গ্রন্থে আচার্য্য পদ্মপাদ বলিয়াছেন, "কথঞ্চিৎ দৈববশাদ্বা কুতূহলাদ্বা বহুশ্রুতত্ববুদ্ধ্যা বা প্রবৃত্তবপি

ন নির্ব্বিচিকিৎসং ব্রহ্ম আত্মত্বেন অবগন্তুং শক্নোতি। যথোক্তসাধনসম্পত্তি-বিরহাৎ। অনন্তরমুখচেতাঃ বহিরেবাভিনিবিশমানঃ" (৬৩ পৃঃ, বিজয়-নগর সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যাঁহারা অনধিকারী হইয়া ব্রহ্মশাস্ত্রের আলোচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ, কেহ বা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, ব্রহ্মশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। আবার কেহ বা বহুশ্রুতত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ আমি অনেক শাস্ত্র জানি এরূপ দম্ভপ্রযুক্ত ব্রহ্মশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের যথোক্ত সাধনসম্পত্তি না থাকায় তাঁহারা কখনও ব্রহ্মাত্মতা অবগত হইতে সমর্থ হন না। তাঁহারা বহির্মুখ বলিয়া ব্রহ্মশাস্ত্রের বাহ্য বিষয় লইয়াই তাঁহাদের আলোচনা পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় মতিবৈষম্যেরও ইহাই মুখ্য কারণ। যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করেন, তাঁহাদের বহুবিধ আশয়দোষ থাকায় দর্শনশাস্ত্রের যথার্থ অভিপ্রায় গ্রহণ করিতে পারেন না। উৎকটবিষয়রাগযুক্ত পুরুষের নিকটে তাহার অভিলষিত বস্তু যে-ভাবে প্রকাশিত হয়, বীতরাগ পুরুষের নিকটে সেই বস্তুই নিঃসার বলিয়া প্রতিভাত হয়। অধ্যাত্মবাদী আচার্য্যগণ বলিয়াছেন—

"পরিব্রাট্-কামুকশুনাং একস্যাং প্রমদাতনৌ।
কুণপঃ কামিনী ভক্ষ্য ইতি তিস্রো বিকল্পনাঃ।।"

বিষয়ের গ্রহীতার আশয়ানুসারে গ্রহীতার নিকটে বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে। গ্রহীতৃনিরপেক্ষভাবে বিষয়ের কোনও স্বরূপই নির্ণীত হইতে পারে না। এজন্য নৈয়ায়িক-বৈশেষিক-প্রভৃতি ভারতীয় দার্শনিকগণ অনাত্ম-প্রপঞ্চের অপরমার্থতা, নিষ্প্রয়োজনতা ও অনিত্যতা অবধারণ করিয়া অপরমার্থ, নিষ্প্রয়োজন ও অনিত্য প্রপঞ্চ হইতে চিত্তকে প্রত্যাহৃত করিয়া থাকেন। অপরমার্থ, অনিত্য ও নিষ্প্রয়োজন বস্তু হইতে আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভ হইতে পারে না। এজন্য পরমার্থ, নিত্য ও সপ্রয়োজন আত্মবস্তুর সাক্ষাৎকারার্থ যত্নশীল হন।

সাংখ্যপাতঞ্জলবিৎ দার্শনিকগণ অনাত্মপ্রপঞ্চকে কেবল অপরমার্থ, নিষ্প্রয়োজন ও অনিত্যই মনে করেন না, কিন্তু প্রতিক্ষণ-পরিণামী বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে অনাত্মপ্রপঞ্চ প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল, অপরি-বর্ত্তিত হইয়া এক ক্ষণও অবস্থান করে না, এতাদৃশ প্রতিক্ষণ-পরিণামী অনাত্ম জড় প্রপঞ্চ হইতে কখনও আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভ হইতে পারে না। এজন্য তাঁহারা নিত্য, অপরিণামী, কূটস্থ আত্মচৈতন্যের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়া থাকেন।

আবার কোনও কোনও দার্শনিক প্রপঞ্চের প্রতিক্ষণপরিণামিত্ব দর্শন করিয়াই বিরত হন নাই, পরন্তু তাঁহারা প্রপঞ্চের প্রতিক্ষণ নিরন্বয়বিনাশিত্ব দর্শন করিয়া তাহা হইতে চিত্তকে প্রত্যাহৃত করিয়াছেন। ক্ষণবিনাশী বস্তু কখনও আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভের উপায় হইতে পারে না। সাংখ্যাচার্য্যগণের প্রতিক্ষণ-পরিণামবাদ ও বৌদ্ধাচার্য্যগণের প্রতিক্ষণ-বিনাশবাদ কথঞ্চিৎ সমান হইলেও কিছু বৈলক্ষণ্যও আছে। পরিণামবাদে অনুযায়ী অর্থাৎ অনুগত উপাদানকারণকে স্থির বলা হয়; প্রতিক্ষণ-বিনাশবাদে অর্থাৎ বৌদ্ধগণের ক্ষণিকত্ববাদে প্রত্যেক বস্তুরই প্রতিক্ষণে নিরন্বয়ধ্বংস স্বীকার করা হয় বলিয়া অনুগত স্থির উপাদান স্বীকার করা হয় না।

আবার কোনও কোনও দার্শনিক অনাত্মপ্রপঞ্চমাত্রই দুঃখহেতু, নিষ্প্রয়োজন ও মিথ্যা জানিয়া তাহা হইতে চিত্তের প্রত্যাহরণপূর্ব্বক পরমার্থ সত্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকারে যত্নশীল হইয়া থাকেন।

আবার কোনও কোনও দার্শনিক মনে করেন, অনাত্মপ্রপঞ্চ কেবল অপরমার্থ ও নিষ্প্রয়োজনই নহে এবং তাহা কেবল মিথ্যাও নহে, কিন্তু প্রপঞ্চ কোন কালেও ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে না; নিত্য, স্বপ্রকাশ, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মমাত্রই আছেন, কোনও দৃশ্যপ্রপঞ্চের লেশও নাই—এইরূপ দৃঢ় অবধারণ করিয়াই শান্তরূপে অবস্থান করেন।

বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কোনও দার্শনিক অনাত্মবস্তুর অপরমার্থতা, নিষ্প্রয়োজনতা ও অনিত্যতা অবধারণ করিয়া তাহাকে হেয় বলিয়াছেন। কেহ-বা অনাত্মবস্তু প্রতিক্ষণ-পরিণামী বলিয়া হেয় বলিয়াছেন। কেহ-বা প্রতিক্ষণবিনাশী বলিয়া হেয় বলিয়াছেন। কেহ-বা মিথ্যা বলিয়া হেয় বলিয়াছেন। কেহ-বা হেয় বস্তুর অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়া নিত্যোপাদেয় আত্মতত্ত্বে বিশ্রান্ত হইয়াছেন।

ভারতীয় দার্শনিকগণ সর্ব্ববিধ অধিকারীকে ক্রমশঃ নিঃশ্রেয়সপথে উপারূঢ় করিবার জন্য নানাবিধ প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। অধিকারী পুরুষগণের আশয়বৈচিত্র্যপ্রযুক্তই আচার্য্যগণ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার অবতারণা করিয়াছেন। বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাঁহারা এক কথাই বলিয়াছেন। যাহা অপরমার্থ, যাহা পরিণামী, যাহা ক্ষণিক, তাহা সত্যবস্তু হইতে পারে না। অপরমার্থত্ব, অনিত্যত্ব, পরিণামিত্ব, ক্ষণিকত্ব, জড়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম মিথ্যাত্বের ব্যাপ্য। যাহা অপরমার্থ, যাহা অনিত্য, তাহা মিথ্যা। কোনও বস্তু অপরমার্থ বা অনিত্যও বটে আবার তাহা সত্যও বটে, এইরূপ হইতে পারে না। অপরমার্থত্ব ও সত্যত্বের সামানাধিকরণ্যগ্রহণের যেমন দৃষ্টান্তস্থল নাই, এইরূপ অনিত্যত্ব ও সত্যত্বের সামানাধিকরণ্যগ্রহণেরও দৃষ্টান্তস্থল নাই। সমস্ত বৈদিক দার্শনিকগণের মতে আত্মা পরমার্থ সত্য, কিন্তু এই আত্মার

অনিত্যত্ব, অপরমার্থত্বাদি কেহই স্বীকার করেন নাই। সুতরাং যাহা পরমার্থ-সত্য আত্মা, তাহাতে অনিত্যত্বাদি নাই। ঘটপটাদি দৃশ্যপ্রপঞ্চকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাহার সত্যত্ব স্বীকার কেবল অধিকারী শিষ্যের আশয়ানুরোধে করা হইয়াছে। বিষয়রাগী পুরুষের চিত্ত বিষয়ের অনিত্যত্বচিন্তাতেই উদ্বিগ্ন হয়—বিষয়ের প্রতিক্ষণ-পরিণামিত্ব প্রতিক্ষণ-বিনাশিত্ব চিন্তাতে তাহার চিত্ত আরও উদ্বিগ্ন হয়। বিষয়ের মিথ্যাত্বচিন্তা করিতে তাহার সামর্থ্যই হয় না। ইহার কারণ তীব্র বিষয়রাগ। তীব্র বিষয়রাগী পুরুষগণও শাস্ত্রকারগণের অনুগ্রাহ্য। তাহাদের রক্ষাও শাস্ত্রকারগণের প্রয়োজন। এজন্য ভারতীয় দার্শনিকগণ কথঞ্চিৎ অধিকারী পুরুষের আশয়ানুসারে দার্শনিক প্রক্রিয়া রচনা করিয়া শিষ্যগণের আশয় রক্ষা করিয়াছেন। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলিয়াছেন—

"দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগা।
ভিদ্যতে বহুধা লোকে উপায়ৈর্ব্বহুভিঃ পুনঃ।।"

বৈশেষিকদর্শনের তাৎপর্য্যপ্রদর্শন সমাপ্ত

পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনের আলোচনা

(প্রভাকর-মত)

পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনের সূত্রকার জৈমিনি মোক্ষের কোনও আলোচনা করেন নাই। ধর্ম্মের সাধন, স্বরূপ প্রভৃতির আলোচনাতেই জৈমিনিসূত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহা আমরা পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনের উপক্রমোপসংহার আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখাইয়াছি। পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনের শবরস্বামি-প্রণীত ভাষ্যের দ্বিবিধ ব্যাখ্যাপ্রস্থান প্রসিদ্ধ আছে। একটি ভট্টপাদ কুমারিল-প্রণীত 'বার্ত্তিক' ও তাহার টীকা প্রভৃতি। এই ভট্টপাদের ব্যাখ্যাপ্রস্থান বার্ত্তিকপ্রস্থান নামে প্রসিদ্ধ। আর মহামতি প্রভাকরমিশ্র-প্রণীত 'বৃহতী', 'লঘ্বী' প্রভৃতি শাবরভাষ্যের টীকা বা নিবন্ধ নামে প্রসিদ্ধ। এই টীকানিবন্ধাদির ব্যাখ্যা প্রভৃতি মীমাংসার টীকাপ্রস্থান নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বমীমাংসা-শাস্ত্রের সূত্রে বা শাবরভাষ্যে মোক্ষসম্বন্ধে আলোচনা না থাকিলেও ভট্টপাদপ্রবর্ত্তিত বার্ত্তিক-প্রস্থানে ও প্রভাকরপ্রবর্ত্তিত টীকা বা নিবন্ধপ্রস্থানে মোক্ষের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রভাকর তাঁহার 'বৃহতী'তে আত্মাকে কর্ত্তা ও ভোক্তারূপে নির্দ্দেশ করিয়া এইরূপ শঙ্কা উত্থাপন করিয়াছেন যে, 'ননবহঙ্কারমমকারৌ অনাত্মনি আত্মাভিমানাবিতি' (বৃহতী, ২৫৬ পৃঃ, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় সং.) অর্থাৎ আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সম্ভাবিত নহে। কারণ, শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—'অহঙ্কার', 'মমকার' হইতেছে অনাত্মাতে আত্মাভিমানমাত্র। অহঙ্কারপ্রযুক্ত কর্ত্তৃত্ব ও মমকারপ্রযুক্ত ভোক্তৃত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অহঙ্কার, মমকার যদি মিথ্যাভিমান হয়, তবে আত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হইবে কিরূপে? ইহারই সমাধানে প্রভাকর বলিয়াছেন, "মৃদিতকষায়াণামেবৈতৎ কথনীয়ম্, ন কর্ম্মসঙ্গিনামিত্যুপরম্যতে।" ছান্দোগ্যোপনিষদের ৭ম প্রপাঠকে নারদ-সনৎকুমার আখ্যায়িকাতে বলা হইয়াছে যে, "তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ।" এই শ্রুতিবাক্য মনে করিয়াই প্রভাকর বলিয়াছেন, আত্মার নিষ্কৃষ্টরূপ, যাহা কর্ত্তৃত্বের ও ভোক্তৃত্বের অতীত, তাদৃশ আত্মস্বরূপ মৃদিতকষায় ব্যক্তির নিকটই বলিতে হইবে অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত পুরুষের নিকটই বলিতে হইবে, কর্ম্মসঙ্গী রাগী পুরুষের নিকট আত্মার নিষ্কৃষ্টস্বরূপ বলিতে হইবে না। 'বৃহতী'তে প্রভাকর আবার বলিয়াছেন, "আহ চ ভগবান্ দ্বৈপায়নঃ—ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্" (গীতা, ৩-২৬)। গীতাতে ভগবান্ দ্বৈপায়ন কর্ম্মসঙ্গীর নিকটে অর্থাৎ রাগী পুরুষের নিকটে আত্মার যথার্থ স্বরূপ বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাগী পুরুষের নিকট আত্মতত্ত্ব বলিলে তাহার বুদ্ধিভেদই হইবে, কোন ফললাভ হইবে না। কর্ম্মসঙ্গী রাগী পুরুষ আত্মতত্ত্বশ্রবণ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রদ্ধা হারাইবে এবং রাগান্ধ বলিয়া আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিবে না। 'বৃহতী'তে প্রভাকর আবার বলিয়াছেন, "তস্মাৎ ন বিবৃতমত্র ভাষ্যকারেণ ভগবতা, বচনানুরোধাৎ নাজ্ঞানাৎ" (বৃহতী, ২৫৬ পৃঃ)। ভগবান্ ভাষ্যকার শবরস্বামী ব্যাসদেবের বচনানুসারেই আত্মার যথার্থ স্বরূপ কর্ম্মমীমাংসা-প্রস্তাবে বিবৃত করেন নাই, কিন্তু অকর্ত্তৃ, অভোক্তৃ আত্মস্বরূপ যে ভাষ্যকার জানেন না, তাহা নহে।

এই 'বৃহতী'র বাক্যগুলি আলোচনা করিলে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়, আত্মার পারমার্থিক স্বরূপ অবগত হইলে কর্ম্মাধিকারই উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। উপনিষদ্ উপদিষ্ট আত্মতত্ত্বের জ্ঞান কর্ম্মাধিকারের বিরোধী—ইহা মীমাংসকশিরোমণি প্রভাকরও স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রভাকরবাক্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে পঞ্চিকাকার শালিকনাথ মিশ্র প্রভাকরসিদ্ধান্তেরই অনুবর্ত্তন করিয়া আত্মাকে পরমার্থতঃ অকর্ত্তা অভোক্তাই বলিয়াছেন। মধুসূদন সরস্বতীকৃত 'সিদ্ধান্তবিন্দু'র টীকা 'ন্যায়রত্নাবলী'তে গৌড়ব্রহ্মানন্দ প্রভাকরের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"আত্মা নিষ্প্রপঞ্চো ব্রহ্মৈব তথাপি কর্ম্মপ্রসঙ্গে ন তথা বাচ্যম্। উক্তং হি কৃষ্ণেন ভগবতা—ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্" (গীতা

৩-২৬)। এই উক্তি উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন যে, "প্রভাকরভট্টয়োস্তু বেদান্তদর্শনে বিদ্বেষাভাবঃ" (সিদ্ধান্তবিন্দু, ৩৫৪ পৃঃ, রাজেন্দ্র ঘোষ সং.)। যদিও 'বৃহতী'টীকা ও গৌড়ব্রহ্মানন্দ-প্রদর্শিত প্রভাকর উক্তি অক্ষরশঃ এক নহে, তথাপি অভিপ্রায় একই।

ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদের চতুর্থ সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার একটি নূতন পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন, "অত্রাপরে প্রত্যবতিষ্ঠন্তে—যদ্যপি শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্ম তথাপি প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়ৈব শাস্ত্রেণ ব্রহ্ম সমর্প্যতে" (ব্র. সূ. ১-১-৪, ১০৮ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যদিও শাস্ত্রদ্বারা ব্রহ্মাত্মৈক্য সিদ্ধ হয়, তথাপি ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়ক প্রতিপত্তিবিধিবশতঃই তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। বিধিসংস্পর্শরহিত শাস্ত্রদ্বারা ব্রহ্মাত্মৈক্যের সিদ্ধি হইতে পারে না। এই ভাষ্য-গ্রন্থের ব্যাখ্যা 'ভামতী'-গ্রন্থে বলা হইয়াছে—"আচার্য্যদেশীয়ানাং মতমুত্থাপয়তি—অত্রাপরে প্রত্যবতিষ্ঠন্ত ইতি।" ভাষ্যকার যে দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষটি দেখাইয়াছেন, ভামতীকার তাহা আচার্য্যদেশীয়গণের মত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই মতের উত্থাপক আচার্য্যগণকে বুঝাইবার জন্য ভামতীকার শুদ্ধ আচার্য্যপদ প্রয়োগ না করিয়া আচার্য্যদেশীয়পদ প্রয়োগ করিলেন কেন? ইহার উত্তরে 'কল্পতরু'-গ্রন্থে বলা হইয়াছে, ঈষদসমাপ্ত আচার্য্যকে আচার্য্যদেশীয় বা আচার্য্যকল্প বলা হয়। এই আচার্য্যদেশীয়গণের প্রদর্শিত পূর্ব্বপক্ষের নিষ্কর্ষ প্রদর্শন করিবার জন্য 'কল্পতরু'তে অমলানন্দ বলিয়াছেন,—

"অয়ন্তু সন্তু বেদান্তা মানং ব্রহ্মাত্মবস্তুনি।
কিন্তু জ্ঞানবিধিদ্বারেত্যেষ ভেদঃ প্রতীয়তাম্।।"

(কল্পতরু, ১০৮ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং.)

ইহার অভিপ্রায় এই যে, এই পূর্ব্বপক্ষবাদী মীমাংসক আচার্য্যগণের মতে জীবব্রহ্মের ঐক্যে বেদান্তবাক্য প্রমাণ হইবে। পরন্তু বেদান্তবাক্যদ্বারা জীবব্রহ্মের ঐক্য সিদ্ধ হইলেও তাহা সাক্ষাৎ সিদ্ধ হইতে পারে না। জীবব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ক জ্ঞানে বিধিপ্রযুক্তই তাহা সিদ্ধ হইবে। সমন্বয়সূত্রে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ক্রমশঃ দুইটি পূর্ব্বপক্ষ দেখাইয়া তাহাদের নিরাস করিয়াছেন। প্রথম পূর্ব্বপক্ষানুসারে জীবব্রহ্মের ঐক্য শাস্ত্রসিদ্ধই হইতে পারে না। শাস্ত্র জীবব্রহ্মের ঐক্যে প্রমাণই নহে, ইহাই বলা হইয়াছে। আর এই দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষে জীবব্রহ্মের ঐক্য শাস্ত্রসিদ্ধ হইলেও ঐক্যবিষয়কজ্ঞানে বিধিপ্রযুক্তই তাহা সিদ্ধ হইবে। এই দ্বিতীয়পূর্ব্বপক্ষবাদিগণ জীবব্রহ্মের ঐক্য শাস্ত্রপ্রমাণক বলিয়া স্বীকার করায়

ইঁহারা আচার্য্য বটে, কিন্তু জ্ঞানবিধিপ্রযুক্ত জীবব্রহ্মের ঐক্য সিদ্ধ হইয়া থাকে বলায় ইঁহারা আচার্য্যদেশীয়, মুখ্য আচার্য্য নন। কারণ ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণ সমন্বয়সূত্রে বিধিসংস্পর্শ ব্যতীতই বেদান্তশাস্ত্র জীবব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদক হইয়া থাকে বলিয়াছেন। এজন্য এই দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষবাদিগণকে 'আচার্য্যদেশীয়' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

এই দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষবাদিগণ প্রভাকরমতানুসারী মীমাংসক। আত্মাকে যে নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া প্রভাকর স্বীকার করেন, তাহা আমরা মণ্ডনমিশ্র-প্রণীত 'বিধিবিবেক' নামে মীমাংসার প্রকরণগ্রন্থ হইতে সুস্পষ্ট-ভাবে দেখাইব। আজকাল অনেকে শংকরাচার্য্যকেই অদ্বৈতবেদান্তের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাঁহারা এ সংবাদও রাখেন না যে, শংকরাচার্য্যের বহু পূর্ব্ব হইতেই মীমাংসকগণও নানা রীতিতে অদ্বৈতবাদের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। 'বিধিবিবেক', 'ব্রহ্মসিদ্ধি', 'বৃহদারণ্যকশাংকরভাষ্য', 'ভাষ্য-বার্ত্তিক', 'পঞ্চপাদিকা' ও 'ভামতী' প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলে শংকরাচার্য্যের পূর্ব্বভাবী মীমাংসকগণ জীবব্রহ্মের ঐক্যসমর্থনের জন্য কিরূপ যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং চিত্ত বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হয়। এস্থলে আমরা তাহার দু-একটি মাত্র কথা বলিব।

প্রভাকরানুসারী মীমাংসকগণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেও বিধিস্বীকার করিতেন। 'বিধিবিবেক'-গ্রন্থের ২৭৬ পৃষ্ঠায় (কাশী সং.) মণ্ডনমিশ্র এই মীমাংসক-গণের অভিপ্রায় প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, "প্রত্যস্তমিতাখিলভেদ-প্রপঞ্চাত্মতত্ত্বং কথমস্য গোচরঃ। তস্মাৎ প্রলীনসকলাবচ্ছেদোল্লেখম্ অদ্বৈত-তত্ত্বাবভাসাত্মকং জ্ঞানমন্যদেব শব্দাৎ বিধীয়তে।" বাচস্পতিমিশ্র 'বিধি-বিবেকে'র টীকা 'ন্যায়কণিকা'তে বলিয়াছেন, "আত্মপ্রতিপত্তিকর্ত্তব্যতাপরত্বমুপ-নিষদাম্। তিস্রঃ খল্বিমাঃ প্রতিপত্তয়ঃ সম্ভবন্তি—শ্রুতময়ী, চিন্তাময়ী, সাক্ষাৎকারবতী চ" (বাচস্পতিমিশ্র-রচিত বিধিবিবেকটীকান্যায়কণিকা, ২৭০ পৃঃ)।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, কার্য্য অর্থেই বেদের প্রামাণ্য, সুতরাং সিদ্ধ বস্তু বেদপ্রমাণক হইতে পারে না। জৈমিনিও বলিয়াছেন, "চোদনালক্ষণোঽর্থঃ ধর্ম্মঃ।" অর্থাৎ বেদার্থ চোদনামাত্রপ্রমাণক হইয়া থাকে। প্রবর্ত্তক বচনকেই চোদনা বলে। এজন্য কার্য্যরূপ অর্থেই বেদের প্রামাণ্য। উপনিষদ্ভাগেরও তাদৃশ ব্রহ্মবিষয়ক প্রতিপত্তির কর্ত্তব্যতাতেই প্রামাণ্য। প্রতিপত্তির কর্ত্তব্যতাতে প্রামাণ্য থাকিলেও বেদান্তের দ্বারা প্রতিপত্তব্য বিষয়েরও সিদ্ধি হইবে। প্রতি-পত্তির বিধায়ক বাক্যের দ্বারা প্রতিপত্তির বিষয় প্রতিপত্তব্য বস্তুরও সিদ্ধি হইয়া থাকে। এজন্য তাঁহারা জীবব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপত্তিতে বিধিস্বীকার করেন। মীমাংসকগণ আত্মবিষয়িণী প্রতিপত্তি তিন প্রকার বলিয়াছেন—

শ্রুতময়ী, চিন্তাময়ী ও সাক্ষাৎকারবতী। এই তিনটি প্রতিপত্তির মধ্যে শ্রুতময়ী প্রতিপত্তিতে বিধি হইতে পারে না ; কারণ বেদান্তবাক্য হইতে আত্মার প্রতিপত্তিই শ্রুতময়ী প্রতিপত্তি, বিধিব্যতীতই গৃহীতসংকেত পুরুষ বেদান্তবাক্য অধ্যয়ন করিলে অধীত বেদান্তবাক্য হইতে তাহার আত্মবিষয়ক শ্রুতময়ী প্রতিপত্তি উৎপন্ন হইবে। সুতরাং শ্রুতময়ী প্রতিপত্তিতে বিধি-স্বীকার করিলে তাহা ব্যর্থতাতেই পর্য্যবসিত হইবে।

ইহাতে প্রতিপত্তিবিধিবাদী মীমাংসকগণ বলেন যে, আমরা শ্রুতময়ী প্রতিপত্তিতে বিধিস্বীকার করি না, কিন্তু সাক্ষাৎকারবতী প্রতিপত্তিতেই বিধি স্বীকার করি। শ্রুতিও বলিয়াছেন, 'আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদি। এই মীমাংসকগণের অভিপ্রায় এই যে, আত্মতত্ত্ব কখনও বাক্যজন্য জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। বাক্যজন্য জ্ঞানই শ্রুতময়ী প্রতিপত্তি। বাক্যঘটক পদ-সমূহের অর্থের পরস্পর সংসর্গই বাক্যমাত্রের অর্থ। এই সংসর্গ সংসৃজ্যমান অনেকার্থতন্ত্র। এজন্য বাক্যার্থমাত্রই নানাত্বদূষিত। কিন্তু আত্মতত্ত্ব নানাত্ব-দূষিত হইতে পারে না। কারণ প্রত্যস্তমিত অখিলভেদপ্রপঞ্চই আত্মতত্ত্ব। যে আত্মতত্ত্বে নিখিল ভেদপ্রপঞ্চ প্রত্যস্তমিত হইয়াছে, তাদৃশ অখণ্ড এক আত্মতত্ত্ব বাক্যার্থ হইবে কিরূপে? বাক্যার্থমাত্রই নানা পদার্থের সংসর্গরূপ। সুতরাং "প্রলীনসকলাবচ্ছেদোল্লেখম্, অদ্বৈততত্ত্বাবভাসাত্মকং জ্ঞানমন্যদেব শব্দাদ্ বিধীয়তে (বিধিবিবেক, ২৭৬ পৃঃ)। অর্থাৎ শাব্দজ্ঞান হইতে ভিন্ন প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান অদ্বৈততত্ত্বের অবভাসাত্মক এবং সমস্ত অবচ্ছেদোল্লেখরহিত। প্রভাকরমতানুসারিগণের এই সমস্ত উক্তিতে নিষ্প্রপঞ্চ অদ্বৈতাত্মক জ্ঞানের স্বীকৃতি সুস্পষ্টভাবে রহিয়াছে।

প্রতিপত্তিবিধিবাদী মীমাংসকগণের এই মত খণ্ডন করিতে মণ্ডনমিশ্র বলিয়াছেন, "নিষ্প্রপঞ্চাত্মতত্ত্বাবভাসশ্চ ফলমেব ন ততোঽন্যদভীপ্স্যতে। মোক্ষ ইতি চেৎ, ততোঽব্যতিরেকাৎ। সপ্রপঞ্চাত্মতত্ত্বাবভাসো হি সংসারঃ। নিষ্প্রপঞ্চাত্মতত্ত্বাবভাসো হি মোক্ষঃ স্বাত্মনি স্থিতিঃ" (বিধিবিবেক, ২৭৭ পৃঃ, কাশী. সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানে বিধিবাদী মীমাংসকগণ যাদৃশ আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকারে বিধিস্বীকার করিতেছেন, তাহা অসঙ্গত। কারণ তাদৃশ আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারই ফল। ফলাংশে বিধি হয় না। ফলের সাধনাংশেই বিধি হইয়া থাকে। নিষ্প্রপঞ্চ আত্মতত্ত্বের অবভাসই ফল। এই ফলের পরে আর অন্য বস্তু অভীপ্সিতই হইতে পারে না। নিষ্প্রপঞ্চ আত্মতত্ত্বাবভাসের ফল মোক্ষ, ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ নিষ্প্রপঞ্চ আত্মতত্ত্বের অবভাসই মোক্ষ। উহা অবভাসস্বরূপ, অবভাসের ফল নহে। সপ্রপঞ্চ আত্মতত্ত্বের অবভাসই সংসার। নিষ্প্রপঞ্চ আত্মতত্ত্বের অবভাসই স্বাত্মাতে স্থিতি। এইরূপে প্রভাকরসিদ্ধান্ত নিরসনপূর্ব্বক মণ্ডনমিশ্র বলিয়াছেন, "ইত্যসমঞ্জসমেতৎ।

যদি কার্য্যরূপ এব বেদার্থঃ, কথন্তর্হি মন্ত্রার্থবাদাঃ সোপনিষৎকাঃ? যস্মাদ্ ভূতাদিকমর্থং চোদনৈব গময়তি। কথং? কার্য্যমর্থমবগময়ন্তী ভূতাদিকমপি গময়তি" (বিধিবিবেক, ২৭৯ পৃঃ, কাশী সং.)। ইহার ব্যাখ্যা 'ন্যায়কণিকা'তে বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন, "চোদনা হীতি ভাষ্যগ্রন্থস্য নিবন্ধনকৃতো ব্যাখ্যানম-সমঞ্জসম্" অর্থাৎ 'শাবরভাষ্য'-গ্রন্থের নিবন্ধনকার প্রভাকরের ব্যাখ্যা অসমঞ্জস হইয়াছে। যদি কার্য্যরূপই বেদার্থ হয়, তবে সিদ্ধার্থক মন্ত্র, অর্থবাদ ও উপনিষদের গতি কি হইবে? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে প্রভাকর বলিয়াছেন, চোদনাই ভূতাদি অর্থেরও প্রতিপাদক হইবে। কার্য্যার্থের প্রতিপাদক চোদনা ভূতাদি অর্থের প্রতিপাদক হইবে কিরূপে? এতদুত্তরে প্রভাকর বলিয়াছেন, কার্য্যরূপ অর্থের প্রতিপাদক হইয়াও চোদনা ভূতাদি অর্থেরও প্রতিপাদক হইয়া থাকে। এই নিবন্ধনকার প্রভাকরের শাবরভাষ্যের ব্যাখ্যা অসমঞ্জস হইয়াছে, ইহাই মণ্ডন বলিয়াছেন। আর এই নিবন্ধনকার প্রভাকরের সিদ্ধান্তের খণ্ডনের জন্যই ব্রহ্মসূত্রের সমন্বয়সূত্রে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য "অত্রাপরে প্রত্যবতিষ্ঠন্তে" বলিয়া যে দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষ দেখাইয়াছেন, সেই পূর্ব্বপক্ষবাদিগণকে বুঝাইবার জন্য 'ভামতী'-গ্রন্থে 'আচার্য্যদেশীয়' বলা হইয়াছে। এস্থলে ইহাও মনে রাখিতে হইবে,—এই প্রভাকরসিদ্ধান্ত প্রভাকরের আবিষ্কৃত নহে। প্রভাকরের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই এই জাতীয় সিদ্ধান্ত চলিয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য যে, এই পূর্ব্বপক্ষখন্ডনের জন্য 'ভামতী'-গ্রন্থে যে সকল বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই 'বিধিবিবেক' ও 'ব্রহ্মসিদ্ধি'-গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধিও ইহাই যে, "বাচস্পতির্মণ্ডনপৃষ্ঠসেবী"। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মীমাংসক প্রভাকরের সিদ্ধান্ত অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বিরোধী ত নহেই, প্রত্যুত তাহার অনুগুণ। এজন্যই গৌড়ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন, "প্রভাকরভাট্টয়োস্তু বেদান্তদর্শনে বিদ্বেষাভাবঃ" (সিদ্ধান্তবিন্দু, ৩৫৪ পৃঃ, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সং.)।

প্রভাকরমতের সমালোচনা সমাপ্ত।

ভাট্টমত সমালোচনা

'ন্যায়রত্নাবলী'-টীকাতে গৌড়ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন যে, ভট্টপাদ কুমারিল তর্কপাদের কারিকাতে বলিয়াছেন—

"ইত্যাহ নাস্তিক্যনিরাকরিষ্ণুরাত্মাস্তিতাং ভাষ্যকৃদত্র যুক্ত্যা।
দৃঢ়ত্বমেতদ্-বিষয়স্তু বোধঃ প্রযাতি বেদান্তনিষেবণেন।।"

(শ্লোকবার্ত্তিক, তর্কপাদ, আত্মবাদ, ১৪৮ কারিকা)

ইহার অর্থ এই যে, ভাষ্যকার শবরস্বামী দেহাতিরিক্ত আত্মার তাদৃশ স্বরূপই প্রকাশ করিয়াছেন, যাবন্মাত্র অবগত হইলে মানুষের নাস্তিক্য নিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু আত্মার যথার্থস্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তিনি প্রয়াস করেন নাই। বেদান্তশাস্ত্রের অনুশীলন করিলে আত্মার নিষ্কৃষ্টস্বরূপের দৃঢ়বিজ্ঞান উৎপন্ন হইবে। আবার গৌড়ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন—

"ইতি তর্কচরণীয়ভট্টকারিকয়া বেদান্তদর্শনপুরস্কারাৎ।"
(সিদ্ধান্তবিন্দু, ৩৫৪ পৃঃ, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সং.)

ভট্ট এই উক্তি দ্বারা আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য বেদান্তদর্শনের আলোচনার উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং ভট্ট কুমারিল যে বেদান্তদর্শনের বিরোধী নহেন, ইহা তাঁহার উক্তি হইতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

কুমারিল-প্রণীত 'শ্লোকবার্ত্তিকে'র চোদনাসূত্রের ২১ কারিকার ব্যাখ্যায় মহামতি সুচরিতমিশ্র তাঁহার 'কাশিকা-টীকাতে বলিয়াছেন, যাঁহারা মনে করেন সমস্ত বাক্যই কার্য্যতাৎপর্য্যক, সিদ্ধ অর্থে বাক্য প্রমাণই নহে, তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা এই যে, বাক্য সিদ্ধবস্তুতে প্রমাণ না হইলে, অনাদ্যনন্তবিজ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম উপনিষদ্‌বাক্যের দ্বারা কিরূপে সিদ্ধ হইবে? "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি উপনিষদ্‌বাক্যের কোন্ কার্য্য অর্থে পূর্ব্বপক্ষী প্রামাণ্য স্বীকার করিবেন? এতদুত্তরে যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, এতাদৃশ উপনিষদ্‌বাক্যেরও তাদৃশ ব্রহ্মপ্রতিপত্তির কর্ত্তব্যতাতেই তাৎপর্য্য। উপনিষদেও আত্মজ্ঞানে বিধি আছে, যেমন "আত্মা দ্রষ্টব্যঃ" "আত্মানমুপাসীত"। এই সমস্ত বাক্য হইতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, বিজ্ঞানানন্দাভিন্ন আত্মাকে জানিবে। এইরূপে প্রদর্শিত বেদান্তবাক্যও তাদৃশ ব্রহ্মপ্রতিপত্তির কর্ত্তব্যতাতেই পর্য্যবসিত হইবে। ইহাতে সুচরিতমিশ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, উক্ত বেদান্তবাক্যের তাদৃশ ব্রহ্মপ্রতিপত্তির কর্ত্তব্যতাতেই মাত্র তাৎপর্য্য? অথবা কর্ত্তব্যপ্রতিপত্তির বিষয় প্রতিপত্তব্য বস্তুর তাদৃশ স্বরূপে তাৎপর্য্য? প্রতিপত্তির কর্ত্তব্যতাতে মাত্র তাৎপর্য্য হইলে সেই বাক্যদ্বারা প্রতিপত্তব্য বস্তুর তাদৃগ্‌রূপত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। অন্য-তাৎপর্য্যক বাক্যদ্বারা অন্য অর্থ সিদ্ধ হইতে পারে না। এজন্য প্রতিপত্তি-বিধিতাৎপর্য্যক "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" এই বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের বিজ্ঞানানন্দরূপতা সিদ্ধ হইতে পারে না। অন্য-তাৎপর্য্যক বাক্য অন্য অর্থে প্রমাণ হয় না। উক্ত বাক্যের দ্বারা যে ব্রহ্মের তাদৃগ্‌রূপতারই সিদ্ধি হইবে না তাহা নহে, পরন্তু ব্রহ্মের অতাদৃগ্‌রূপতারও সম্ভাবনা থাকিবে। কারণ, অতদ্রূপ বস্তুরও তদ্রূপে জ্ঞানকর্ত্তব্যতাপ্রতিপাদন লোকে দেখা যায়। যেমন, যে বস্তুতঃ অপিতা, তাহাকেও পিতা বলিয়া জানিবেন ("পিতরং জানীয়াৎ")

এইরূপ উপদেশ করিতে দেখা যায়। রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রাজমহিষী সুমিত্রা পুত্র লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন—

"রামং দশরথং বিদ্ধি, মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি, গচ্ছ পুত্র যথাসুখম্।।"

(রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৪০-৮ শ্লোক)

ইহার অভিপ্রায় এই যে, রামচন্দ্রের সহিত লক্ষ্মণের বনগমনকালে সুমিত্রা লক্ষ্মণকে উপদেশ করিয়াছিলেন, "বৎস লক্ষ্মণ, তুমি রামকে তোমার পিতা দশরথ বলিয়া জানিবে এবং সীতাকে আমি অর্থাৎ তোমার মাতা সুমিত্রা বলিয়া জানিবে এবং তোমার গন্তব্য অরণ্যকে অযোধ্যা বলিয়া জানিবে।" সুতরাং যাহা অতদ্‌বস্তু তাহাকে তদ্‌বস্তু বলিয়া দেখিবার উপদেশ লোকে বহুধা দেখা যায়। অতএব অবিজ্ঞান, অনানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকেও "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" জানিও—এইরূপে উপদেশ করা যাইতে পারে। তাহাতে প্রদর্শিত উপনিষদ্‌বাক্য হইতে ব্রহ্মের বিজ্ঞানরূপতা ও আনন্দরূপতা সিদ্ধ হইবে না। এইরূপ বেদেও অনুদ্‌গীথ ওঁকারের উদ্‌গীথরূপে উপাসনার বিধান আছে—"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত।"

এইরূপ শঙ্কার উত্তরে প্রভাকরমীমাংসক যাহা বলিয়াছেন, তাহা 'ব্রহ্মসিদ্ধি'-গ্রন্থ হইতে আমরা পরে প্রদর্শন করিব। এ স্থলে 'কাশিকা'-টীকাতে সুচরিতমিশ্র প্রভাকরের যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই বলিব। প্রভাকর বলিয়াছেন—প্রতিপত্তির কর্ত্তব্যতাতে বাক্যের তাৎপর্য্য থাকিলে সেই বাক্যের দ্বারা প্রতিপত্তব্য বিষয়ের সিদ্ধি হইতে না পারিলেও "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম জানীয়াৎ"—এই বাক্য ভিন্ন অন্য প্রমাণদ্বারা ব্রহ্মের বিজ্ঞানরূপতা ও আনন্দরূপতার সিদ্ধি হইবে। তাহাতে সুচরিতমিশ্র বলিয়াছেন, কোন্ প্রমাণদ্বারা তাদৃগ্‌ব্রহ্মরূপতার সিদ্ধি হইবে? বদ্ধ জীব স্বীয় কার্য্যকরণসংঘাতাতিরিক্ত সচ্চিদানন্দব্রহ্মকে অপরোক্ষভাবে দেখে না। বদ্ধ জীব দেহকেই আত্মা মনে করিয়া দুঃখী, অনিত্য ও জড় বলিয়া নিজেকে মনে করে। আর যে সমস্ত মুক্ত পুরুষ অনাদি অবিদ্যাদর্শিত শরীরেন্দ্রিয়াদি প্রপঞ্চকে নিঃশেষ নিবৃত্ত করিয়াছেন, যাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার মিতি-মাতৃ-মান-মেয়-বিভাগ অবিদ্যোচ্ছেদেই উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, যাঁহারা অস্পন্দ আনন্দস্বরূপে অধিরূঢ় হইয়াছেন, তাদৃশ পুরুষ কি দেখিবেন? কোন্ প্রমাণদ্বারাই বা দেখিবেন? এবং কি বলিবেন? সুতরাং আত্মজ্ঞানে বিধিস্বীকার করিলে আত্মার তাদৃগ্‌রূপতা কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব প্রভাকরমতে আত্মজ্ঞানে বা ব্রহ্মজ্ঞানে বিধিস্বীকার নিতান্তই গর্হিত হইয়াছে (শ্লোকবার্ত্তিক, কাশিকাটীকা, ৭০-৭১ পৃঃ, ত্রিবেন্দ্রাম সংস্কৃত সিরিজ সং.)।

সুচরিতমিশ্রের এই কথাগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে ভট্টসম্প্রদায় ও প্রভাকর-সম্প্রদায় উভয়েই যে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দরূপতা স্বীকার করেন এবং তাদৃশ ব্রহ্মই যে জীবের পারমার্থিক রূপ ও অনাদি অবিদ্যাবশতঃই প্রপঞ্চদর্শন হইয়া থাকে, ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং গৌড়ব্রহ্মানন্দ যে বলিয়াছেন, ভট্টপাদ ও প্রভাকরের বেদান্তদর্শনে বিদ্বেষ নাই, তাহা সত্যই বটে।

আমরা সুচরিতমিশ্রের অভিপ্রায় প্রদর্শনপ্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছি, 'ব্রহ্মসিদ্ধি'-গ্রন্থে মণ্ডনমিশ্রও তাহাই বলিয়াছেন। 'ব্রহ্মসিদ্ধি'-গ্রন্থের যে অংশটুকু নূতন, তাহাই আমরা এ স্থলে প্রদর্শন করিব। মণ্ডনমিশ্র 'ব্রহ্মসিদ্ধি'র নিয়োগকাণ্ডের ১৩৬ পৃঃ বলিয়াছেন, বিশিষ্টক্রিয়ার বিধায়ক বিধি বিশেষণেও প্রমাণ হইয়া থাকে। "সোমেন যজেত" এই বিধি সোমবিশিষ্ট যাগক্রিয়ার বিধায়ক যাগক্রিয়ার বিশেষণ সোমেও প্রমাণ হইয়া থাকে। অথবা "অঙ্গদী কুণ্ডলী দেবদত্তস্য পুত্রোঽধীতে" এই বাক্য যেমন অধ্যয়নক্রিয়ার প্রতিপাদক, এইরূপ অধ্যয়নকর্ত্তা দেবদত্তপুত্রেরও অঙ্গদ-কুণ্ডলাদি সমস্ত বিশেষণকলাপেরও প্রতিপাদক হইয়া থাকে। এইরূপ "য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ"—ইত্যাদি—বিশেষণকলাপবিশিষ্ট আত্মা জ্ঞাতব্য—এইরূপ বিধিবাক্যদ্বারাও আত্মার অপহতপাপ্মত্বাদি-বিশেষণেরও সিদ্ধি হইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে মণ্ডনমিশ্র বলিয়াছেন, যে-বাক্য বিশিষ্ট-ক্রিয়াতে প্রমাণ হইয়া থাকে, সেই বাক্য বিশেষণেও প্রমাণ হইয়া থাকে—এই নিয়ম প্রতিপত্তি-ভিন্ন-স্থলে বুঝিতে হইবে, কারণ বাক্যদ্বারা যে সমস্ত বিষয়বিশেষ বিশিষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেই বাক্যদ্বারা প্রতিপত্তির বিষয়বিশেষের সদ্ভাব নিরূপিত হয় না। অতথাভূত বিষয়েরও তথাভাব-সমারোপণদ্বারা প্রতীতি সম্ভাবিত হইয়া থাকে। যেমন, "অসৌ বাব লোকঃ গৌতমাগ্নিঃ"—এই বাক্যে অনগ্নি দ্যুলোকে অগ্নিত্বের সমারোপণপূর্ব্বক অগ্নিপদের দ্বারা দ্যুলোক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ইহাতে প্রভাকর সমারোপদ্বারাও বুদ্ধি সম্ভাবিত হয়—ইহা স্বীকার করেন না। এজন্য প্রভাকর এস্থলে অন্যথাখ্যাতি খণ্ডনের জন্য অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান মাত্রের খণ্ডনের জন্য অখ্যাতিবাদের সমর্থন করিয়াছেন। অখ্যাতিবাদ সিদ্ধ হইলে আর অতদ্রূপ বস্তু তদ্রূপে প্রতীত হইতে পারিবে না। এজন্য অদ্বৈত-বাদিগণ অন্যথাভূত বস্তুতে তথাভাব সমারোপণদ্বারা প্রতীতির উপপাদন করিয়া প্রতীতিতে বিধি স্বীকার করিলে প্রতিপত্তব্য বিষয়ের তথাত্ব সিদ্ধ হইবে না—এরূপ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমস্তই অসঙ্গত। কারণ অতথাভূত বস্তুতে তথাভাবের সমারোপই অসম্ভব। প্রভাকরমতে প্রতীতিমাত্রই যথার্থ। এজন্য প্রতীতিতে বিধি স্বীকার করিলেও প্রতিপত্তব্য বিষয়ের তথাত্ব জ্ঞানমহিমা-

প্রযুক্তই সিদ্ধ হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রতিপত্তিবিধিবাদী প্রভাকরগণের নিকটে বেদান্তিগণ যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, সেই সমস্ত আপত্তির মূল অন্যথাখ্যাতি বা ভ্রমজ্ঞানের সিদ্ধি। এই ভ্রমজ্ঞানের খণ্ডনের জন্য প্রভাকরও কটিবদ্ধ হইয়া সমস্ত জ্ঞানের যথার্থতা সিদ্ধির জন্য অখ্যাতিবাদের সমর্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জ্ঞানে বিধি স্বীকার করিলে আর ব্রহ্মসূত্রের "তত্তু সমন্বয়াৎ" (১-১-৪) সূত্রের আবশ্যকতা হইবে না। আর তাহাতে বাদরায়ণীয় তন্ত্রই অনারম্ভণীয় হইয়া পড়িবে। এজন্য প্রভাকরের সহিত বেদান্তিগণের বিচারের পর্য্যবসান মিথ্যাজ্ঞানের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হইবে। মিথ্যাজ্ঞানের সিদ্ধির জন্য বেদান্তিগণ কটিবদ্ধ, এবং মিথ্যাজ্ঞানমাত্র অস্বীকার করিয়া সমস্ত জ্ঞানের যথার্থত্ব ব্যবস্থাপনের জন্য প্রভাকরও কটিবদ্ধ। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞানের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতেই বাদরায়ণীয় তন্ত্রের স্থিতি বা উচ্ছেদ নির্ভর করে। অখ্যাতিবাদ ও অন্যথাখ্যাতিবাদ অতি দুরূহ বিচারপরিপূর্ণ বলিয়া আমরা তাহার বিবরণপ্রদানে বিরত রহিলাম। এস্থলে একটিমাত্র শুভ লক্ষণ যে—ভারতের প্রায় সমস্ত দার্শনিকই মিথ্যাজ্ঞান-সমর্থনে সন্নদ্ধ। কেবল প্রভাকর ও তন্মতানুসারী দুই-একজন দার্শনিক ভ্রমজ্ঞান খণ্ডন করিয়া সমস্ত জ্ঞানের যথার্থতা-প্রতিপাদনে প্রয়াসী হইয়াছেন।

সাংখ্য ও যোগদর্শনের আলোচনা

সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য (২-১-৩) ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, "সতীষ্বপি অধ্যাত্মবিষয়াসু বহ্বীষু স্মৃতিষু সাংখ্যযোগ-স্মৃত্যোরেব নিরাকরণে যত্নঃ কৃতঃ। সাংখ্যযোগৌ হি পরমপুরুষার্থসাধনত্বেন লোকে প্রখ্যাতৌ শিষ্টৈশ্চ পরিগৃহীতৌ লিঙ্গেন চ শ্রৌতেনোপবৃংহিতৌ।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, অধ্যাত্মবিদ্যার প্রতিপাদক বহু স্মৃতি বিদ্যমান থাকিলেও সাংখ্যস্মৃতি ও যোগস্মৃতির নিরাকরণেই যত্ন করা হইয়াছে ; কারণ পরমপুরুষার্থের অর্থাৎ মোক্ষের সাধনরূপে সাংখ্য ও যোগ লোকে প্রখ্যাত আছে এবং মনু, ব্যাসাদি শিষ্টগণকর্ত্তৃক ইহার অংশবিশেষ পরিগৃহীত হইয়াছে। এবং শ্রৌত লিঙ্গদ্বারাও সাংখ্য ও যোগ উপবৃংহিত হইয়াছে। আবার ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ২-১-১২ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, "বৈদিকদর্শনস্য প্রত্যাসন্নত্বাৎ গুরুতরতর্কবলোপেতত্বাৎ বেদানুসারিভিশ্চ কৈশ্চিৎ শিষ্টৈঃ কেনচিদংশেন পরিগৃহীতত্বাৎ প্রধানকারণবাদং তাবদ্ ব্যপাশ্রিত্য যস্তর্ক-নিমিত্তঃ আক্ষেপঃ বেদান্তবাক্যেষুদ্ভাবিতঃ স পরিহৃতঃ।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, সাংখ্যযোগদর্শন-প্রতিপাদ্য প্রধানকারণবাদ বৈদিকদর্শনের প্রত্যাসন্ন এবং গুরুতর তর্কবলযুক্ত ও বেদানুসারী মনু, ব্যাসাদি শিষ্টগণও সাংখ্যসিদ্ধান্তের

কোনও অংশ অর্থাৎ সৎকার্য্যবাদাদি সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া ইতর দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে সাংখ্যযোগসিদ্ধান্তই অধিক প্রবল। এই প্রবল সাংখ্য-যোগ-সিদ্ধান্তানুসারে প্রধানকারণবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক সাংখ্যবাদিগণ বেদান্তসিদ্ধ ব্রহ্মকারণবাদে যে-সমস্ত দোষ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহার পরিহার বলা হইয়াছে। ভাষ্যকারের এই সমস্ত উক্তিদ্বারা সাংখ্যযোগদর্শনের উপাদেয়তা বিশেষভাবে বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্মসূত্রের ১-৪-২৮ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "অতঃ প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায়েনাতিদিশতি, এতেন প্রধানকারণবাদপ্রতিষেধন্যায়কলাপেন সর্ব্বে অণ্বাদিকারণবাদা অপি প্রতিষিদ্ধতয়া ব্যাখ্যাতা বেদিতব্যাঃ।" ভাষ্যকার সাংখ্যদর্শনকে প্রধান মল্ল বলিয়া নির্দ্দেশ করায়ও সাংখ্যদর্শনের উপাদেয়তা বুঝিতে পারা যায়। পরম উপাদেয় হইলেও এই সাংখ্যদর্শন বহুকাল হইতেই লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। প্রাচীন আচার্য্যগণের গ্রন্থ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে এই সাংখ্য-দর্শন বহু প্রস্থানে বিভক্ত হইয়াছিল। পতঞ্জলি, পঞ্চাধিকরণ, বার্ষগণ, পৌরিক, বার্ষগণ্য, বিন্ধ্যবাসী প্রভৃতি আচার্য্যগণ পৃথক্ পৃথক্ সাংখ্যসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তয়িতা হইয়াছিলেন। সেই সমস্ত সম্প্রদায়ও বর্ত্তমানে প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। কদাচিৎ কোনও গ্রন্থে ইঁহাদের নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন, সাংখ্যসিদ্ধান্তে ও মীমাংসাসিদ্ধান্তে ঈশ্বর স্বীকার করা হয় নাই। এজন্য এই দুইটি বাদই নিরীশ্বরবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই দুইটি বাদ নিরীশ্বরবাদ নহে। সাংখ্যকারিকার পঞ্চদশ কারিকায় যুক্তিদীপিকাকার বলিয়াছেন, "কিঞ্চান্যৎ শ্রুতেঃ, শ্রুতিরপি চাস্য মূর্ত্তিমাচষ্টে কৃত্তিবাসাঃ পিনাকহস্তো বিততধন্বা নীলশিখণ্ডীত্যাদি। তদভ্যুপগমাৎ স্বপক্ষহানিরিতি চেৎ স্যান্মতং যদি তর্হি শ্রুতিবচনান্মূর্ত্তিমানীশ্বরঃ পরিগৃহ্যতে, তেন সিদ্ধমস্যাস্তিত্বম্। কস্মাৎ? ন হি অসতো মূর্ত্তিমত্ত্বমুপপদ্যতে ইতি কৃত্বা। এতদপ্যযুক্তমভি-প্রায়ানববোধাৎ। ন হি একান্তেন বয়ং ভগবতঃ শক্তিবিশেষং প্রত্যাচক্ষ্মহে, মাহাত্ম্যশরীরাদিপরিগ্রহাৎ। যথা তু ভবতা উচ্যতে প্রধানপুরুষব্যতিরিক্তঃ তয়োঃ প্রয়োক্তা স নাস্তীত্যয়মস্মদভিপ্রায়ঃ" (যুক্তিদীপিকা, ৮৬-৮৭ পৃঃ, মেট্রো সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতি হইতে ভগবানের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। শ্রুতি ভগবানের মূর্ত্তি বলিয়াছেন। ভগবান্ কৃত্তিবাস, পিনাকহস্ত, বিততধনুঃ, নীলশিখণ্ডযুক্ত। শ্রুতিসিদ্ধ ভগবৎস্বরূপ স্বীকার করিলে সাংখ্যের স্বপক্ষহানি হইবে। শ্রুতিবচনানুসারে মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বর স্বীকার করিলে ঈশ্বরের অস্তিত্বও সিদ্ধ হইবে। কারণ অসদ্বস্তু মূর্ত্তিমান হইতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলা অসঙ্গত হইয়াছে,—কারণ পূর্ব্বপক্ষী আমাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই। কারণ আমরা

সর্ব্বথাই ভগবৎশক্তির অনঙ্গীকার করি না। ভগবানেরও মাহাত্মশরীরাদি আছে। ভগবান্‌ও মাহাত্মশরীরাদি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষী যেরূপ বলেন, প্রধান ও পুরুষ হইতে অতিরিক্ত ঈশ্বর, প্রধান ও পুরুষের প্রযোক্তা—ইহা আমরা স্বীকার করি না। এই যুক্তিদীপিকা-গ্রন্থ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়—শ্রুতিপ্রমাণবশতঃ সাংখ্যশাস্ত্রেও ঈশ্বর স্বীকৃত হইতেন। সাংখ্যশাস্ত্রের প্রায় সম্পূর্ণ গ্রন্থই উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার সম্পূর্ণ স্বরূপ অবগত হইবার উপায় নাই। কেবল ঈশ্বরকৃষ্ণপ্রণীত সাংখ্যকারিকা নামক গ্রন্থখানিই সাংখ্যশাস্ত্রের কঙ্কালরূপ অবশিষ্ট আছে। এই সাংখ্যকারিকার ব্যাখ্যা যুক্তিদীপিকা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা বাচস্পতিমিশ্রের সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী হইতেও অতিপ্রাচীন। এই গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্বসম্বন্ধে সাংখ্যশাস্ত্রের অনুমতি প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ মীমাংসাদর্শনেও ঈশ্বরের অস্তিত্বসম্বন্ধে অনুমতি পাওয়া যায়। একাদশ শতকে বিদ্যমান ভবনাথমিশ্র প্রভাকরমতানুসারে "নয়বিবেক" নামক একখানি প্রকরণগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, "একদা কৃৎস্নসৃষ্টিবিলয়ৌ মানশূন্যৌ, প্রত্যুত যথাদর্শনং ক্রমেণ তদনুমেতি জগতি ঈশ্বরকর্তৃকেঽপি ন গুরুনয়বিরোধঃ ইতি গুরোরবধীরণম্" (নয়বিবেক, ১৮৭-৮৮ পৃঃ, মাদ্রাজ ইউনিভারসিটি সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, এক সময়েই সমস্ত জগতের সৃষ্টি ও এক সময়েই সমস্ত জগতের প্রলয় প্রমাণশূন্য। এজন্য যথাদর্শন ক্রমশঃ জগতের সৃষ্টি হইয়াছে—ইহাই বলিতে হইবে। জগৎ ক্রমশঃ ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে—ইহাতে প্রভাকরমতের কোনও বিরোধ হয় না। এজন্য প্রভাকর জগৎ ঈশ্বরসৃষ্ট কি না ইহার বিচার প্রদর্শন করেন নাই। এইরূপ বলিয়া নয়বিবেককার অতি আড়ম্বরের সহিত ঈশ্বরসাধকানুমানের নিরসন করিয়াছেন। ঈশ্বরসাধক অনুমানের নিরসন করিয়া পরে বলিয়াছেন, "এবঞ্চ ঈশ্বরে পরোক্তমেবানুমানং নিরস্তং নেশ্বরো নিরস্তঃ" (নয়বিবেক, ১৯৯ পৃঃ)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, প্রদর্শিতরূপে ন্যায়বৈশেষিকাদি-প্রদর্শিত ঈশ্বরসাধকানুমানই নিরস্ত হইল। ঈশ্বরানুমান নিরস্ত হইলেও ঈশ্বর নিরস্ত হইলেন না। এইরূপ বলিয়া নয়বিবেককার শিবের একটি স্তুতি প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার টীকাতে রবিদেব বলিয়াছেন, "জগতি ঈশ্বরকর্তৃকেঽপি ন গুরুনয়বিরোধ ইতি প্রাগুক্তম্, তদভ্যুপেত্যৈব পরোক্তানুমানিকেশ্বরনিরাসপ্রযত্নঃ" (নয়বিবেক, ১৮৮ পৃঃ)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, জগৎ ঈশ্বরকর্তৃক হইলেও তাহাতে গুরুমতের বিরোধ ঘটে না। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব স্বীকার করিয়াই বৈশেষিকাদ্যুক্ত আনুমানিক ঈশ্বরনিরাসের জন্য মূলকার প্রযত্ন করিতেছেন। এই সমস্ত কথা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, মীমাংসকগণ অনুমান-

প্রমাণসিদ্ধ ঈশ্বর স্বীকার না করিলেও শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ ঈশ্বর স্বীকার করিতেন। এই আলোচনাদ্বারা বৈদিক ছয়খানি দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন—ইহা সিদ্ধ হইল। ন্যায়, বৈশেষিক, পাতঞ্জল ও বেদান্তদর্শনে যে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন, ইহা সর্ব্বমতসিদ্ধ। মীমাংসাদর্শনেও মহামীমাংসক কুমারিলভট্ট-প্রণীত শ্লোকবার্ত্তিক-গ্রন্থের প্রারম্ভে শিবের নমস্কার করিয়া গ্রন্থের আরম্ভ করা হইয়াছে। শ্লোকটি এই—

> বিশুদ্ধজ্ঞানদেহায় ত্রিবেদীদিব্যচক্ষুষে।
> শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিনিমিত্তায় নমঃ সোমার্দ্ধধারিণে।।

এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি দেবীকীলকেও পঠিত হইয়াছে। সুতরাং মীমাংসকগণ নিরীশ্বরবাদী—এরূপ বলা সঙ্গত নহে। এজন্য রবিদেব নয়বিবেকের টীকায় বলিয়াছেন যে, শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধ ঈশ্বরের নিরাস করিলে সেই ব্যক্তি সাধুজনের বহিষ্কার্য্য হইয়া যাইবে। এজন্য শ্রুতিই ঈশ্বরসাধক প্রমাণ বলিয়া ঈশ্বর নিরস্ত হইতে পারেন না (নয়বিবেক, ১৯৯ পৃঃ)।

সাংখ্যসিদ্ধান্ত যেমন অতি প্রাচীন, এইরূপ এই প্রাচীন সিদ্ধান্তের উচ্ছেদও বিস্ময়কর। অন্যান্য দর্শনের প্রাচীন গ্রন্থাদি কিছু থাকিলেও সাংখ্য-দর্শনের একমাত্র ঈশ্বরকৃষ্ণরচিত কারিকা ভিন্ন অন্য কোনও প্রাচীন গ্রন্থ বিদ্যমান নাই। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থকারগণের নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ষড়্দর্শনসমুচ্চয়-গ্রন্থের গুণরত্নকৃত টীকাতে "সাংখ্যানাং তর্কগ্রন্থাঃ ষষ্টিতন্ত্রোদ্ধাররূপং মাঠরভাষ্যং সাংখ্যসপ্ততিনামকং তত্ত্বকৌমুদী গৌড়পাদ-মাত্রেয়তন্ত্রঞ্চেত্যাদয়ঃ।" এইরূপ বলা হইয়াছে (১০৯ পৃঃ, এসিয়াটিক্ সং.)।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে সাংখ্যতন্ত্রের প্রবর্ত্তয়িতৃ আচার্য্যগণের নাম বলিয়াছি। সাংখ্যকারিকার ৫৬ কারিকাতে যুক্তিদীপিকা-গ্রন্থে বলা হইয়াছে, "প্রতিপুরুষ-বিমোক্ষার্থময়মারম্ভ ইতি, তদযুক্তম্, আচার্য্যবিপ্রতিপত্তেঃ। প্রতিপুরুষ-মন্যৎ প্রধানং শরীরাদ্যর্থং করোতি.................পৌরিকঃ সাংখ্যাচার্য্যো মন্যতে" (১৬৯ পৃঃ, মেট্রো সং.)। সাধারণভাবে প্রচলিত সাংখ্যসিদ্ধান্তে সর্ব্বপুরুষসাধারণ একই প্রধান। এই প্রধানই সমস্ত পুরুষের ভোগাপবর্গার্থ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এ স্থলে পৌরিক নামক একজন প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্য প্রত্যেক পুরুষের জন্য এক একটি প্রধান স্বীকার করিয়াছেন। প্রচলিত সাংখ্যমতে পুরুষ নানা, কিন্তু পৌরিক আচার্য্যের মতে নানা পুরুষের ভোগাপবর্গনিষ্পাদক প্রধানও নানা। যেমন মণ্ডনমিশ্র, বাচস্পতিমিশ্রের মতে জীবভেদে অবিদ্যাও ভিন্ন ভিন্ন স্বীকৃত হইয়াছে।

এইরূপ পৌরিক আচার্য্যের মতেও জীবভেদে প্রধানও ভিন্ন ভিন্ন স্বীকৃত হইয়াছে। এই মতের উল্লেখ ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ের টীকাতে গুণরত্ন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "মৌলিক্যঃ সাংখ্যা হি আত্মানমাত্মানং প্রতি পৃথক্ প্রধানং বদন্তি। উত্তরে তু সাংখ্যাঃ সর্ব্বাত্মসু একং নিত্যং প্রধানমিতি প্রতিপন্নাঃ" (৯৯ পৃঃ, এসিয়াটিক্ সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, মৌলিক্য সাংখ্যগণ প্রতি আত্মার জন্য পৃথক্ পৃথক্ এক একটি প্রধান স্বীকার করিতেন। ইতর সাংখ্যাচার্য্যগণ সমস্ত আত্মার ভোগাপবর্গসাধক এক নিত্যপ্রধান স্বীকার করিতেন। এই সাংখ্যকারিকার অষ্টাদশ কারিকাতে জন্মমরণকরণাদির ব্যবস্থাসিদ্ধির জন্য পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সাংখ্যসিদ্ধান্তে পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ বস্তুর ভেদক প্রমাণ, বিরুদ্ধ ধর্ম্মসম্বন্ধ "যদ্বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যস্তং তন্নানা। যথা শীতোষ্ণে।" এই প্রামাণিক উক্তি অনুসারে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সম্বন্ধ ব্যতীত বস্তুর ভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না। সাংখ্যসিদ্ধান্তে পুরুষ নির্গুণ ও অসঙ্গ এবং চিৎস্বরূপ। যাহা অসঙ্গ নির্গুণ, তাহাতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পারে না। বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ স্বীকার করিলে আর তাহার অসঙ্গতা থাকে না। সাংখ্যকারিকাতে যে জন্মমরণাদিরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা পুরুষগত ধর্ম্মই নহে। যাহা পুরুষগত ধর্ম্ম নহে, তাহাদ্বারা নির্ধর্ম্মক পুরুষের ভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না। এজন্য সাংখ্যশাস্ত্রে যে পুরুষবহুত্ব বলা হইয়াছে, তাহা লোকসিদ্ধ ভেদপ্রতীতির অনুবাদমাত্র। আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে যে সমস্ত তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মধ্যে অপূর্ব্বতা একটি লিঙ্গ এবং এই লিঙ্গটি প্রামাণ্য শরীরের ঘটক। "অনধিগতার্থগ্রাহিত্বই অপূর্ব্বত্ব। শাস্ত্র অনধিগত বস্তুর প্রতিপাদক হইলে তাহাতে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য থাকিবে। কিন্তু পুরুষের ভেদ সমস্ত লৌকিকপ্রমাণবেদ্য বলিয়া তাহার প্রতিপাদনে সাংখ্য-শাস্ত্রের অপূর্ব্বত্বনামক তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গ থাকে না। এজন্য সাংখ্যশাস্ত্রে যে পুরুষভেদ বলা হইয়াছে, তাহা লৌকিক অনুভবের অনুবাদমাত্র।

বৈশেষিকদর্শনে মুক্ত আত্মদ্বয়ের পরস্পর ভেদসিদ্ধির জন্য "বিশেষ" পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে আত্মার ভেদক ধর্ম্ম স্বীকৃত হয় নাই। এজন্য বুঝিতে পারা যায়—আত্মার ভেদসিদ্ধি সাংখ্যদর্শনের অভিপ্রেতই নহে। এজন্য ঔপনিষদসিদ্ধান্তের মত সাংখ্যসিদ্ধান্তেও ঐকাত্ম্যবাদই অভিপ্রেত। আর বস্তুতঃ সাংখ্যসিদ্ধান্তও যে ঔপনিষদসিদ্ধান্তই বটে, তাহা যুক্তিদীপিকা-গ্রন্থ হইতেও সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সাংখ্যকারিকার ৬৮ কারিকার ব্যাখ্যাতে যুক্তিদীপিকাকার বলিয়াছেন, "বিশুদ্ধমক্ষয়ং নিরতিশয়মৈকান্তিক-মাত্যন্তিকমভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি, এতৎ পরং ব্রহ্ম ধ্রুবমমলমভয়মত্র সর্ব্বেষাং

গুণধর্ম্মাণাং প্রবিলয়ঃ। এতৎ প্রাপ্য সর্ব্বায়াসৈঃ সর্ব্ববন্ধনৈরনাদিকালপ্রবৃত্ত-রাগদ্বেষবিযুক্তো বিমুক্তো ভবতি। এতদর্থং ব্রাহ্মণা দয়িতপুত্রদারসম্বন্ধমপহায় গুরুশুশ্রূষাপরাঃ শরীরমরণ্যেষু পাতয়ন্তি। কথং নাম ঐকান্তিকমাত্যন্তিকঞ্চ কৈবল্যং স্যাদিতি" (১৭৩ পৃঃ, মেট্রো সং.)।

ইহার অভিপ্রায় এই যে—এই ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক কৈবল্য বিশুদ্ধ, অক্ষয় ও নিরতিশয়। আর ইহাই পরব্রহ্ম। ইহাই ধ্রুব, অমল ও অভয়। এই পরব্রহ্মাবস্থাতে সমস্ত গুণধর্ম্মের প্রবিলয় হইয়া থাকে। আর ইহা প্রাপ্ত হইয়া জীব সমস্ত আয়াস ও সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং অনাদি-কালপ্রবৃত্ত রাগদ্বেষাদি হইতেও বিমুক্ত হইয়া থাকে। আর এই কৈবল্যলাভের জন্য ব্রাহ্মণগণ দয়িতপুত্রদারাদি সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ হইয়া অরণ্যে শরীর পাতিত করিয়া থাকেন। কেবলমাত্র ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক কৈবল্যলাভের জন্য তাঁহারা এতাদৃশ দুঃখপরম্পরা স্বীকার করেন। ন্যায়দর্শনভাষ্যেও ভাষ্যকার মুক্তাবস্থাতে যেমন জীবের ব্রহ্মভাব স্বীকার করিয়াছেন, যুক্তিদীপিকাকারও তাহাই করিয়াছেন। বস্তুতঃ এস্থলে যুক্তিদীপিকাকার এই পরব্রহ্মাবস্থাতে সমস্ত গুণধর্ম্মের প্রবিলয় হয় স্বীকার করায় সম্পূর্ণভাবে অদ্বৈতমতের সমর্থন করা হইয়াছে। সুতরাং সাংখ্য-সিদ্ধান্তের সহিতও ঔপনিষদসিদ্ধান্তের কোনও বিরোধ নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অতি সুপ্রাচীন সাংখ্যসিদ্ধান্ত বহুকাল হইতেই উচ্ছিন্ন হইয়াছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৩৩১ অধ্যায়ে মোক্ষ-ধর্ম্মে সাংখ্যসিদ্ধান্তের বর্ণনা আছে। এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, "মার্গজ্ঞাঃ কপিলাঃ সাংখ্যাঃ শৃণু তানরিসূদন" (৫৪ শ্লোক)। ততঃপর বলা হইয়াছে, "সংখ্যা রাজন্ মহাপ্রাজ্ঞাস্ত্যক্ত্বা স্নেহং প্রজাকৃতম্। জ্ঞানযোগেন সাংখ্যেন ব্যাপিনা মহতা নৃপ।।" (৬১ শ্লোক)। ততঃপর বলা হইয়াছে, "অত্র তে সংশয়ো মা ভূৎ জ্ঞানং সাংখ্যং পরং মতম্। অক্ষরং ধ্রুবমেবোক্তং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্।। অনাদিমধ্যনিধনং নির্দ্বন্দ্বং কর্ত্তৃশাশ্বতম্। কূটস্থঞ্চৈব নিত্যঞ্চ যদ্বদন্তি মনীষিণঃ।। যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবর্ত্তন্তে সর্গপ্রলয়বিক্রিয়াঃ।।" (১০১-০৩ শ্লোক)। এই মোক্ষধর্ম্মোক্ত সাংখ্যসিদ্ধান্তের আলোচনা করিলে ইহাই যে ঔপনিষদসিদ্ধান্ত, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই অধ্যায়ের শেষভাগে বলা হইয়াছে, "এতন্ময়োক্তং নরদেব তত্ত্বং নারায়ণো বিশ্বমিদং পুরাণম্। স সর্গকালে চ করোতি সর্গং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ।। সংহৃত্য সর্ব্বং নিজদেহসংস্থং কৃত্বাপ্সু শেতে জগদন্তরাত্মা।।" (১১৫-১৬ শ্লোক)। এই শ্লোকে "অপ্সু শেতে" বলা হইয়াছে, ইহার টীকাতে নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, "কারণাত্মাপ্সু নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রে শেতে লীনো ভবতি। এতেন যোঽয়ং মায়াবী জগজ্জন্মাদিহেতুঃ, স সর্ব্বেষাং প্রত্যগ্‌ভূতঃ ঈশ্বরঃ চিন্মাত্রে

লীয়তে ইতি নির্ব্বিশেষব্রহ্মাদ্বৈতমুক্তং ভবতি" (১১৬ শ্লোকের টীকা)। মহাভারতে অভিহিত সাংখ্যসিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণভাবেই অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ছিল, তাহা আমরা এস্থলে প্রদর্শন করিলাম। বহু আচার্য্যপরম্পরার মধ্য দিয়া যে সাংখ্যসিদ্ধান্ত আজ আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাচীন সিদ্ধান্তের সহিত বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। এজন্যই নব্য সাংখ্যসিদ্ধান্তকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য সাংখ্যসিদ্ধান্তকে বৈদিক সিদ্ধান্তের প্রত্যাসন্ন বলিয়াছেন।

সাংখ্যকারিকার ঊনবিংশ কারিকায় বলা হইয়াছে, "তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য।" এই কারিকাকার পুরুষের সাক্ষিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সাক্ষী স্বীকার করিলেও সাক্ষীর বিষয় অর্থাৎ সাক্ষ্য বস্তু কি, তাহা কিছু বলেন নাই। সাক্ষী প্রমাতা নহে ; প্রমাণের সাহায্যে প্রমেয় বস্তুর দ্রষ্টাই প্রমাতা। আর প্রমাণনিরপেক্ষভাবে বিষয়ের দ্রষ্টাই সাক্ষী। শ্রুতিও আত্মাকে "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাতঞ্জল যোগসূত্রের চতুর্থপাদের ১৮ সূত্রে বলা হইয়াছে, "সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্বাৎ।" এই সূত্রের ব্যাসভাষ্যে বলা হইয়াছে, "সদা জ্ঞাতত্বন্তু মনসস্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্য অপরিণামিত্বমনুমাপয়তি।" ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের অধ্যাসভাষ্যের শেষভাগে বলা হইয়াছে, "এবমহম্প্রত্যয়িনমশেষস্বপ্রচারসাক্ষিণি প্রত্যগাত্মন্যধ্যস্য তঞ্চ প্রত্যগাত্মানং সর্ব্বসাক্ষিণং তদ্বিপর্য্যয়েণান্তঃকরণাদিষু অধ্যস্যতি" (৪৪-৪৫ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং.)। এই কথাগুলি আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বৃত্তিমৎ চিত্ত সাক্ষিপুরুষদ্বারা ভাস্য হইয়া থাকে। বৃত্তিমৎ চিত্তের কোন যোগ্য অবস্থারই অজ্ঞাতসত্তা নাই। এজন্য জ্ঞান, সুখ, দুঃখাদি অন্তঃকরণের যোগ্য পরিণামমাত্রই সাক্ষিভাস্য হইয়া থাকে। অন্তঃকরণের যোগ্য ধর্ম্ম প্রমাণসিদ্ধ নহে, কিন্তু সাক্ষিসিদ্ধ। যোগসূত্র, ভাষ্য ও শাঙ্করভাষ্যেরও ইহাই অভিপ্রায়। এই কথার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া "প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টম্" এই কারিকাংশের ব্যাখ্যানাবসরে প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিতে যাইয়া এই একটি লক্ষণকেই বাহ্য ও আন্তর বিষয়ের প্রত্যক্ষে সংযোজন করিতে চাহিয়াছেন। আর তাহাতে ঐ ব্যাখ্যা কুসৃষ্টিরূপই হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সাংখ্যসিদ্ধান্তে আন্তর বস্তুর প্রত্যক্ষ ঐন্দ্রিয়ক নহে; কিন্তু তাহা সাক্ষিস্বরূপ। সাক্ষিপ্রকাশদ্বারাই তাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এজন্য প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্যগণ শ্রোত্রাদি বৃত্তিকেই প্রত্যক্ষ বলিয়াছেন। "শ্রোত্রাদিবৃত্তিরিতি বার্ষগণাঃ" (যুক্তিদীপিকা, ৩৯ পৃঃ)। প্রত্যক্ষলক্ষণ বিবেচনাবসরে ন্যায়বার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকরও শ্রোত্রাদিবৃত্তিকেই (১৩২ পৃঃ, মেট্রো সং.) সাংখ্যমতে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাতে বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন,

এই লক্ষণটি প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্য বার্ষগণ্যের। প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্যগণের আশয় বিবেচনা করিলে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া সাংখ্যাচার্য্যগণ মনে করিতেন। কিন্তু বুদ্ধির জ্ঞান, সুখাদির প্রত্যক্ষ সাক্ষিপ্রত্যক্ষরূপ বলিয়া তাহা প্রমাণপ্রত্যক্ষের অন্তর্গত নহে। কিন্তু যুক্তিদীপিকা ও সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী উভয় গ্রন্থে "প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টম্" এই লক্ষণটিকে উভয়প্রত্যক্ষ সাধারণরূপে যোজনা করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। অদ্বৈতবেদান্তদর্শনে প্রমাতা ও সাক্ষীর মহদ্বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। সাংখ্যকারিকাতে আত্মার সাক্ষিত্ব স্বীকার করিয়াও সাক্ষিসিদ্ধ বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই। পাতঞ্জলদর্শনে বৃত্তিমৎ চিত্ত যে সর্ব্বদাই অপরিণামী পুরুষভাস্য হইয়া থাকে, ইহা সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। অদ্বৈতমতানুসারে আত্মার সাক্ষিত্ব স্বীকার করায় সাংখ্যপাতঞ্জলদর্শনের অদ্বৈতমতানুসরণ সুস্পষ্ট হইয়াছে। পাতঞ্জলদর্শনের দ্বিতীয় পাদে বলা হইয়াছে, "কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ" (২২ সূঃ)। ব্যাসভাষ্যে বলা হইয়াছে, "কৃতার্থমেকং পুরুষং প্রতি দৃশ্যং নষ্টমপি নাশং প্রাপ্তমপি অনষ্টং তদন্যপুরুষসাধারণত্বাৎ।" ইহাতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, অনাদিকাল প্রবৃত্ত দৃশ্যবর্গ কৃতার্থ পুরুষের প্রতি অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের প্রতি নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ অদর্শন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু অকৃতার্থ পুরুষের নিকটে দৃশ্যবর্গ ভাসমানই থাকে।

পাতঞ্জলসূত্রের প্রথম পাদের ৩য় সূত্রের ভূমিকাতে বলা হইয়াছে, "তদবস্থে চেতসি বুদ্ধিবোধাত্মা পুরুষঃ কিংস্বভাব ইতি।" এইরূপ পাতনিকার পরে "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেণাবস্থানম্" (১-৩) এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহাও আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়—মিথ্যাজ্ঞানপ্রযুক্তই পুরুষ বুদ্ধিবোধাত্মা হইয়া থাকে। ইহা পুরুষের স্বভাবসিদ্ধ স্বরূপ নহে। পুরুষের স্বভাবসিদ্ধ রূপ স্বরূপপ্রতিষ্ঠতা। পুরুষের স্বরূপপ্রতিষ্ঠতা স্বভাব হইলেও তাহার অস্বরূপপ্রতিষ্ঠতা বা বুদ্ধিবোধাত্মতা অথবা দৃশ্যবর্গের দর্শন মিথ্যাজ্ঞানপ্রযুক্তই হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদে মুক্ত পুরুষ স্বস্থ হইয়া থাকে। তখন আর পুরুষের বুদ্ধিবোধাত্মতা স্বভাব থাকে না। সুতরাং দৃশ্যবর্গের দর্শন ও দৃশ্যবর্গের স্বরূপলাভ উভয়ই মিথ্যাজ্ঞানপ্রযুক্ত বলিয়া তাহা পারমার্থিক হইতে পারে না। এজন্য পাতঞ্জলদর্শন বা সাংখ্যদর্শনের সহিত বেদান্তদর্শনের কোনও বিরোধ নাই। পাতঞ্জলদর্শনের ব্যাসভাষ্যে কৈবল্য অবস্থাতেও সুখের সত্তা স্বীকার করা হইয়াছে। এই সুখ বিষয়সম্বন্ধজন্য হইতে পারে না বলিয়া প্রকারান্তরে আত্মারই সুখস্বরূপতা স্বীকার করা হইয়াছে। ৩-১৮ পাতঞ্জলসূত্রের ব্যাসভাষ্যে আবট্য-জৈগীষব্যসংবাদ বলা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, "ভগবান্

আবট্য উবাচ—যদিদমায়ুষ্মতঃ প্রধানবশিত্বমনুত্তমঞ্চ সন্তোষসুখং কিমিদমপি দুঃখপক্ষে নিঃক্ষিপ্তম্? ভগবান্ জৈগীষব্য উবাচ—বিষয়সুখাপেক্ষয়ৈব ইদমনুত্তমং সন্তোষসুখমুক্তম্, কৈবল্যসুখাপেক্ষয়া দুঃখমেব।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, এক সময়ে আবট্য যোগাচার্য্য ভগবান্ জৈগীষব্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনার বুদ্ধিসত্ত্ব কোনও অবস্থাতেই অভিভূত হয় না। এজন্য আপনি বিগত দশ মহাসর্গে নারকতির্য্যগাদি যোনিতে উৎপত্তি লাভ করিয়া যে সমস্ত দুঃখ অনুভব করিয়াছেন এবং দেবমনুষ্যাদিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া যাহা যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহাতে আপনার এই সমস্ত অতীত জীবনে সুখ ও দুঃখের মধ্যে কোন্‌টি অধিক উপলব্ধ করিয়াছেন? এতদুত্তরে ভগবান্ জৈগীষব্য বলিয়াছিলেন, আমার বুদ্ধিসত্ত্ব কোনও অবস্থায়ই অভিভূত হয় না বলিয়া বিগত দশ মহাসর্গে নানা যোনিতে উৎপন্ন হইয়া যাহা কিছু অনুভব করিয়াছি, সেই সমস্তই দুঃখ অর্থাৎ কেবল দুঃখই অনুভব করিয়াছি। ততঃপর আবট্য জৈগীষব্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে আপনি প্রধানবশিত্ব লাভ করিয়া অনুত্তম সন্তোষসুখ ভোগ করিতেছেন। আপনি কি এই সুখকেও দুঃখ বলিয়া মনে করেন? তদুত্তরে জৈগীষব্য বলিয়াছিলেন, বিষয়সুখকে অপেক্ষা করিয়াই প্রধানবশিত্বনিবন্ধন সন্তোষসুখকে অনুত্তম বলা হয়; কিন্তু কৈবল্যসুখাপেক্ষা এই সন্তোষসুখও দুঃখই বটে। এই সমস্ত উক্তি হইতে কৈবল্যসুখের অনুত্তমতা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা অবগত হওয়া যায়। যাঁহারা মনে করেন, পাতঞ্জলদর্শনে মোক্ষে সুখসত্তা স্বীকার করা হয় নাই, তাঁহারা ব্যাসভাষ্যের এই আবট্য-জৈগীষব্যসংবাদ নিপুণভাবে পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। মোক্ষে সুখসত্তাস্বীকারে আপত্তির কারণ আমরা ন্যায়দর্শনের বাৎস্যায়নভাষ্যে আলোচনাপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলিয়াছি। সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে মোক্ষে সুখের সত্তা প্রতিপাদিত হইলেও যাঁহারা মোক্ষে সুখ স্বীকার করেন না, তাহার কারণ বলাই হইয়াছে। মোক্ষে সুখসত্তা স্বীকার করায় পাতঞ্জলদর্শনের সহিত বেদান্তদর্শনের অবিরোধ প্রতিপাদিত হইল।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে ৩০০ শত অধ্যায়ে সাংখ্য ও যোগের বৈশিষ্ট্য বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, "সাংখ্যে যোগে চ মে তাত! বিশেষং বক্তুমর্হসি। তব ধর্ম্মজ্ঞ! সর্ব্বং হি বিদিতং কুরুসত্তম!।। ভীষ্ম উবাচ—সাংখ্যাঃ সাংখ্যং প্রশংসন্তি যোগা যোগং দ্বিজাতয়ঃ। বদন্তি কারণং শ্রেষ্ঠং স্বপক্ষোদ্ভাবনায় বৈ।।" এই প্রকরণে নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন যে, এই অধ্যায়ের পূর্ব্বাধ্যায়ে "সদ্ভাবঃ সত্যমুচ্যতে" অর্থাৎ সত্তামাত্রই অবাধ্য বলিয়া সত্য এবং সন্মাত্রেতর বস্তু বাধ্য বলিয়া অসত্য। আর তাহা হইলে প্রকৃতির পরমার্থতাবাদী যোগিগণের মতে প্রকৃতিও অসত্যই হইয়া পড়ে, এইজন্য সাংখ্যযোগসিদ্ধান্তে বিরোধ

দর্শন করিয়া সন্দিহান হইয়া যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! সাংখ্য ও যোগের বিশেষ কি তাহা আমাকে বলুন। এস্থলে নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ঐকাত্ম্যজ্ঞানই সাংখ্য—ইহাই এস্থলে অর্থ। কিন্তু কপিলপ্রণীত ষষ্টিতন্ত্র এস্থলে সাংখ্যপদগ্রাহ্য নহে। কারণ মহাভারতে সাংখ্যমতে জগদন্তরাত্মা ব্রহ্মেই সমস্ত বস্তুর লয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর ষষ্টিতন্ত্রে প্রধানেই সমস্ত বস্তুর লয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। যোগমতে জীবের নানাত্ব ও জীব-ঈশ্বরের ভেদ স্বীকার করা হয়। অনীশ্বর জীব আদি গুরু ব্যতীত মুক্তিলাভ করিতে পারে না বলিয়া এইমতে তটস্থ ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে। এই ঈশ্বর উদাসীন হইয়াও অয়স্কান্ত মণির মত প্রধানের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকেন এবং ঈশ্বরই মোক্ষপ্রদাতা হইয়া থাকেন। ইহাই যোগপক্ষে যুক্তি। সাংখ্যপক্ষে যুক্তি এই যে, যেমন স্বতঃশুদ্ধ স্ফটিক জবাকুসুমসান্নিধ্যপ্রযুক্ত রক্তবর্ণ হইয়া থাকে, এই রক্তবর্ণ স্ফটিকে অবিদ্যাপ্রাবল্য-প্রযুক্ত স্ফটিকাংশে ধী-র প্রমোষবশতঃ তাহাই পদ্মরাগমণিরূপে প্রতিভাত হয়, আবার এই পদ্মরাগই চন্দ্রকিরণে ইন্দ্রনীলরূপে প্রতিভাত হয়, এইরূপ অধ্যাস-পরম্পরার মত স্বতঃশুদ্ধ চিদাত্মাই মায়াযোগবশতঃ ঈশ্বর। অবিদ্যাপ্রাবল্য-প্রযুক্ত এই ঈশ্বরে ব্রহ্মধী-র প্রমোষ হইয়া এই ঈশ্বরই সূত্রাত্মারূপে, আরও অবিদ্যার প্রাবল্যে এই সূত্রাত্মাই বিরাটরূপে এবং অবিদ্যার অতিপ্রাবল্যে ব্যষ্টি-দেহাভিমানী বিশ্বরূপে প্রতিভাত হয়। এই বিশ্বই আবার প্রত্যক্‌প্রবণ হইয়া গুরূক্ত যুক্তিদ্বারা সর্ব্বতোভাবে দেহাধ্যাস নিবৃত্ত করিয়া সর্ব্বাত্মবিরাট্‌ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ততঃপর অবিদ্যার তনুত্বনিবন্ধন সূত্রাত্মভাব, ততঃপর ঈশ্বরাত্মভাব এবং মায়ার বিনাশে শুদ্ধচিন্মাত্ররূপে অবস্থিত হয়। এইরূপে সর্ব্বতোভাবে অধ্যাসের নিবৃত্তিতে স্ফটিকের মত নিরুপাধি হইয়া প্রত্যক্‌রূপে প্রকাশমান হয়। আত্মার এই বিশুদ্ধ চিদ্রূপতা অনুভববলেই সিদ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া পাতঞ্জলের মত তটস্থ ঈশ্বর স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। এই অধ্যায়ে মূল মহাভারতে ও তাহার নীলকণ্ঠটীকায় সাংখ্যমত সম্পূর্ণভাবে অদ্বৈতমত বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে যোগের মহিমাও অসাধারণ বলা হইয়াছে, "আত্মনাঞ্চ সহস্রাণি বহূনি ভরতর্ষভ। যোগী কুর্য্যাদ্বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্ব্বৈর্মহীং চরেৎ।। (২৬ শ্লোক)। প্রাপ্নুয়াদ্‌ বিষয়ং কশ্চিৎ পুনশ্চোগ্রং তপশ্চরেৎ। সংক্ষিপেচ্চ পুনস্তাত সূর্য্যস্তেজোগণানিব।।" (২৭ শ্লোক) মোক্ষধর্ম্মে অন্যান্য অধ্যায়েও সাংখ্য- ও যোগ-সম্বন্ধে বহু কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা প্রচলিত সাংখ্য ও যোগরীতির সহিত এক নহে। মহাভারতে যে সাংখ্য ও যোগের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ প্রভৃতি আচার্য্যগণের নাম আছে। এ সমস্ত আচার্য্যগণের প্রণীত কোন গ্রন্থ বর্ত্তমান সময়ে উপলব্ধ হয় না। এজন্য মনে হয়, মহাভারতে যে সাংখ্যমত বর্ণিত

হইয়াছে, তাহা অতি সুপ্রাচীন। এইরূপ যোগদর্শনেরও প্রাচীন প্রবক্তা হিরণ্যগর্ভ। এই কথাই মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মে বলা হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা প্রচলিত সাংখ্য ও পাতঞ্জলের গ্রন্থ অনুসারেই শ্রৌত বেদান্তমতের সহিত অবিরোধ প্রদর্শন করিলাম।

সাংখ্যপাতঞ্জলের সমালোচনা সমাপ্ত।

বেদান্তদর্শনের আলোচনা

(ব্রহ্মপরিণামবাদ)

বাদরায়ণাচার্য্য-প্রণীত ব্রহ্মসূত্রের অনেক প্রকার ভাষ্য বিরচিত হইয়াছে। এই ভাষ্য বহুবিধ হইলেও ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তিকার অতি প্রাচীন উপবর্ষাচার্য্য ব্রহ্মপরিণামবাদ অবলম্বন করিয়া বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। এই ভগবান্ উপবর্ষের সংবাদ শাঙ্করভাষ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। "একে আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ" (৩-৩-৫৩)। এই অধিকরণের ভাষ্যে ভাষ্যকার চার্ব্বাকমত প্রত্যাখ্যান করিয়া দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। ততঃপর ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "ইত এব চাকৃষ্য আচার্য্যেণ শবরস্বামিনা প্রমাণলক্ষণে বর্ণিতম্" (৮৫০ পৃঃ, শাঙ্করভাষ্য, বোম্বে সং.)। জৈমিনিসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদে ভাষ্যকার শবরস্বামী যে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন, তাহা এই ব্রহ্মসূত্রের এই অধিকরণ অবলম্বন করিয়াই করিয়াছেন। কারণ সূত্রকার জৈমিনি দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রতিপাদক কোনও সূত্র প্রণয়ন করেন নাই। ততঃপর শাঙ্করভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, "অত এব চ ভগবতা উপবর্ষেণ প্রথমে তন্ত্রে আত্মাস্তিত্বাভিধানপ্রসক্তৌ শারীরকে বক্ষ্যাম ইত্যুদ্ধারঃ কৃতঃ।" ভগবান্ উপবর্ষ পূর্ব্বোত্তর মীমাংসার বৃত্তিকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভগবান্ উপবর্ষ পাণিনিরও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ঐতিহাসিকগণ বলেন। জৈমিনিসূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বের অভিধানপ্রসক্তিতে উপবর্ষ শবরস্বামীর মত ব্রহ্মসূত্র অবলম্বন করিয়া ঐরূপ প্রতিপাদন করেন নাই। কিন্তু উপবর্ষ বলিয়াছেন, দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব শারীরকসূত্রের ব্যাখ্যাতে আলোচনা করিব। শবরস্বামী যেমন এই শারীরকসূত্রটির অপকর্ষণ করিয়া জৈমিনির প্রমাণলক্ষণে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন ;

সেইরূপ বৃত্তিকার উপবর্ষ পূর্ব্বতন্ত্রের ব্যাখ্যাতে উত্তরতন্ত্রের অপকর্ষ করেন নাই। আর ইহাই শাংকরভাষ্যে বলা হইয়াছে, "ইত্যুদ্ধারঃ কৃতঃ। অর্থাৎ অপকর্ষনিবৃত্তিঃ কৃতা।"

মীমাংসাভাষ্যকার শবরস্বামী যে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহারই ব্যাখ্যাপ্রসংগে ভট্টপাদ কুমারিল "ইত্যাহ নাস্তিক্য-নিরাকরিষ্ণুরাত্মাস্তিতাং ভাষ্যকৃদত্র যুক্ত্যা। দৃঢ়ত্বমেতদ্ বিষয়স্তু বোধঃ প্রয়াতি বেদান্তনিষেবণেন।।"—এইরূপ বলিয়াছেন। ভট্টপাদের মতের আলোচনা-প্রসংগে আমরা এই কারিকা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। যাহা হউক, ভগবান্ উপবর্ষ ব্রহ্মপরিণামবাদী ছিলেন। ব্রহ্মসূত্রের ২-১-১৪ সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার শংকরাচার্য্য সূত্রের ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়া "ননু অনেকাত্মকং ব্রহ্ম, যথা বৃক্ষোঽনেকশাখঃ, এবমনেকশক্তিযুক্তং ব্রহ্ম। অত একত্বং নানাত্বঞ্চ উভয়মপি সত্যমেব" (৪৫৬ পৃঃ, বোম্বে সং.) এইরূপে অনেকান্তবাদী ব্রহ্মপরিণামবাদি-গণের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। এই ব্রহ্মপরিণামবাদ অতি প্রাচীন। ভর্তৃপ্রপঞ্চ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ এই মতের পরিপোষক ছিলেন। সর্ব্বশেষে ভগবদ্ভাস্কর শংকরাচার্য্যের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী কালে আবির্ভূত হইয়া শংকরাচার্য্যপ্রদর্শিত ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক ব্রহ্মপরিণামবাদ স্থাপন করেন। ভগবদ্ভাস্কর ভামতীকার ও বিবরণকারের পূর্ব্বভাবী ছিলেন। এজন্য ভামতীকার ও বিবরণকার উভয়েই ভগবদ্ভাস্করের মত খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা কেহই ভগবদ্ভাস্করের নাম উল্লেখ করেন নাই। ভামতীকারের খণ্ডনে বিক্ষুব্ধ হইয়া ভগবদ্ভাস্করের মতানুবর্ত্তী কেশব ভামতীর খণ্ডন করিয়া ভগবদ্ভাস্করীয় ভাষ্যের উৎকর্ষ দেখাইতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। অতঃপর কল্পতরুকার অমলানন্দ সম্পূর্ণরূপে কেশবের মত নিরসন-পূর্ব্বক ভামতীমতের উৎকর্ষ দেখাইয়াছিলেন। কল্পতরুকারের পরে আর কেহ ভাস্করীয় মতের সমর্থনে প্রবৃত্ত হন নাই। এজন্য কল্পতরু-গ্রন্থে বহু স্থানে ভাস্কর ও কেশবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ভাস্করের নাম কল্পতরু-গ্রন্থের ১৭৮, ৪২২, ৫৮৯, ৫৮৮ প্রভৃতি পৃষ্ঠাতে আছে। এইরূপ কেশবের নামও ৪২০, ৫৮৯, ৬৪৮ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় আছে (বোম্বে সং.)।

ভগবদ্ভাস্কর তাঁহার ভাষ্যগ্রন্থের প্রারম্ভেই এইরূপ প্রতিজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, "সূত্রাভিপ্রায়সংবৃত্ত্যা স্বাভিপ্রায়প্রকাশনাৎ। ব্যাখ্যাতং যৈরিদং শাস্ত্রং ব্যাখ্যেয়ং তন্নিবৃত্তয়ে।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, যাঁহারা সূত্রের স্বারসিক অভিপ্রায় প্রচ্ছাদন করিয়া স্বগত অভিপ্রায় সূত্রে আরোপণ করিয়া এই শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যা খণ্ডনের জন্য আমি এই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিব। এই উক্তিদ্বারা ভগবদ্ভাস্কর ব্রহ্মসূত্রের শাংকরভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এইরূপ বলিয়াছেন বুঝা যায়। ভগবদ্ভাস্কর মনে করিয়াছিলেন—

ব্রহ্মপরিণামবাদেই ব্রহ্মসূত্রকারের তাৎপর্য্য। এজন্য তিনি "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (১-৪-২৬), "যোনিশ্চ হি গীয়তে" (১-৪-২৭) এই দুইটি সূত্র ব্রহ্মপরিণামবাদের সমর্থক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উদাহৃত প্রথম সূত্রের ভাষ্যে ভাস্কর বলিয়াছেন, "সূত্রকারঃ শ্রুত্যনুকারী, পরিণামপক্ষং সূত্রয়াম্বভূব। অয়মেব ছান্দোগ্যবাক্যকারবৃত্তিকারাভ্যাং সম্প্রদায়তঃ সমাশ্রিতঃ। তথাচ বাক্যং পরিণামস্তু স্যাৎ দধ্যাদিবদিতি। বিগীতং বিচ্ছিন্নমূলং মাহাজানিক-বৌদ্ধগাথিতং মায়াবাদং ব্যাবর্ণয়ন্তো লোকান্ ব্যামোহয়ন্তি।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" এই সূত্র রচনা করিয়া শ্রুত্যনুসারী সূত্রকার ব্রহ্মপরিণাম পক্ষই সূচিত করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের বাক্যকার ও বৃত্তিকার সম্প্রদায়ানুসারে প্রাপ্ত ব্রহ্মপরিণামবাদই সমাশ্রয় করিয়াছিলেন। বাক্যকারও বলিয়াছেন, জগৎ প্রপঞ্চও দধ্যাদি যেমন দুগ্ধাদির পরিণাম, এরূপ ব্রহ্মের পরিণাম। আর যে শাংকরভাষ্য, তাহা শিষ্টজনদ্বারা নিন্দিত, বিচ্ছিন্ন-মূল, মাহাজানিক বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্তগন্ধি মায়াবাদ বিবৃত করিয়া লোকসমূহকে বিমুগ্ধ করিয়া থাকে (ভগবদ্ভাস্করভাষ্য, ৮৫ পৃঃ, চৌখাম্বা সং.)।

এই ভাস্করোক্তির প্রতিবাদের জন্য উক্ত দুই সূত্রের কল্পতরু-টীকাতে অমলানন্দ বলিয়াছেন, "ভাস্করস্তু ইহ বভ্রাম, যোনিরিতি পরিণামাদিতি চ সূত্রনির্দ্দেশাৎ ছান্দোগ্যবাক্যকারেণ ব্রহ্মনন্দিনা পরিণামস্তু স্যাদিত্যভিধানাচ্চ পরিণামবাদো বৃদ্ধসম্মত ইতি, তং প্রতিবোধয়তি—ইয়ঞ্চেতি।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, যোনি-শব্দ ও পরিণাম-শব্দের নির্দ্দেশ সূত্রে আছে বলিয়া এবং ছান্দোগ্যবাক্যকার ব্রহ্মনন্দী "পরিণামস্তু স্যাৎ" এইরূপ বলায় ব্রহ্মপরিণাম-বাদই বৃদ্ধসম্মত—এইরূপ ভ্রান্তি এস্থলে ভাস্করের হইয়াছে। ভাস্করের ভ্রান্তি প্রতিবোধনের জন্য ভামতীকার বলিয়াছেন, "ইয়ঞ্চোপাদানপরিণামাদি-ভাষা ন বিকারাভিপ্রায়েণ, অপি তু যথা সর্পস্যোপাদানং রজ্জুঃ, এবং ব্রহ্ম জগদুপাদানং দ্রষ্টব্যম্। ন খলু নিত্যস্য নিষ্কলস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মনা একদেশেন বা পরিণামঃ সম্ভবতি। নিত্যত্বাদেকদেশত্বাদিত্যুক্তম্" (৪২৯ পৃঃ, বোম্বে সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, সূত্রে যে উপাদান, পরিণামাদি শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা বিকারাভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হয় নাই। কিন্তু যেমন সর্পের উপাদান রজ্জু, এইরূপ ব্রহ্ম জগতের উপাদান, ইহাই বুঝিতে হইবে। কারণ নিত্য নিরবয়ব ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে বা একদেশে পরিণাম সম্ভাবিত নহে। কারণ ব্রহ্ম নিত্য ও নিরবয়ব। ততঃপর কল্পতরুকার বলিয়াছেন, "ব্রহ্মনন্দিনা হি নাসতোঽনিষ্পাদ্যত্বাৎ প্রবৃত্ত্যানর্থক্যন্তু সত্ত্বাবিশেষাৎ—ইতি সদসৎপক্ষ-প্রতিক্ষেপেণ পূর্ব্বপক্ষমাদর্শ্য ন সম্ব্যবহারমাত্রত্বাৎ—ইতি অনির্ব্বচনীয়তা সিদ্ধান্তিতা। অতঃ পরিণামস্ত্বিতি মিথ্যাপরিণামাভিপ্রায়ং সূত্রন্তু এতদভি-প্রায়মেবেত্যর্থঃ" (৪২৯ পৃঃ, বোম্বে সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে,

কল্পতরুকার ছান্দোগ্যবাক্যকার ব্রহ্মনন্দীর সমগ্র বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাহার অভিপ্রায় প্রদর্শনপূর্ব্বক ভাস্করের ভ্রম নিরাকরণ করিতেছেন, ব্রহ্মনন্দী বলিয়াছেন, যাহা উৎপাদ্য হইবে তাহা অসৎ অথবা সৎ? অসৎ হইতে পারে না, কারণ অসৎ অনিষ্পাদ্য অর্থাৎ নিষ্পাদনের অযোগ্য। আর উৎপাদ্য বস্তু সৎও হইতে পারে না, কারণ সদ্বস্তুর উৎপাদনে প্রবৃত্তিই বৃথা হইবে। বিদ্যমান বস্তুর উৎপাদনে প্রয়াস বৃথাই হইয়া থাকে। এইরূপে উৎপাদ্য বস্তুর সৎ ও অসৎ পক্ষ নিরাকরণ করিয়া উৎপাদ্য বস্তুর সদসদ্বৈলক্ষণ্য প্রদর্শনের জন্য বলিয়াছেন, উৎপাদ্য বস্তু সদসদ্বিলক্ষণ হইলেও তাহার সংব্যবহারমাত্র হইয়া থাকে। এইরূপে কার্য্যবস্তুর অনির্ব্বচনীয়তাই ব্রহ্মনন্দী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এজন্য ব্রহ্মনন্দী "পরিণামস্তু স্যাৎ" এইরূপ যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ—মিথ্যা পরিণাম। সূত্রে পরিণাম-শব্দের অভিপ্রায়ও মিথ্যা পরিণামই বটে।

এস্থলে বিশেষ বিবেচনার বিষয় এই যে, ভগবদ্ভাস্করাচার্য্য যে ব্রহ্মনন্দীর বাক্যগুলি দেখেন নাই তাহা নহে। আর বাক্যগুলি দেখিয়াও যে ভগবদ্ভাস্কর ব্রহ্মনন্দীর আশয় বুঝিতে পারেন নাই তাহাও নহে ; তথাপি ভগবদ্ভাস্কর এরূপ বলিলেন কেন? ইহার উত্তর এই হইতে পারে যে, ভগবদ্ভাস্কর ব্রহ্মোপাসনার অধিকারিগণের প্রতি করুণাপরায়ণ হইয়াই উপাস্য ব্রহ্মের সগুণ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্রসমূহের তাৎপর্য্য সগুণ ব্রহ্মে প্রদর্শন করিয়াছেন। মনুসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লূকভট্ট এই ভাস্করের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়াই মনুসংহিতার অন্তর্গত অধ্যাত্মবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মনুর টীকাকার ভাস্করের নাম উল্লেখ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাস্করীয় ভাষ্য স্বীয় টীকাতে শ্রদ্ধার সহিত উদ্ধৃত করিয়াছেন। কুল্লূকভট্ট তাঁহার টীকাতে নিজেকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন (মনুসংহিতা, ৬ ও ৮ পৃঃ, নির্ণয় সং.)। ব্রহ্মসূত্রসমূহ সগুণ ব্রহ্মেরও প্রতিপাদক। নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বে অনধিকারিগণকে নিবৃত্ত করিবার জন্যই নির্গুণ তত্ত্বের খণ্ডনও ভাস্করীয় ভাষ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে অনধিকারী পুরুষের নিবৃত্তির জন্য চতুর্থাশ্রমের বহু নিন্দা করা হইয়াছে। এইরূপ ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ প্রভৃতি আচার্য্যগণ জগতের সত্যত্ব প্রতিপাদনের জন্য বৃহদারণ্যকভাষ্যে ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈতরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহারও অভিপ্রায় পূর্ব্বোক্তরূপই বুঝিতে হইবে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রাচীন ভাষ্যকার ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের ভাষ্য এখন আর পাওয়া যায় না। ভগবৎপাদীয় ভাষ্যের নানা স্থানে ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ভগবৎপাদ ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের নাম উল্লেখ করেন নাই। বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে উদ্ধৃত মত ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের বলিয়াছেন। তদনুসারে আনন্দগিরির ভাষ্য-ব্যাখ্যাতেও ঐ উদ্ধৃত মতগুলি ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভগবৎপাদীয় ভাষ্যের প্রায় ৯-১০টি স্থানে ভর্তৃপ্রপঞ্চের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ভগবৎপাদীয় ভাষ্যে উদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতে ভর্তৃ-প্রপঞ্চের দার্শনিক মতের পরিচয় পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যকের পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণের প্রারম্ভে "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্" এই মন্ত্রের ভাষ্যে ভগবৎপাদ এই মন্ত্রের ভর্তৃপ্রপঞ্চকৃত ব্যাখ্যাটি দেখাইয়াছেন। ভর্তৃপ্রপঞ্চ বলিয়াছেন, শ্রুতি যে সামান্যভাবে ব্রহ্মকে অদ্বিতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রলয় অবস্থাতে ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ইহাই বুঝিতে হইবে। আর সৃষ্টিপ্রতিপাদক বিশেষ শাস্ত্র সামান্য শাস্ত্রের বাধক বলিয়া সৃষ্টিদশাতে ব্রহ্ম সদ্বিতীয়। সুতরাং কালভেদে ব্রহ্ম দ্বৈতাদ্বৈতরূপ। এই দ্বৈতাদ্বৈত ব্রহ্মই সমস্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য। "পূর্ণমদঃ" মন্ত্রটিও সংক্ষেপে এই দ্বৈতাদ্বৈত ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক। কারণ ও কার্য্য উভয়ই পরমার্থ সত্য। পূর্ণ কারণ হইতে পূর্ণ কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ যেমন পূর্ণ পরমার্থ সত্য, উৎপত্তিকালে কার্য্যও সেইরূপ পূর্ণ পরমার্থ সত্য। কার্য্য উৎপত্তিকালে যেমন পরমার্থ সত্য, কার্য্য স্থিতি-কালেও সেইরূপ পূর্ণ পরমার্থ সত্য। সৃষ্টি ও স্থিতি এই উভয় সময়েই দ্বৈতরূপ কার্য্য পূর্ণ পরমার্থ সত্য। প্রলয়কালেও পূর্ণ কারণ বস্তু পূর্ণ পরমার্থ সত্য কার্য্যের পূর্ণতা আপনাতে স্থাপন করিয়া পূর্ণ পরমার্থ সত্য কারণরূপে অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে উক্ত মন্ত্র সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়—এই কালত্রয়েই কার্য্য ও কারণের পূর্ণতা অর্থাৎ পরমার্থ সত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। পূর্ণতা একটি হইলেও একই পূর্ণতার কার্য্যে ও কারণে ভিন্নরূপে উল্লেখমাত্র করা হইয়াছে। আর তাহাতে একই ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈতাত্মক রূপ সিদ্ধ হইয়াছে। কার্য্য ও কারণ দুইটিই পূর্ণ বলাতে ব্রহ্মের অদ্বৈত রূপের ব্যাঘাত হয় নাই। যেহেতু পূর্ণতা একটি; দুইটি নহে। কার্য্য ও কারণে একটি পূর্ণতার উল্লেখ করাতেই দ্বৈতাদ্বৈত ব্রহ্ম সিদ্ধ হইয়াছে। ফলতঃ একই ব্রহ্ম অনেকাত্মক ইহাই সিদ্ধ হয়। একই বস্তু অনেকাত্মক—ইহা বিরুদ্ধ নহে। যেমন একই সমুদ্র-জলতরঙ্গ, ফেন, বুদ্‌বুদাদিরূপে অনেকাত্মক হইয়া থাকে। সমুদ্রজল যেমন সত্য, সেইরূপ সমুদ্রজল হইতে উৎপন্ন তরঙ্গাদিও সত্য এবং সমুদ্রেরই আত্মভূত। আবির্ভাব-তিরোভাব ধর্ম্মবিশিষ্ট তরঙ্গাদি সমুদ্র-জল হইতে পৃথক্ নহে। এবং আবির্ভাব-তিরোভাব ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়াও তরঙ্গাদি পরমার্থ সত্যই বটে। এইরূপ সমুদ্রের তরঙ্গাদিস্থানীয় সমস্ত দ্বৈতরাশি পরমার্থ সত্যই বটে। আর পরব্রহ্ম সমুদ্রজলস্থানীয়। এইরূপে দ্বৈতরাশিও পরমার্থ সত্য বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডপ্রতিপাদক বেদভাগেরও প্রামাণ্য রক্ষিত হইল।

যদি বলা যায়, দ্বৈতরাশি সত্য নহে, তাহা অবিদ্যাকৃত। যেমন মরু-মরীচিকা মিথ্যা, এইরূপ দ্বৈতও মিথ্যা। কেবল অদ্বৈতই পরমার্থ সত্য। তাহা

হইলে কর্ম্মকান্ডপ্রতিপাদক বেদভাগ অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। যেহেতু বেদ মিথ্যা দ্বৈতপ্রতিপাদক। মিথ্যাপ্রতিপাদক শাস্ত্র নির্ব্বিষয় বলিয়া অপ্রমাণ। কর্ম্মকান্ডপ্রতিপাদক বেদভাগ অপ্রমাণ হইলে অধ্যয়নবিধির বিরোধ হইবে। অধ্যয়নবিধিদ্বারা কর্ম্ম ও জ্ঞান এই উভয় প্রতিপাদক বেদেরই অধ্যয়ন বিহিত হইয়াছে। বেদের একাংশ অপ্রমাণ হইলে তাহার অধ্যয়নই বিহিত হইতে পারে না। পরমার্থ সত্য অদ্বৈতের প্রতিপাদক বেদের একদেশ উপনিষৎ প্রমাণ ও মিথ্যা দ্বৈতরূপ কর্ম্মরাশির প্রতিপাদক বেদভাগ অপ্রমাণ—এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে বেদেই পরস্পর বিরোধ ঘটিবে। এই বিরোধ পরিহারের জন্য "পূর্ণমদঃ" এই মন্ত্রই কার্য্য ও কারণের সমুদ্রজলতরঙ্গ ন্যায়ে সত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর ইহাই "পূর্ণমদঃ" এই মন্ত্রের ভর্তৃপ্রপঞ্চ-কৃত ব্যাখ্যা। বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিকে সুরেশ্বরাচার্য্য এই ভর্তৃপ্রপঞ্চের মত আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

ভগবদ্ভাস্কর ও ভর্তৃপ্রপঞ্চের মত আলোচনা করিলে সুস্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়—ইঁহারা ব্রহ্মপরিণামবাদী ছিলেন। ব্রহ্মপরিণামবাদ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। শাঙ্করভাষ্যেও শ্রুত্যনুসারে প্রথমতঃ ভোক্ত্রাপত্তি অধিকরণে (২-১-১৩ ব্র.সূ.) প্রপঞ্চকে ব্রহ্মের পরিণামরূপে প্রদর্শন করিয়া আরম্ভণাধি-করণে (২-১-১৪ সূত্রে) প্রপঞ্চের পরিণামিত্ব নিষেধ করিয়া প্রপঞ্চের ব্রহ্ম-বিবর্ত্ততাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। উপসংহার অধিকরণে (২-১-২৪ সূত্রে) এবং কৃৎস্নপ্রসক্তি অধিকরণে (২-১-২৬ সূত্রে) প্রপঞ্চের ব্রহ্মপরিণামত্ববাদই সম্ভাবিত দোষ পরিহারপূর্ব্বক নির্দ্দোষরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। "তদনন্যত্বমা-রম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (২-১-১৪ সূত্রের) ভগবৎপাদীয় ভাষ্যের শেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ২-১-১৩ সূত্রে সূত্রকার পরিণামপ্রক্রিয়া আশ্রয় করিয়াছেন। এজন্য আকাশাদি প্রপঞ্চের প্রত্যাখ্যান করেন নাই। শাঙ্করভাষ্যে বলা হইয়াছে, অপ্রত্যাখ্যায়ৈব কার্য্যপ্রপঞ্চং পরিণামপ্রক্রিয়াঞ্চাশ্রয়তি, সগুণেষূপাসনেষু উপযোক্ষ্যত ইতি (ব্র. সূ. ২-১-১৪ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য)। জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার করিলে যে দোষের সম্ভাবনা হয়, পরিণামপ্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াই সূত্রকার তাহার উত্তর দিয়াছেন। সগুণব্রহ্মের উপাসনাতে পরিণাম-প্রক্রিয়ার আবশ্যকতা আছে বলিয়াই সূত্রকার পরিণামবাদ অবলম্বন করিয়াছেন। ভগবৎপাদীয় ভাষ্যানুসারেই সংক্ষেপশারীরককার সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি পরিণামবাদ যে বিবর্ত্তবাদের অনুকূল, তাহা অতিবিশদরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। সংক্ষেপশারীরককার বলিয়াছেন, আরম্ভবাদ, সঙ্ঘাতবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্ত-বাদ—এই চারি প্রকার বাদের যে-কোনও একটি বাদ অবলম্বন করিয়া বাদিগণ স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মসূত্রকার আরম্ভবাদ ও সঙ্ঘাতবাদ

পরিত্যাগ করিয়া পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ এই দুইটি বাদ স্বীয় সূত্রে সিদ্ধান্ত-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন,—

আরম্ভ-সংহতি-বিকার-বিবর্ত্তবাদানাশ্রিত্য বাদিজনতা খলু বাবদীতি।
আরম্ভ-সংহতিমতে পরিহৃত্য বাদৌ দ্বাবত্র সংগ্রহপদং নয়তে মুনীন্দ্রঃ।।

সংক্ষেপ ২-৫৭

ব্রহ্মসূত্রকার পরিণাম ও বিবর্ত্তবাদের মধ্যেও প্রথমে পরিণামবাদ অবলম্বন করিয়া "ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ" (২-১-১৩) ইত্যাদি সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম হইলে যে সমস্ত বিরোধের সম্ভাবনা হইতে পারে, সেই সমস্ত সম্ভাবিত বিরোধের পরিহারও পরিণামবাদ অবলম্বন করিয়াই দেখাইয়াছেন। পরিণামবাদ অবলম্বনে সূত্রকারের অভিপ্রায় এই যে, ব্যবহারের রক্ষাকল্পে ও কর্ম্মকাণ্ডের উপযোগী হিসাবে পরিণাম-বাদের আবশ্যকতা আছে—ইহাই প্রদর্শন করা। আর ইহাই সংক্ষেপশারীরকেও বলা হইয়াছে যে, "তত্রাপি পূর্ব্বমুপগম্য বিকারবাদং ভোক্ত্রাদিসূত্রমবতার্য বিরোধনুত্ত্যৈ। প্রাবর্ত্তত ব্যবহৃতেঃ পরিরক্ষণায় কর্ম্মাদিগোচরবিধাবুপযোগ-হেতোঃ।।" (সংক্ষেপশারীরক, ২-৫৮)। পরিণামবাদ প্রদর্শন করিয়া সূত্রকার স্বাভিমত বিবর্ত্তবাদ "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (২-১-১৪) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। পরিণাম প্রদর্শন না করিয়া বিবর্ত্ত বুঝান যায় না বলিয়াই সূত্রকার প্রথমতঃ ব্রহ্মের পরিণামরূপে প্রপঞ্চের নির্দ্দেশ করিয়া পরে ব্রহ্মের বিবর্ত্তরূপে প্রপঞ্চের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সপ্রপঞ্চরূপে ব্রহ্মের জ্ঞান না হইলে নিষ্প্রপঞ্চরূপে ব্রহ্মের জ্ঞান হইতে পারে না। ব্রহ্মপরিণামবাদ অবলম্বনে ব্রহ্ম সপ্রপঞ্চরূপে জ্ঞাত হইলে ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদ অবলম্বনে ব্রহ্ম নিষ্প্রপঞ্চরূপে জ্ঞাত হইয়া থাকেন। শ্রুতিও ব্রহ্মের সপ্রপঞ্চরূপ প্রদর্শন-পূর্ব্বক ব্রহ্মের নিষ্প্রপঞ্চরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন। সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত অসংগ ব্রহ্মতত্ত্ব কোনও প্রতীতিরই বিষয় হইতে পারে না। কারণ সমস্ত প্রতীতিই "ইহা এই প্রকার, ইহা অন্য প্রকার নহে" "এবম্প্রকারমিদম্ নান্য-প্রকারম্" এইরূপেই বস্তুকে বিষয় করিয়া থাকে। আরও কথা এই যে, যদি নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মতত্ত্ব অন্য প্রমাণদ্বারা নিরূপিত হইতে পারিত, তবে নিষ্প্রপঞ্চ-ব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদিনী শ্রুতি অনুবাদিনী হইয়া যাইত ও অপ্রমাণ হইয়া পড়িত। শ্রুতির আর অজ্ঞাতজ্ঞাপকতা থাকিত না। নির্ব্বিশেষ অসংগ ব্রহ্ম অত্যন্ত অপরিদৃষ্ট বস্তু। এজন্য তাদৃশ বস্তুতে কোনও পদেরই সংগতিগ্রহ হইতে পারে না। এজন্য তাদৃশ ব্রহ্ম অপদার্থ। আর যাহা অপদার্থ, তাহা পদার্থ-সংসর্গরূপবাক্যার্থের বিশেষণ বা বিশেষ্যরূপে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। তাদৃশ ব্রহ্মবস্তু সংসর্গরূপও নহে; এজন্য তাদৃশ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণদ্বারা সিদ্ধই

হইতে পারে না। এজন্য তাদৃশ ব্রহ্মপ্রতিপাদনের অন্য উপায় না থাকায় শ্রুতি প্রথমতঃ সমস্ত জগতের উপাদানরূপে অর্থাৎ নানারূপে পরিণত প্রপঞ্চের পরিণামী উপাদানরূপে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমস্ত সৃষ্টিশ্রুতিগুলি যে যে স্থলে ব্রহ্মকে কারণ বলিয়াছেন, সেই সেই স্থলে ব্রহ্ম বিবিধ প্রপঞ্চরূপে পরিণত হইয়াছেন, ইহাই মাত্র বুঝিতে পারা যায়। কারণ এক অসহায় ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি বলায় আরম্ভবাদ ও সংঘাতবাদের সম্ভাবনা হয় না। এই উভয়বাদেই এক অসহায় দ্রব্য দ্রব্যান্তরের আরম্ভক হইতে পারে না এবং সংহতও হইতে পারে না। এই উভয়বাদে কারণদ্রব্যের অনেকত্ব অপেক্ষিত এবং এক অসহায় ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি বলায় তৎকালে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব-সম্ভাবনার কোনও কারণ না থাকায় বিবর্ত্তবাদেরও প্রবেশ হইতে পারে না। এইরূপে সৃষ্টিশ্রুতিসমূহদ্বারা পরিণামবাদ অবলম্বনে সপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম নিরূপিত হইলে ব্রহ্মের সর্ব্বদা নিষ্প্রপঞ্চ স্বভাবপ্রতিপাদক "নেতি নেত্যাত্মা" "একমেবা-দ্বিতীয়ম্" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "নাত্র কাচন ভিদাস্তি" প্রভৃতি শ্রুতি, সৃষ্টিশ্রুতিদ্বারা প্রসক্ত প্রপঞ্চের ব্রহ্মরূপ উপাদানে নিষেধ করিয়া নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের নিরূপণ করিয়াছেন। আর এই কথাই ব্রহ্মসিদ্ধি-গ্রন্থে আচার্য্য মণ্ডনও বলিয়াছেন, "ভেদপ্রপঞ্চবিলয়দ্বারেণ চ নিরূপণাম্" (ব্রহ্মসিদ্ধি, ব্রহ্মকাণ্ড, ২ শ্লোক)।

স্বীয় উপাদানে প্রসক্ত প্রপঞ্চের সর্ব্বদা অভাবপ্রতিপাদনদ্বারা শ্রুতি প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বই প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর তাহাতে প্রপঞ্চ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত—ইহা সিদ্ধ হয়।

অতি প্রাচীন বেদান্তাচার্য্যগণও ইহাই বলিয়াছেন যে,

"অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যতে।
নান্যত্রকারণাৎ কার্য্যং নচেৎ তত্র ক্ব তদ্ভবেৎ।।"

সুতরাং পরিণামবাদপূর্ব্বকই বিবর্ত্তবাদের প্রবেশ হইয়া থাকে। এজন্য সংক্ষেপ-শারীরককার যে—"পরিণামবাদ বলার পরেই বিবর্ত্তবাদ বলিতে পারা যায়, পরিণামবাদ না বলিয়া বিবর্ত্তবাদ বলিতে পারা যায় না" এইরূপ বলিয়াছেন, তাহা ঠিকই বটে। "সাংখ্যাদিহাভিমতমেব বিবর্ত্তবাদমাহত্য সূত্রয়তি পূর্ব্বম-পেক্ষমাণঃ। আরম্ভণাদিবচনেন বিবর্ত্তবাদং শক্নোতি বক্তুমুদিতে পরিণামবাদে" (২-৫৯)। বিবর্ত্তবাদ অপেক্ষা পরিণামবাদ সহজে লোকে বুঝিতে পারে; কারণ পরিণামবাদে উপাদানের সহিত উপাদেয়ের ভেদাভেদ সিদ্ধ হয় বলিয়া লোকসিদ্ধ ভেদের নিষেধ করিতে হয় না। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সহিতও বিরোধ হয় না। অথচ ব্রহ্মপরিণামবাদে উপাদান ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বও কথঞ্চিৎ উপপাদন করা যায়। এজন্য ব্রহ্মসূত্রকার ব্রহ্মপরিণামবাদও স্বীকার করিয়াছেন।

মানুষ কোনও উচ্চ প্রাসাদে আরোহণ করিতে হইলে যেমন সোপানের নীচের ধাপে প্রথমে পা রাখিয়া ক্রমে উপরের ধাপে পা রাখে, এইরূপে ক্রমে প্রাসাদে আরোহণ করিয়া থাকে, কিন্তু নীচের ধাপে পা না রাখিয়া যেমন উপরের ধাপে পা রাখিতে পারে না, এইরূপ শাস্ত্রও কোনও সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রথমে স্থূল ও পরে সূক্ষ্ম তত্ত্বের প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। এইভাবে বলিলে মানুষ অনায়াসে বুঝিতে পারে। আর এইজন্যই ব্রহ্মসূত্রকার প্রথমতঃ পরিণামবাদ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মের সহিত জগতের কার্য্যকারণভাব "ভোক্ত্রা-পত্তেঃ" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা প্রতিপাদন করিয়া পরে আরম্ভণাধিকরণদ্বারা বিবর্ত্তবাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন। পরিণামবাদে ভেদের প্রসক্তি ও বিবর্ত্তবাদে প্রসক্ত ভেদের নিষেধ করা হইয়াছে। এজন্য পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদের পৌর্ব্বা-পর্য্যও মানিতে হইয়াছে। ভেদের প্রসক্তি না হইলে ভেদের নিষেধ করা সম্ভাবিত হইত না। সুতরাং ভেদপ্রসঞ্জক পরিণামবাদ বিবর্ত্তবাদের পূর্ব্বভাবীই হইবে। আর এই কথাই সংক্ষেপশারীরকে বলা হইয়াছে যে,

"আরুহ্য ভূমিমধরামিতরাধিরোঢুং শক্যেতি শাস্ত্রমপি কারণকার্য্যভাবম্।
উক্ত্বা পুরা পরিণতিপ্রতিপাদনেন সম্প্রত্যপোহতি বিকারমৃষাত্বসিদ্ধ্যৈ।।"
(২-৬০)।

যদিও বেদান্তে পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ এই উভয়বাদই গ্রহণ করা হইয়াছে, তথাপি পরিণামবাদ বিবর্ত্তবাদেরই পূর্ব্বভূমিস্বরূপ। অধিকারী পুরুষ পরিণামবাদে ব্যবস্থিত হইলে তাঁহার নিকটে বিবর্ত্তবাদ স্বতঃই সমাগত হইয়া থাকে। সংক্ষেপশারীরককারও বলিয়াছেন,

"বিবর্ত্তবাদস্য হি পূর্ব্বভূমির্বেদান্তবাদে পরিণামবাদঃ।
ব্যবস্থিতেঽস্মিন্ পরিণামবাদে স্বয়ং সমায়াতি বিবর্ত্তবাদঃ।।"
(২-৬১)।

আবার সংক্ষেপশারীরককার বলিয়াছেন,

যাহারা প্রপঞ্চবাসিতবুদ্ধি, তাহাদের নিকটে জগৎ ব্রহ্মপরিণাম বলিয়া প্রতি-ভাত হয়। আর সংসারবিরক্ত পুরুষের নিকট জগৎ ব্রহ্মবিবর্ত্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়। আর যাঁহারা পরিপক্বশ্রবণাদিদ্বারা স্থিরবুদ্ধি, তাঁহারা প্রপঞ্চকে ব্রহ্মের পরিণাম বা বিবর্ত্ত কিছুই দেখেন না। কিন্তু শুদ্ধ পরমপদমাত্রই তাঁহারা দর্শন করিয়া থাকেন।

"কৃপণধীঃ পরিণামমুদীক্ষতে ক্ষপিতকল্মষধীস্তু বিবর্ত্ততাম্।
স্থিরমতিঃ পুরুষঃ পুনরীক্ষতে ব্যপগতদ্বিতয়ং পরমং পদম্।।"
(২-৮৯)।

উপেয় ফললাভের জন্যই মানুষ যেমন পূর্ব্বে উপায়ের অনুষ্ঠান করে, শ্রুতি, সূত্রকারও সেইরূপ উপেয় বিবর্ত্তসিদ্ধির জন্যই উপায়পরিণাম পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছেন। সংক্ষেপশারীরকেও বলা হইয়াছে, "উপায়মাতিষ্ঠতি পূর্ব্বমুচ্চৈরুপেয়মাপ্তুং জনতা যথৈব। শ্রুতির্মুনীন্দ্রশ্চ বিবর্ত্তসিদ্ধ্যৈ বিকার-বাদং বদতস্তথৈব।" (২-৬২)।

সূত্র, ভগবৎপাদীয় ভাষ্য ও সংক্ষেপশারীরকের আলোচনাতে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল যে, ব্রহ্মপরিণামবাদ ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদের বিরোধী ত নহেই, প্রত্যুত ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদেরই অনুকূল। এজন্য ভর্তৃপ্রপঞ্চ, ভগবদ্ভাস্কর প্রভৃতি যে ব্রহ্মপরিণামবাদ সমর্থন করিয়াছেন, তাহাও ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদের অবিরোধী এবং ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদের অনুকূল।

শ্রীকণ্ঠভাষ্যের আলোচনা

(শৈবমত)

দক্ষিণী শৈবগণ শ্রীকণ্ঠভাষ্যে শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠভাষ্যের টীকাকার মহাশৈব অপ্পয়দীক্ষিত শিবার্কমণিদীপিকা নামে শ্রীকণ্ঠভাষ্যের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। অপ্পয়দীক্ষিত নিজেই তাঁহার টীকা-গ্রন্থের প্রারম্ভে এই শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ যে অদ্বৈতবাদেই পর্য্যবসিত হয় তাহা বলিয়াছেন এবং শ্রীকণ্ঠভাষ্যের তাৎপর্য্য আলোচনা করিয়া অপ্পয়দীক্ষিত অন্য গ্রন্থেও এই অদ্বৈতবাদেই যে শ্রীকণ্ঠভাষ্যের পর্য্যবসান তাহা দেখাইয়াছেন। অপ্পয়দীক্ষিত বলিয়াছেন, যদিও অদ্বৈতেই উপনিষৎসমূহের ও আগমসমূহের পরমতাৎপর্য্য এবং পুরাণসমূহ, স্মৃতিসমূহ ও মহাভারতাদি প্রবন্ধেরও অদ্বৈতেই পরম তাৎপর্য্য এবং বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ব্রহ্মসূত্র-সমূহও এই অদ্বৈতব্রহ্মেই বিশ্রান্ত হইয়াছে এবং প্রাচীন আচার্য্যরত্ন শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।—"যদ্যপ্যদ্বৈত এব শ্রুতিশিখরগিরামাগ-মানাঞ্চ নিষ্ঠা, সাকং সর্ব্বৈঃ পুরাণস্মৃতিনিকরমহাভারতাদিপ্রবন্ধৈঃ। তত্রৈব ব্রহ্মসূত্রাণ্যপি চ বিমৃশতাং ভান্তি বিশ্রান্তিমন্তি, প্রত্নৈরাচার্য্যরত্নৈরপি পরিজগৃহে শঙ্করাদ্যৈস্তদেব।"

ইতঃপর অপ্পয়দীক্ষিত বলিয়াছেন, অদ্বৈতব্রহ্মে সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হইলেও ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত মানুষের অদ্বৈতসিদ্ধান্তে শ্রদ্ধা আসিতে পারে না।

"তথাপ্যনুগ্রহাদেব তরুণেন্দুশিখামণেঃ।
অদ্বৈতবাসনা পুংসামাবির্ভবতি নান্যথা।।"

ততঃপর অপ্পয়দীক্ষিত বলিয়াছেন, ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলেও চিদ্রূপা ঐশ্বরী শক্তির সহিত ঈশ্বরকে যথাযথভাবে জানিয়া তাঁহার ধ্যানাদি করিলে তবেই ঈশ্বরানুগ্রহ লব্ধ হয়।—

"অনুগ্রহোঽপি দেবস্য শক্ত্যা চিদ্রূপয়া সহ।
যথাবত্তং পরিজ্ঞায় ধ্যায়দ্ভিঃ সমবাপ্যতে।।"

চিদ্রূপ শক্তিবিশিষ্ট মহেশ্বরকে যথাযথ অবগত হইবার জন্য তাদৃশ পরমেশ্বরে ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিবার জন্য ভাষ্যকার শৈবভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন,

"ইত্যেবং ব্রহ্মসূত্রাণাং তাৎপর্য্যং সগুণে শিবে।
প্রকটীকর্ত্তুমাচার্য্যঃ প্রণিন্যে ভাষ্যমুত্তমম্।।"

(শিবার্কমণিদীপিকাপ্রারম্ভ)

অপ্পয়দীক্ষিত শিবাদ্বৈতনির্ণয়-গ্রন্থে শিবাদ্বৈতমত যে শুদ্ধাদ্বৈতেই পর্য্যবসিত হয়—ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। "শ্রীকণ্ঠশিবাচার্য্যাঃ সিদ্ধান্তং নিজগদুঃ শিবাদ্বৈতং। তৎ কিং বিশিষ্টমভিহিতমবিশিষ্টং বেতি চিন্তয়ামোঽত্র।" (শিবাদ্বৈতনির্ণয়, প্রথম শ্লোক)। শৈবগণের শিবাদ্বৈতবাদ আপাতদৃষ্টিতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ হইলেও ইহা শুদ্ধাদ্বৈতবাদেই পর্যবসিত,—মাত্র ইহাই প্রতিপাদনের জন্য শিবাদ্বৈত-গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। শিবাদ্বৈতনির্ণয়ে বহু সূক্ষ্ম বিচারের অবতারণা থাকিলেও সেই গ্রন্থ হইতে অতি সামান্য অংশমাত্রের উল্লেখ করিব।

শ্রীকণ্ঠাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে চিৎশক্তি ও জড়শক্তি এই উভয়শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই বেদান্তপ্রতিপাদ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য বিশিষ্টাদ্বৈত পক্ষই শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের পরম সিদ্ধান্ত বলিয়া আপাততঃ মনে হইলেও বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে শুদ্ধাদ্বৈতপক্ষই আচার্য্যের পরম সিদ্ধান্ত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। শ্রীকণ্ঠাচার্য্য—"অনিয়মঃ সর্ব্বেষামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্" (ব্র. সূ. ৩-৩-৩২) এই সূত্রটির প্রথমতঃ বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ব্যাখ্যা করিয়া পরে শুদ্ধাদ্বৈতপক্ষেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সমস্ত ব্রহ্মোপাসকেরই কি মৃত্যুর পরে অর্চ্চিরাদি পথে গতি হইবে? অথবা যে যে ব্রহ্মোপাসনাতে শ্রুতি অর্চ্চিরাদি পথ বলিয়াছেন, মাত্র সেই উপাসকদিগেরই অর্চ্চিরাদি পথে গতি হইবে? এইরূপ সংশয় প্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বপক্ষে বলিয়াছেন যে, শ্রুতি যে যে উপাসনাতে অর্চ্চিরাদি পথ বলিয়াছেন, মাত্র সেই সেই উপাসনাতেই অর্চ্চিরাদি পথ বুঝিতে হইবে, সমস্ত ব্রহ্মোপাসকের অর্চ্চিরাদি পথে গতি হইবে না। কারণ শ্রুতি ব্রহ্মোপাসনা মাত্রেই অর্চ্চিরাদি পথ বলেন নাই। তাহার পরে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, না, তাহা নহে;

পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, উপকোশলবিদ্যা প্রভৃতি যে কয়টি উপাসনাতে অর্চ্চিরাদি গতি শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, মাত্র সেই কয়টি উপাসকেরই যে অর্চ্চিরাদি পথে গতি হইবে তাহা নহে ; কিন্তু সমস্ত ব্রহ্মোপাসনাতেই অর্চ্চিরাদি গতি লাভ হইবে। কারণ তাহা হইলেই "তদ্ য ইত্থং বিদুঃ" এই ছান্দোগ্যশ্রুতির ও "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্" এই গীতাবাক্যের সহিত অবিরোধ হইতে পারে। এই উদাহৃত শ্রুতি ও গীতা সাধারণভাবে সমস্ত উপাসকের জন্যই অর্চ্চিরাদি গতির নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ নির্গুণ অসঙ্গ ব্রহ্মস্বরূপ স্বীকার করেন না। ইঁহাদের মতে ব্রহ্মোপাসনার অর্থই সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা। সুতরাং সগুণ ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই অর্চ্চিরাদি গতি হইয়া থাকে—ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। এইরূপে স্বীয় সিদ্ধান্ত দেখাইয়া পরে আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ বলিতেছেন, অন্যেরা আবার এই ব্রহ্মসূত্রটির অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, সকল উপাসকই যে অর্চ্চিরাদি গতি লাভ করিবেন এইরূপ নিয়ম নাই। আর তাহা হইলেই ছান্দোগ্যশ্রুতি ও গীতাস্মৃতির সহিত অবিরোধ হয়। এইরূপে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকগণের অভিপ্রায় দেখাইয়া ভাষ্যকার পরে বলিতেছেন যে, এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতেও কোনও দোষ নাই। যেহেতু নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকদিগের গতির অপেক্ষা নাই। পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিদ্যমান বলিয়া নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকের উৎক্রান্তি ও দেশান্তর-গতির আবশ্যকতা নাই। "কেচিদাহুঃ অনিয়মঃ সর্ব্বেষামুপাসকানাম্ অর্চ্চিরাদি গতৌ নিয়মাভাবঃ। তথা সতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং অবিরোধ ইতি। তত্রাপি ন দোষঃ, নিরন্বয়োপাসকানাং তদপেক্ষাভাবাৎ।" (ব্র. সূ., শ্রীকণ্ঠভাষ্য, ৩-৩-৩২)।

ব্রহ্মসূত্রের ৪র্থ অধ্যায়ে "তদাপীতেঃ" (ব্র. সূ. ৪-২-৮) এই অধিকরণের শেষেও আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ পুনর্ব্বার নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকের উৎক্রান্তি ও দেশান্তর-গতি নাই—ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। শৈবসিদ্ধান্তানুসারে ভাষ্যকার শ্রীকণ্ঠ ব্রহ্মবিদ্‌গণের উৎক্রান্তি ও গতি প্রতিপাদন করিয়া পরে লিখিয়াছেন, অন্যেরা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকের শরীরপাতেই মুক্তি, অর্চ্চিরাদি গতি তাঁহাদের নাই—এরূপ বলেন।—"কেচিন্নিরন্বয়োপাসকানামিহ শরীরপাত এব মুক্তিরিতি অর্চ্চিরাদিগতিমনিয়তামাহুঃ" (ব্র. সূ. শ্রীকণ্ঠভাষ্য, ৪-২-৮-১৩ সূ.)। (শিবাদ্বৈতনির্ণয়, ২৯ পৃঃ)। এইরূপে ভঙ্গ্যান্তরে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের স্বীকার ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্‌গণের মোক্ষলাভের জন্য লোকান্তরগমনপ্রতিষেধ করিয়া শ্রীকণ্ঠাচার্য্য শুদ্ধাদ্বৈতমতের সহিত স্বীয় মতের অবিরোধ সূচনা করিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ৪-৩-১ ভাষ্যেও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্‌গণের অর্চ্চিরাদি গতি নাই ইহা মতান্তরোপন্যাসচ্ছলে বলিয়াছেন, "নিরন্বয়োপাসকানাং নার্চ্চিরাদিরিতি কেচিৎ" (ব্র. সূ. শ্রীকণ্ঠভাষ্য, ৪-৩-১)। যদিও আচার্য্য

শুদ্ধাদ্বৈতবাদিগণকে কেচিৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আর তাহাতে এরূপ আশংকা হইতে পারে যে, ইহা তাঁহার নিজের মত নহে, কিন্তু তাহা বলা যায় না; কারণ ভাষ্যকার শ্রীকণ্ঠ বহুস্থানে নিজের সিদ্ধান্ত মতকেও "কেচিৎ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যেমন আনন্দময়াধিকরণে স্বীয় সিদ্ধান্তই "কেচিদাহুঃ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশেষ কথা এই যে, আচার্য্য ভাষ্যরচনাকালে সগুণ বিদ্যানিষ্ঠ ছিলেন বলিয়াও নির্গুণ বিদ্যানিষ্ঠগণকে "কেচিৎ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকিবেন। এই কথাই শিবাদ্বৈতনির্ণয়ে অপ্পয়দীক্ষিত বলিয়াছেন, "ন চ কেচিদিত্যুপন্যাসাদনভিমতত্বং শংকনীয়ম্, স্বয়মিদানীং সগুণবিদ্যানিষ্ঠ ইতি দ্যোতনার্থত্বেন এতস্যা অন্যথাসিদ্ধতয়া ইত্যাদি" (শিবাদ্বৈতনির্ণয়, ৩৭ পৃঃ, ৩ পংক্তি)। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যা যে আচার্য্য শ্রীকণ্ঠের অভিপ্রেত, তাহা "প্রাণস্তথানুগমাৎ" (ব্র. সূ. ১-১-২৯) সূত্রের ভাষ্যে জীবব্রহ্মাভেদবিষয়িণী বিদ্যা স্বীকার করাতেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" (ব্র. সূ. ৪-১-৩) সূত্রের ভাষ্যেও ভাষ্যকার জীবব্রহ্মের ঐক্য সমর্থন করিয়াছেন। এইরূপ "বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ" (ব্র. সূ. ১-৪-৫) সূত্রের ভাষ্যেও জীবব্রহ্মের অভেদ ভাষ্যকার স্বীকার করিয়াছেন এবং জীব ও ব্রহ্মের অভেদেই শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য—ইহাও প্রকারান্তরে বলিয়াছেন। ব্রহ্মের চিৎশক্তি সকল প্রপঞ্চাকারে অবস্থিত বলিয়া চিৎশক্তির সহিত জীবাদি সমস্ত প্রপঞ্চের অভেদ—ইহা ভাষ্যকার বহু স্থলেই বলিয়াছেন এবং চিৎশক্তির সহিতও ব্রহ্মের অভেদ বলা হইয়াছে। আর তাহাতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে।

যদি বলা যায়—ভাষ্যকার যদি সমস্ত প্রপঞ্চের অন্তর্গত চেতনবর্গকে চিৎশক্তির সহিত অভেদ ও অচেতনবর্গকে চিৎশক্তির বিবর্ত্ত বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং এইভাবে সমস্ত প্রপঞ্চের সহিত চিৎশক্তির অভেদ দেখাইতেন, চিৎশক্তিকে সকল প্রপঞ্চাকার বলিতেন, তবে ভাষ্যকারের মতে শুদ্ধাদ্বৈত সিদ্ধ হইতে পারিত; কিন্তু ভাষ্যকার ত তাহা বলেন নাই। প্রত্যুত প্রকৃত্যধিকরণাদিতে চিৎশক্তি জড়প্রপঞ্চরূপে পরিণত হয় এই কথাই বলিয়াছেন। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, চিৎশক্তির পরিণামিত্বনিরূপণ বিবর্ত্তবাদের অনুকূলই হইবে, বিবর্ত্তবাদের প্রতিকূল নহে। পরিণামবাদ যে বিবর্ত্তবাদের অনুকূল, তাহা ইতঃপূর্ব্বে বিশদভাবে বলা হইয়াছে। প্রপঞ্চের পরিণামী উপাদানরূপে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিয়া শ্রুতি প্রপঞ্চের পরিণামী কারণ ব্রহ্ম, ইহাই দেখাইয়াছেন। আর তাঁহাতেই ব্রহ্মেই প্রপঞ্চের প্রসক্তি হইয়াছে। প্রপঞ্চোপাদান ব্রহ্মে প্রসক্ত প্রপঞ্চের নিষেধপ্রতিপাদনদ্বারা শ্রুতির প্রপঞ্চে ব্রহ্মবিবর্ত্ততাতেই চরম তাৎপর্য্য—ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। এজন্য ব্রহ্মের পরিণামিত্বে শ্রুতির অবান্তর তাৎপর্য্য ও বিবর্ত্ততাতে চরম তাৎপর্য্য গৃহীত হইয়া থাকে।

অদ্বৈতশাস্ত্র দ্বারা শৈব সিদ্ধান্তের সমর্থন

আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ স্বীয় ভাষ্যে পরিণামবাদ বিবৃত করিলেও তাহা বিবর্ত্তবাদের প্রতিকূল নহে। আরও কথা এই যে, ভাষ্যকার শ্রীকণ্ঠ "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদি প্রত্যক্ষ প্রপঞ্চের সত্যতাবিষয়ক নহে—ইহাই দেখাইবার জন্য উপাদান পরমার্থ সদ্বস্তুর সহিত ঘটাদি প্রপঞ্চের তাদাত্মাই উক্ত প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে—ইহা আরম্ভণাধিকরণেও বলিয়াছেন। আরম্ভণাধিকরণে ভাষ্যকার শ্রীকণ্ঠ "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদি প্রত্যক্ষ ঘটের সত্যতাবিষয়ক নহে; কিন্তু সদ্রূপ ব্রহ্মবিষয়ক—এইরূপ বলিয়াছেন। "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" (ব্র. সূ. ১-১-২৩) সূত্রের ভাষ্যে শ্রীকণ্ঠ বলিয়াছেন, প্রপঞ্চাকারে পরিণত চিচ্ছক্তি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। কিন্তু চিচ্ছক্তি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। এইরূপ দহরাধিকরণে (ব্র. সূ. ১-৩-১৩) এবং "সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ (ব্র. সূ. ১-২-১) অধিকরণে এবং আধ্যানাধিকরণের (ব্র. সূ. ৩-৩-১৪) ভাষ্যেও চিচ্ছক্তি যে ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অভিন্ন, শ্রীকণ্ঠ তাহার সমর্থন করিয়াছেন। পরমেশ্বরের চিচ্ছক্তি আছে এবং এই চিচ্ছক্তি পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন এবং অভিন্ন হইয়াও এই চিচ্ছক্তি পরমেশ্বরের ধর্ম্ম, যাহা শৈবসিদ্ধান্তে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপশরীরকাদি অদ্বৈতশাস্ত্রেও নিরূপিত হইয়াছে। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা জানা যায় যে, জড়রূপা ও অজড়রূপা বিবিধ প্রকার শক্তি ব্রহ্মের আছে। জড়াত্মিকা অবিদ্যাশক্তি অসদ্রূপা হইলেও চিচ্ছক্তি সত্য বলিয়া চিচ্ছক্তিযুক্ত ব্রহ্মও সত্য। আর এই চিচ্ছক্তির পরিণামই জগৎ—এইরূপ শৈবসিদ্ধান্তে স্বীকার করা হয়। পরমেশ্বরের চিচ্ছক্তি স্বতো বিকারবর্জ্জিতা চৈতন্যরূপা এবং জড়শক্তির মত অসত্য নহে। কিন্তু চৈতন্যরূপা বলিয়া তাহা সত্য। যেহেতু চৈতন্য বস্তুই সত্য। চিচ্ছক্তি কূটস্থরূপা হইলেও জড়শক্তি ও চিচ্ছক্তির সংসর্গবশতঃ জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কূটস্থ চিচ্ছক্তির স্বতো বিকার না হইলেও জড়শক্তিরই উপাধিবশতঃ ঔপাধিক বিকার চিচ্ছক্তির হইয়া থাকে। অর্থাৎ বিকারবতী জড়শক্তিরূপ উপাধিবশতঃ স্বতো বিকারহীন চিচ্ছক্তিও বিকারবতী বলিয়া প্রতীত হয়। এই কথা সংক্ষেপশরীরকে বলা হইয়াছে। "চিচ্ছক্তিঃ পরমেশ্বরস্য বিমলা চৈতন্যমেবোচ্যতে, সত্যেবাস্য জড়া পরা ভগবতঃ শক্তিস্ত্ববিদ্যোচ্যতে। সংসর্গাচ্চ মিথস্তয়োর্ভগবতঃ শক্ত্যোর্জগজ্জায়তেহসচ্ছক্ত্যা সবিকারয়া ভগবতশ্চিচ্ছক্তিরুদ্রিচ্যতে।।" (৩-২২৮)। এই শ্লোকে যে "উদ্রিচ্যতে" বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—বিকারভাবে উদ্রেক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ততঃপর সংক্ষেপশারীরককার বলিয়াছেন, শাস্ত্রে ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধালু শৈবগণ, যাঁহারা পূর্ব্বোক্তরূপ শৈবসিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই সিদ্ধান্ত পণ্ডিতগণও কোনও ভূমিকাতে সঙ্গতই মনে করেন ; কিন্তু আবার কোনও ভূমিকাতে এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলেন না। কর্ম্ম এবং উপাসনাভূমিতে ব্রহ্মপরিণামবাদরূপ শৈবসিদ্ধান্ত সঙ্গত হইলেও নির্গুণ-তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদবাক্য আলোচনা করিলে এই পরিণামবাদরূপ শৈবসিদ্ধান্ত সঙ্গত হয় না অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানভূমিতে পরিণামবাদ পণ্ডিতগণ গ্রহণ করেন না। আর এই কথাই সংক্ষেপশারীরকে বলা হইয়াছে, "ইত্যেবং কথয়ন্তি কেচিদপরে শ্রদ্ধালবস্তৎ পুনঃ, কস্যাঞ্চিদ্‌ভুবি সম্মতঞ্চ বিদুষাং নেষ্টং তু ভূম্যন্তরে। কর্ম্মোপাস্তিবিধানভূমিষু তথা তৎ সম্মতং নির্গুণে, তত্ত্বে তৎপরবেদবাক্যবিষয়েস্বালোচিতে নেষ্যতে।।" (৩-২২৯)।

আজকাল শৈবসিদ্ধান্তকে অদ্বৈতবাদবিরোধী বলিয়া প্রচার করিবার জন্য কেহ কেহ আগ্রহ প্রকাশ করিলেও শ্রীকণ্ঠভাষ্য ও সংক্ষেপশারীরক আলোচনা করিলে সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, শৈবসিদ্ধান্তের সহিত অদ্বৈত-সিদ্ধান্তের কোনও বিরোধ নাই। উভয় পক্ষই ভূমিকাবিশেষে উভয় পক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন।

বৈয়াকরণ ভর্ত্তৃহরির মতের আলোচনা

শব্দতত্ত্ববিৎ বৈয়াকরণগণ সমস্ত অর্থরাশিকে শব্দের বিবর্ত্ত বলিয়া প্রকারান্তরে অদ্বৈতবাদের বর্ণনা করিয়াছেন। এজন্য ইঁহারা শব্দব্রহ্মবাদী বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বিচার করিয়া দেখিলে শব্দব্রহ্মবাদ ও পরব্রহ্মবাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। ভগবান্ ভর্ত্তৃহরি তাহার প্রসিদ্ধ বাক্যপদীয়-গ্রন্থে—"অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্। বিবর্ত্ততেঽর্থ-ভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।।" (১-১)। এই প্রারম্ভ শ্লোকদ্বারাই বিবর্ত্তবাদ বা ব্রহ্মবাদ সূচিত করিয়াছেন। আবার তিনি বলিয়াছেন, "সম্বন্ধিভেদাৎ সত্তৈব ভিদ্যমানা গবাদিষু। জাতিরিত্যুচ্যতে তস্যাং সর্ব্বে শব্দা ব্যবস্থিতাঃ।।" (বাক্যপদীয়, ৩-৩৩)। এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে হেলারাজ বলিয়াছেন যে, "ইত্থঞ্চাত্র অদ্বয়নয়ে পরমার্থসত্যে সৈব জাতির্মহাসত্তাখ্যা পরব্রহ্মস্বভাবা, তস্যা এব গোত্বাদি জাতিভেদেন বিবর্ত্তে ব্যবহারঃ ইত্যাহ—সম্বন্ধিভেদাদিতি।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, অদ্বয়মতে এই পরমার্থ সত্য পরব্রহ্মস্বভাবা মহাসত্তাই জাতি-পদার্থ। এই মহাসত্তাই গোত্বাদি জাতিভেদে বিবর্ত্তে ব্যবহার হয়। একই মহাসত্তা গো, অশ্ব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্বন্ধিভেদপ্রযুক্ত ঔপাধিক ভেদযুক্ত হইয়া গোত্ব, অশ্বত্ব জাতিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্থাৎ গোসম্বন্ধিসত্তাই

গোত্বজাতি এবং অশ্বসম্বন্ধিসত্তাই অশ্বত্বজাতি। এইরূপে সমস্ত জাতি পরব্রহ্মস্বভাবা মহাসত্তা। সমস্ত শব্দই জাতিবাচক বলিয়া গবাদি শব্দ বাচকরূপেই মহাসত্তাতে ব্যবস্থিত আছে।

অনেকে ভর্ত্তৃহরির সময় ষষ্ঠ শতাব্দী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভর্ত্তৃহরিপ্রদর্শিত শব্দবিবর্ত্তবাদের মীমাংসাশাবরভাষ্যের বৃহতী নামক টীকায় মহামতি প্রভাকরমিশ্র বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া মীমাংসকমত অবলম্বনপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। বৃহতী টীকায় প্রভাকরমিশ্র ভর্ত্তৃহরিকে শব্দপরিণামবাদী বলিয়া বুঝিলে বৃহতী টীকায় প্রভাকর অবশ্যই তাহার উল্লেখ করিতেন এবং বৃহতী টীকার ব্যাখ্যাতৃগণও তাহার উল্লেখ করিতেন। প্রভাকরের পরবর্ত্তী কোনও ব্যাখ্যাতা ভর্ত্তৃহরির মতকে পরিণাম অভিপ্রায়ে ব্যাখ্যা করিলেও অতি প্রাচীন প্রভাকরমিশ্র ভর্ত্তৃহরিকে বিবর্ত্তবাদীই বুঝিয়াছিলেন। প্রভাকর বারম্বার এই শব্দবিবর্ত্তবাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তিপ্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে শব্দবিবর্ত্তবাদী বলিয়াছেন, "অবিদ্যামাতৃকেয়ম্ অতএব অবিদ্যা ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ" (বৃহতী, ১২৯ পৃঃ, মাদ্রাজ সং.)। এস্থলে বৃহতীর টীকায় শালিকানাথমিশ্র বলিয়াছেন যে, যদি এই বিবর্ত্তবাদে কোনও অনুপপত্তিই না থাকিত, তবে ত বিদ্যাই হইয়া যাইত; অনুপপন্ন অর্থের নামই ত অবিদ্যা। বৃহতী-গ্রন্থে শব্দবিবর্ত্তবাদী বলিয়াছেন "তস্মাদ্ বিবর্ত্তমেব-উপপন্নতরং মন্যামহে" (বৃহতী, ১৫৪ পৃঃ, মাদ্রাজ সং.)। তিনি আবার বলিয়াছেন, "সর্ব্বমেতদবিদ্যাজালম্।" অর্থভেদনিবন্ধন অর্থের প্রতিপাদক শব্দেরও ভেদ হওয়া উচিত, এইরূপ মীমাংসকের আশঙ্কাতে শব্দবিবর্ত্তবাদী বলিয়াছেন, শ্রোত্রাদির ভেদও অবিদ্যাকল্পিত। এজন্য সবই অবিদ্যা। এই শব্দবিবর্ত্তবাদিগণ ভেদমাত্রকেই অবিদ্যামূলক বলিয়াছেন। অভেদই পরমার্থ। "অবিদ্যানিবন্ধনো ভেদঃ, পরমার্থতস্তু অভেদ ইত্যাশয়ঃ" (বৃহতী, ১৫৬ পৃঃ, মাদ্রাজ সং.)। বৃহতীতে মীমাংসক শব্দব্রহ্মবাদীর উপর আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন, বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রই যদি অবিদ্যা হইল, তবে তাহা হইতে অভ্যুদয় হইবে কিরূপে? অবিদ্যা ত প্রত্যবায়েরই কারণ। ইহার উত্তরে শব্দব্রহ্মবাদী বলিয়াছেন যে, অবিদ্যা হইতেও যে অভ্যুদয় হয়, তাহাও মোক্ষকে অপেক্ষা করিয়া প্রত্যবায়ই বটে। লৌকিক প্রবৃত্তিকে অপেক্ষা করিয়াই বেদোক্ত কর্ম্মফলকে অভ্যুদয় বলা হইয়াছে। এই বৃহতী-গ্রন্থে শব্দব্রহ্মবাদী বৈয়াকরণকে বিবর্ত্তবাদীই বলা হইয়াছে। প্রভাকরের পরবর্ত্তী কেহ কেহ এই শব্দবিবর্ত্তবাদকে শব্দপরিণামবাদ অভিপ্রায়েও ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। আচার্য্য মণ্ডনমিশ্র ব্রহ্মসিদ্ধি-গ্রন্থে ভর্ত্তৃহরির মতানুসারে শব্দাদ্বৈতবাদ অতি বিশদরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। মণ্ডনমিশ্র ব্রহ্মসিদ্ধির ব্রহ্মকাণ্ডে শব্দের পরিণাম ও বিবর্ত্ত এই দুইটি কথার উল্লেখ করিলেও বিবর্ত্তই

তাঁহার সিদ্ধান্ত—ইহা স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। এই গ্রন্থের টীকাকার শঙ্খপাণিও ইহাই বলিয়াছেন, "আনন্দমেকমমৃতমজং বিজ্ঞানমক্ষরম্।" (ব্রহ্মসিদ্ধি, প্রারম্ভ শ্লোক)।

এই শ্লোকের অক্ষর-শব্দের ব্যাখ্যাতে শব্দবিবর্ত্তবাদই আচার্য্য মণ্ডনের সিদ্ধান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এজন্য অনেকে আচার্য্যমণ্ডনকে ভর্ত্তৃহরি-সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া মনে করেন। শব্দের পরিণাম স্বীকার করিলে অক্ষর-শব্দের যোগার্থ রক্ষিত হয় না। যাঁহার ক্ষরণ হয় না, তাঁহাকে অক্ষর বলে। পরিণাম স্বীকার করিলে ক্ষরণই স্বীকার করিতে হয়। ভগবান্ ভর্ত্তৃহরি তাঁহার বাক্যপদীয়ের ব্রহ্মকাণ্ডে "অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরং" বলিয়াছেন। এখানেও অক্ষর পদদ্বারা পরিণামবাদের নিরাস করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে ইষ্টসিদ্ধিকার বিমুক্তাত্মযতি এই শব্দাদ্বৈতবাদের খণ্ডনও করিয়াছেন। চিৎসুখী-গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকাকার নয়নপ্রসাদিনীতে স্বপক্ষের অনুকূলে এই ভর্ত্তৃহরির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন—শুদ্ধতত্ত্ব প্রপঞ্চের মূল হইতে পারে না। শুদ্ধতত্ত্বই প্রপঞ্চের মূল হইলে এই প্রপঞ্চের নিবৃত্তি হইতে পারিত না। এজন্য জ্ঞানজ্ঞেয়াদিরূপ প্রপঞ্চের অবিদ্যাই জননী। "অতএব ধাতুসমীক্ষায়াং ব্রহ্মবিৎপ্রকাণ্ডৈর্ভর্ত্তৃহরিভিরভিহিতম্। শুদ্ধতত্ত্বং প্রপঞ্চস্য ন হেতুরনিবৃত্তিতঃ। জ্ঞান-জ্ঞেয়াদিরূপস্য মায়ৈব জননী ততঃ।।" (চিৎসুখী-টীকা, ৬০ পৃঃ, বোম্বে সং.)। অন্যত্রও প্রামাণিকগণ ভর্ত্তৃহরির উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন. "যত্র দ্রষ্টা চ দৃশ্যঞ্চ দর্শনঞ্চ বিকল্পিতম্। তস্যৈবার্থস্য সত্যত্বং শ্রিতাস্ত্রয্যন্তবেদিনঃ।।" (বাক্যপদীয়)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, ত্রয্যন্তবাদী বেদান্তিগণ বলেন, যে পরমার্থ সত্য বস্তুতে দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শন কল্পিত হইয়াছে, সেই কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠান পরমার্থ বস্তুই মাত্র সত্য।

বৈয়াকরণ মতের আলোচনা

সম্প্রতি আমরা মহাভাষ্যকার প্রভৃতির মত সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া তাঁহাদের মতেরও অদ্বৈতসিদ্ধান্তে পর্য্যবসান প্রদর্শন করিব। মহাভাষ্যে এরূপ পূর্ব্বপক্ষ করা হইয়াছে যে, "কুলং পিপতিষতি" অর্থাৎ "অচেতন কুল পতিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে" এইরূপ লোকপ্রয়োগ সঙ্গত হয় কিরূপে? অচেতন কুলের ইচ্ছা হইতে পারে না। ইচ্ছা চেতনেরই ধর্ম্ম; অথচ "কুলং পিপতিষতি" এইরূপ শিষ্টপ্রয়োগ দেখা যায়। ইহার উত্তরে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বলিয়াছেন, সমস্ত বস্তুই চেতন। ইহা কেবল মহাভাষ্যকারের উক্তি নহে। ভগবান্ কাত্যায়নেরও ইহাই মত। আবার এই প্রকরণে সমস্ত

বস্তুর চৈতন্য প্রদর্শন অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন, "শৃণোত গ্রাবাণঃ" (প্রস্তরসকল শ্রবণ কর)। "সর্ব্বস্য বা চেতনত্বাৎ" (মহাভাষ্য এবং বার্ত্তিক, ৩-১-১)। ঋষিঃ পঠতি—"শৃণোত গ্রাবাণঃ" (৩-১-১)। মহাভাষ্যের এই কথার ব্যাখ্যায় কৈয়ট বলিয়াছেন, আত্মাদ্বৈতদর্শনে সমস্ত বস্তুকেই চেতন বলা হয়। "আত্মাদ্বৈতদর্শনে ইতি ভাবঃ" (৩-১-১ মহাভাষ্যপ্রদীপ)। পূর্ব্বোক্ত "শৃণোত গ্রাবাণঃ" এই বাক্যের ব্যাখ্যায়ও কৈয়ট বলিয়াছেন, বেদ সমস্ত ভাববস্তুর চৈতন্য প্রতিপাদন করেন। "ঋষিরিতি বেদঃ সর্ব্বভাবানাং চৈতন্যং প্রতিপাদয়তীত্যর্থঃ" (মহাভাষ্যপ্রদীপ, ৩-১-১)। পস্পশাহ্নিকে কৈয়ট বলিয়াছেন যে, অসত্য উপাধিযুক্ত ব্রহ্মতত্ত্বই দ্রব্য-শব্দের বাচ্য। ব্রহ্মদর্শনে গোত্বাদি জাতিও অসত্ত্বনিবন্ধন অনিত্যই বুঝিতে হইবে। কারণ পরিদৃশ্যমান সমস্তই আত্মা অর্থাৎ সমস্ত বস্তু আত্মরূপে সত্য হইলেও অসত্য উপাধিবিশিষ্টরূপে অসত্য,—ইহাই "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি উপনিষদ্‌বাক্যের অভিপ্রায়। "অসত্যোপাধ্যবচ্ছিন্নং ব্রহ্মতত্ত্বং দ্রব্যশব্দবাচ্যমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মদর্শনে চ গোত্বাদিজাতেরপি অসত্ত্বাৎ অনিত্যত্বম্। আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইতি বচনাৎ। (মহাভাষ্যপ্রদীপ, ১-১-১)।

মহামতি ভট্টোজিদীক্ষিত পাতঞ্জল মহাভাষ্যের নিজকৃত শব্দকৌস্তুভ নামক টীকা-গ্রন্থে নির্ণীত সিদ্ধান্তসকল শ্লোকাকারে নিবদ্ধ করেন। ভট্টোজিদীক্ষিতের ভ্রাতুষ্পুত্র কৌণ্ডভট্ট এই শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করেন। এই ব্যাখ্যা-সমন্বিত শ্লোকগুলি বৈয়াকরণভূষণ নামে প্রসিদ্ধ। বৈয়াকরণভূষণটীকা-গ্রন্থে মঙ্গল শ্লোকে কৌণ্ডভট্ট ভগবান্‌কে স্ফোটরূপে নির্দ্দেশ করিয়া তাহা হইতেই সমস্ত জগৎ বিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়াছেন,

"শ্রীলক্ষ্মীরমণং নৌমিগৌরীরমণরূপিণম্।
স্ফোটরূপং যতঃ সর্ব্বং জগদেতেদ্ বিবর্ত্ততে।।"

ভট্টোজিদীক্ষিত বৈয়াকরণভূষণে স্ফোটনিরূপণ-প্রস্তাবে বলিয়াছেন, প্রতি পদার্থের সত্য ও অসত্য দুইটি ভাগ আছে। সত্য ভাগ জাতি এবং অসত্য ভাগ ব্যক্তি। বাক্যপদীয়ের (বাক্যপদীয়, ৩-৩২) এই কারিকাটি ভট্টোজি উদ্ধৃত করিয়াছেন "সত্যাসত্যৌ তু যৌ ভাগৌ প্রতিভাবং ব্যবস্থিতৌ। সত্যং যৎ তত্র সা জাতিরসত্যা ব্যক্তয়ো মতাঃ।।" (বৈয়াকরণভূষণ, স্ফোটনির্ণয়, ৭৩ কারিকা)। ইহার ব্যাখ্যাতে কৌণ্ডভট্ট বলিয়াছেন, ব্যক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই জাতি। কৈয়ট আরও বলিয়াছেন, ব্রহ্মতত্ত্বই শব্দস্বরূপ প্রকাশমান হয়। বাক্যপদীয়ের উদ্ধৃতকারিকার ব্যাখ্যাতে কৌণ্ডভট্ট বলিয়াছেন, "প্রতিভাবং প্রতি পদার্থং, সত্যাংশো জাতিঃ, অসত্যাঃ ব্যক্তয়ঃ। তত্তদ্‌ব্যক্তিবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব জাতিরিতি ভাবঃ। উক্তঞ্চ কৈয়টেন—অসত্যোপাধ্যবচ্ছিন্নং ব্রহ্মতত্ত্বং দ্রব্যশব্দ-

বাচ্যমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মতত্ত্বমেব শব্দস্বরূপতয়া ভাতি ইতি চ।।" (৭৪ কারিকা, বৈয়াকরণভূষণ, স্ফোটনির্ণয়)। স্ফোটনির্ণয়ে ভট্টোজিদীক্ষিত বলিয়াছেন, এইরূপে নিষ্কর্ষ করিলে শব্দতত্ত্ব নিরঞ্জন ব্রহ্মই বটে। এজন্য শ্রুতিতে ব্রহ্মকে অক্ষর বলা হইয়াছে, "ইত্থং নিষ্কৃষ্যমাণং যৎ শব্দতত্ত্বংনিরঞ্জনম্। ব্রহ্মে-বেত্যক্ষরং প্রাহুস্তস্মৈ পূর্ণাত্মনে নমঃ" (স্ফোটনির্ণয়, ৭৪ কারিকা)। ইহার ব্যাখ্যাতে কৌণ্ডভট্ট বলিয়াছেন, ব্রহ্ম হইতে নাম ও রূপাত্মক জগৎ ব্যাকৃত হইয়াছে। সমস্ত বস্তুই নাম-রূপাত্মক। নাম ও রূপের সৃষ্টিই জগৎসৃষ্টি। রূপেরও যাহা তত্ত্ব, নামেরও তাহাই তত্ত্ব। এই তত্ত্বই ব্রহ্মরূপ। তথাপি নামরূপের যে প্রক্রিয়া. তাহা অবিদ্যাকল্পিত। বাক্যপদীয়ে ভর্তৃহরি বলিয়াছেন, শাস্ত্রসমূহে প্রক্রিয়াভেদে অবিদ্যাই উপবর্ণিত হইয়াছে। বস্তু-মাত্রই অনাদি ব্রহ্ম হইতে প্রসূত হইয়াছে। ব্রহ্মই সর্ব্বাত্মক পুরুষ ও স্বয়ং-প্রকাশ। তাঁহার প্রকাশেই সমস্ত বস্তুর প্রকাশ হইয়া থাকে, ইত্যাদি।

শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মের স্বপরপ্রকাশত্বসূচনা করিয়া যাহা হইতে অর্থ স্ফুটিত বা প্রকাশিত হয়—এইরূপ যোগলভ্য অর্থদ্বারা ব্রহ্মই স্ফোটশব্দ বাচ্য হইয়া থাকেন—ইহা সূচিত হইয়াছে। "অয়ং ভাবঃ—নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি শ্রুতিসিদ্ধা দ্বয়ী সৃষ্টিঃ, অত্র রূপস্যেব নাম্নোঽপি তদেব তত্ত্বম্। প্রক্রিয়াংশস্তু অবিদ্যাবিজৃম্ভণমাত্রম্ উক্তঞ্চ বাক্যপদীয়ে—শাস্ত্রেষু প্রক্রিয়াভেদৈরবিদ্যৈবোপ-বর্ণ্যতে। সমারম্ভস্তু ভাবানামনাদিব্রহ্ম শাশ্বতম্" ইতি। "ব্রহ্মৈব" ইত্যনেন "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ" "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধং স্বপরপ্রকাশত্বং সূচয়ন্ স্ফুটত্যর্থো যস্মাদিতি স্ফোট ইতি যৌগিক শব্দাভিধেয়ত্বং সূচয়তি" (কৌণ্ডভট্ট-টীকা, ৭৪ কারিকা)।

ভট্টোজিদীক্ষিত মহাভাষ্যের টীকা শব্দকৌস্তুভের প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে, যাহা হইতে অর্থ পরিস্ফুট হয়, তাহাই স্ফোট। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে মতভেদে অবিদ্যা বা ব্রহ্মই স্ফোট বস্তু। ভর্তৃহরি বলিয়াছেন, শাস্ত্রসমূহে প্রক্রিয়াভেদে অবিদ্যাই উপবর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এইরূপে কড়ি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া চিন্তামণির লাভ হইয়াছে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের এই আভাণক অনুসারে প্রদর্শিত শব্দবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রসঙ্গক্রমে ঔপনিষদ অদ্বৈত ব্রহ্মেও ব্যুৎপত্তি লাভ হইবে। এজন্য ভগবান্ ভর্তৃহরিও অদ্বৈত ব্রহ্মবিদ্যার উপযোগী বিবর্ত্তবাদাদিও প্রসঙ্গক্রমে ব্যুৎপাদিত করিয়াছেন। "তদেবং পক্ষ-ভেদেন অবিদ্যৈব ব্রহ্মৈব বা স্ফুটত্যর্থো যস্মাদিতি ব্যুৎপত্ত্যা স্ফোট ইতি স্থিতঃ। আহ চ শাস্ত্রেষু প্রক্রিয়াভেদৈরবিদ্যৈবোপবর্ণ্যতে। সমারম্ভস্তু ভাবানামনাদি ব্রহ্ম শাশ্বতমিতি চ। তদেবং বরাটিকান্বেষণায় প্রবৃত্তশ্চিন্তামণিং লব্ধবান্ ইতি বাশিষ্ঠরামায়ণোক্তাভাণকন্যায়েন শব্দবিচারায় প্রবৃত্তঃ সন্ প্রসঙ্গাদদ্বৈতে

ঔপনিষদে ব্রহ্মণ্যপি ব্যুৎপদ্যতামিত্যভিপ্রায়েণ ভগবান্ ভর্ত্তৃহরির্বিবর্ত্তবাদাদিকমপি প্রসঙ্গাদ্ ব্যুৎপাদয়ৎ" (১-১-১ শব্দকৌস্তুভ, স্ফোটস্বরূপ ব্যুৎপাদন)।

ভট্টোজিদীক্ষিত মহাভাষ্যের তাৎপর্য্যপ্রকাশক শব্দকৌস্তুভের মত শাঙ্করভাষ্যের তাৎপর্য্যপ্রকাশক তত্ত্বকৌস্তুভ-গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। ভট্টোজিদীক্ষিত ব্যাকরণ-গ্রন্থের মধ্যেও প্রসঙ্গক্রমে অদ্বৈত বেদান্তের অবতারণা করিয়াছেন। ভট্টোজির পৌত্র হরিদীক্ষিত সুপ্রসিদ্ধ শব্দরত্ন-গ্রন্থের প্রণেতা। ইনি বেদান্তসূত্রের একখানি বৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা অদ্বৈতবাদসম্মত। দ্বৈতবাদী মাধ্বগণের মত নিরাসের প্রয়াস ইহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। এই হরিদীক্ষিতের শিষ্য মহাবৈয়াকরণ নাগেশভট্ট বহু শাস্ত্রের টীকা-গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেও বেদান্তসূত্রের উপরেও একখানি বৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ কৌণ্ডভট্টের পিতা রঙ্গোজিভট্টও অদ্বৈতচিন্তামণি ও অদ্বৈতশাস্ত্রসারোদ্ধার নামক দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ের সকলেই অদ্বৈতবাদের বিস্তৃতি সাধন করিয়া অদ্বৈতবাদে শ্রদ্ধা দেখাইয়া গিয়াছেন।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে দুই বার মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ আম্নাত হইয়াছে। আর এই মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণেই "আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই অতিমহান্ উপদেশ আম্নাত হইয়াছে। আর এই মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ অবলম্বন করিয়াই ভারতের সমস্ত দার্শনিকগণ অনাত্মবস্তুর হেয়তাবধারণপূর্ব্বক পরমোপাদেয় আত্মতত্ত্বে বিশ্রান্তি লাভ করিবার জন্য নানাবিধ দার্শনিক স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। তাহাতে শরীরেন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তু প্রভৃতির বিশ্লেষণপূর্ব্বক তাহার হেয়তা বা দুঃখরূপতা দেখাইয়াছেন এবং আত্মস্বরূপ মোক্ষের পরমোপাদেয়তার কথা বলিয়াছেন। একমাত্র ভারতের দার্শনিকবৃন্দই মোক্ষের স্বরূপ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহার কারণ বেদই এই মোক্ষকথায় পরিপূর্ণ। বাৎস্যায়নভাষ্যে যে মোক্ষের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা "অজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম" (বৃঃ ৪-৪-২৫) এই শ্রুতিবাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ভাষ্যকার জীবের মোক্ষস্বরূপ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ কথা এই যে, ঋক্‌সংহিতা, যজুঃসংহিতা প্রভৃতি মন্ত্রগ্রন্থ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ প্রভৃতিতে অতিবিস্তৃতভাবে মোক্ষ আলোচিত হইয়াছে; আর এই প্রসঙ্গে ভোগের নিঃসারতাও বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিছুদিন হইল আমাদের দেশে কতকগুলি পণ্ডিতম্মন্য লোক আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে—ঋক্‌সংহিতা, যজুঃসংহিতা প্রভৃতি মন্ত্রগ্রন্থে মোক্ষের কথা ছিল না। পরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক প্রভৃতিতে ইহার আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের এই মিথ্যা কথা অজ্ঞ লোকেরা সত্য বলিয়াই

মনে করে। এই অজ্ঞ লোকদের কথায় যাঁহাদের কিছুমাত্র সন্দেহের উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের প্রতিবোধনের জন্য দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি।

ঋক্‌সংহিতার ২-৩-১৪ বর্গে অস্যবামীয় সূক্ত পঠিত হইয়াছে। এই সূক্তে অধ্যাত্মবিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হইয়াছে। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" এই প্রসিদ্ধ ঋক্‌মন্ত্রটিও এই সূক্তের অন্তর্গত। এই সূক্তে আত্মজ্ঞান, মোক্ষ প্রভৃতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঋক্‌সংহিতার ২-৩-২২ বর্গেও ব্রহ্মবাদ বলা হইয়াছে। ঋক্‌সংহিতার ৮-৩-১৭ বর্গে মায়াপ্রযুক্ত জীবেশ্বরভেদ বলা হইয়াছে এবং এই মন্ত্রটি বিবরণাচার্য্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। "ন তং বিদাথ য ইমা জজান অন্যদ্‌যুষ্মাকমন্তরং বভূব, নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা অসুতৃপঃ উক্‌থশাসশ্চরন্তি" (ঋ. সং. ৮-৩-১৭)। ঋক্‌সংহিতার ৪-৭-৩৩ বর্গে "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব" আত্মৈকত্বপ্রতিপাদক এই প্রসিদ্ধ মন্ত্রটি আম্নাত হইয়াছে। এই মন্ত্রটি বৃহদারণ্যকোপনিষদের ২য় অধ্যায়ের ৫ম ব্রাহ্মণের শেষভাগে "তদেতদ্‌ ঋষিঃ পশ্যন্নবোচৎ" বলিয়া বলা হইয়াছে। আবার ঋক্‌সংহিতার ৩-৩-২০ বর্গে ঐকাত্ম্য প্রতিপাদক "রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি" এই প্রসিদ্ধ মন্ত্রটি আম্নাত হইয়াছে। ঋক্‌সংহিতার ৮-৩-১৫ বর্গে সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বরের প্রতিপাদনের জন্য "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখঃ" এই প্রসিদ্ধ মন্ত্রটি আম্নাত হইয়াছে। ঋক্‌সংহিতার ৩-৬-১৫ বর্গে প্রসিদ্ধ বামদেবাখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে। এই আখ্যায়িকাতে সর্ব্বাত্মকত্বপ্রতিপাদক "অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ' এই প্রসিদ্ধ মন্ত্রটি আম্নাত হইয়াছে। আর ব্রহ্মসূত্রের ১-১-৩০ সূত্রে এই মন্ত্রটি উদ্ধৃত ও বিচারিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদের ১-৪-১০ খণ্ডে "তদ্ধৈতৎ পশ্যন্‌ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি।" এই মন্ত্রটি যে ঋক্‌সংহিতার তাহা কি বৃহদারণ্যকের অনুবাদকমণ্ডলী অবগত আছেন? এই মন্ত্রটি ঋক্‌সংহিতার তৃতীয় অষ্টকের ; কিন্তু অষ্টম অষ্টকের নহে। যাঁহারা ইউরোপীয় গুরুদের নিকট অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা কি বলেন? যাঁহারা বৃহদারণ্যক পড়ান, তাঁহারাই বা কি বলেন? বৃহদারণ্যকের ২-৫-১৬, ১৭, ১৮ এবং ১৯ খণ্ডে যে আধ্যাত্মিক ঋক্‌মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহা "তদেতদ্‌ ঋষিঃ পশ্যন্নবোচৎ" বলিয়া বলা হইয়াছে, সেই মন্ত্রগুলি যে ঋক্‌সংহিতার, এই খবর কি কেহ রাখেন? ঋক্‌সংহিতার ৩-১-২৭ বর্গে ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে। এই বর্গের সপ্তম মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন যে, "সাক্ষাৎকৃতপরতত্ত্বস্বরূপোঽগ্নিঃ দ্ব্যৃচেন আত্মনঃ সর্ব্বাত্মকত্বানুভবমাবিষ্করোতি।" ইহার অর্থ ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিয়া অগ্নি দুইটি ঋক্‌মন্ত্রদ্বারা নিজের সর্ব্বাত্মকত্বানুভব প্রকাশ করিতেছেন। ঋক্‌সংহিতার ৩-৬-১৬ বর্গে "গর্ভে নু সন্‌ অনু

এষামবেদম্ অহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা। শতং মা পুর আয়সীররক্ষন্ অধঃ শ্যেনো যবসা নিরদীয়ম্।" এই মন্ত্রটি আম্নাত হইয়াছে। এই মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ন একটি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া মন্ত্রের আশয় দেখাইয়াছেন, "শ্যেনভাবং সমাস্থায় গর্ভাদ্‌যোগেন নিঃসৃতঃ। ঋষির্গর্ভে শয়ানঃ সন্ ব্রূতে গর্ভে নু সন্নিতি।।" এই মন্ত্রের ভাষ্য আলোচনা করিলে ব্রহ্মবিদ্যার অসাধারণ মহিমা অবগত হওয়া যায়। আর যাঁহারা মনে করেন, বেদে জন্মান্তরের কথা নাই, তাঁহারাও এই মন্ত্রটি আলোচনা করিলে উপকৃত হইবেন। এইরূপ আরও অসংখ্যাত আধ্যাত্মিক মন্ত্র, যাহা ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনায় পরিপূর্ণ, তাহা ঋক্-সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। ঋক্‌সংহিতার ৮-৩-১৬ বর্গে বিশ্বপ্রপঞ্চের উপাদান ও নিমিত্তকারণ কি? এবং সমস্ত জগতের অধিষ্ঠাতা কে? এইরূপ মনীষিগণের নিকট প্রশ্ন করা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ২-৮-৯ সংখ্যায় বলা হইয়াছে। কিন্তু ঋক্‌সংহিতায় বলা হয় নাই। প্রশ্নমন্ত্রে "কিংস্বিদ্‌বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ. মনীষিনো মনসা পৃচ্ছতেদু তদ্‌যদধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্" ইহা বলা হইয়াছে। ইহার উত্তরে মন্ত্রে বলা হইয়াছে, "ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ। মনীষিণো মনসা বিব্রবীমি বঃ ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্।" (তৈ. ব্রা. ২-৮-৯)। যাঁহারা ব্রাহ্মণ হইতে মন্ত্রসংহিতাকে অত্যন্ত ভিন্ন মনে করেন, তাঁহারা এস্থলে কি বলিবেন? আর যে সমস্ত অজ্ঞ লোক মনে করেন, এই প্রশ্নের উত্তর মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিই খুঁজিয়া পান নাই, তাঁহারা "কিং স্বিদ্‌বনম্" এই মন্ত্রের অব্যবহিত পূর্ব্ব মন্ত্রটির দিকে দৃষ্টিপাত করুন,—মন্ত্রটি এই, "বিশ্বতশ্চক্ষু-রুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ সংবাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ" (ঋক্‌সংহিতা, ৮-৩-১৬)। এই মন্ত্রটি দ্বারাই উদয়নাচার্য্য পরমাণুকারণবাদের শ্রৌতত্ব সমর্থন করিয়াছেন। এই স্থান হইতেই মুক্তাবলীকার "দ্যাবাভূমী জনয়ন্" ইত্যাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন। অব্যবহিত পূর্ব্ব মন্ত্রে যে পরমকারণ ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, পরবর্ত্তী মন্ত্রে সেই ব্রহ্মসম্বন্ধেই প্রশ্ন করা হইয়াছে ; ইহা বাক্যের প্রকার-ভেদ মাত্র, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির অজ্ঞতা নহে। শুক্লযজুঃসংহিতার ৩১ অধ্যায়ের ১৮ মন্ত্রে "তমেব বিদিত্বাদিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" এই প্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক মন্ত্রটি আম্নাত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের ১৭ হইতে ২২ পর্য্যন্ত ৬টি মন্ত্র উত্তরনারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ। শুক্লযজুঃসংহিতার ২৩ অধ্যায়ের ৪৭ মন্ত্রে "কিংস্বিৎ সূর্য্যসমং জ্যোতিঃ?" এই প্রশ্ন করা হইয়াছে। ৪৮ মন্ত্রে ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে, "ব্রহ্ম সূর্য্যসমং জ্যোতিঃ"। ব্রহ্মাত্মতা স্বীকার না করিলে সূর্য্যের মত ব্রহ্ম সর্ব্বসাধারণ হইতে পারেন না। যাঁহারা

মনে করেন, সর্ব্বব্যাপী স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম পরবর্ত্তী কালে ভারতবর্ষে আসিয়াছে, আমরা এই মন্ত্রের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বেদে বহুধা ব্রহ্মতত্ত্বের ও মোক্ষের আলোচনায় পরিপূর্ণ থাকায় বৈদিক দার্শনিকগণও এই তত্ত্বের আলোচনায় দত্তচিত্ত হইয়াছেন। দার্শনিকগণ স্বকপোলকল্পিত তত্ত্ব দেখান নাই। বেদে আছে বলিয়াই তাহার বিশ্লেষণ করিয়া মানবসমাজকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। বেদে যাহা আছে, তাহাই দর্শনশাস্ত্রে আছে। দর্শনশাস্ত্রগুলি বেদের উপাঙ্গ, আর বেদের উপাঙ্গ বলিয়াই বৈদিক সিদ্ধান্ত প্রদর্শনের জন্য ভারতীয় দার্শনিকগণ সন্নদ্ধ হইয়াছেন। এজন্যই দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায় যে, ভারতীয় দার্শনিকগণের উপাদেয় তত্ত্বে তাঁহাদের মতবিরোধ নাই। তাহা থাকিতেও পারে না। আপাতদৃষ্টিতে যে মতভেদ ভাসমান হয়, তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সমস্ত দার্শনিকগণের সিদ্ধান্তের সমন্বয় প্রদর্শন করিবার জন্য আত্মতত্ত্ববিবেক-গ্রন্থের শেষভাগে আচার্য্য উদয়ন যে কথাগুলি বলিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রবন্ধের উপসংহার

আত্মতত্ত্ববিবেক-গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে (৯৩৫ পৃঃ, হইতে এসিয়াটিক সোসাইটি সং.), "আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"। মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণের এই সারতম উপদেশ ভারতীয় সর্ব্বশাস্ত্রের সার নির্য্যাস। ইহাতে ভারতীয় জনতার জীবনপ্রবাহ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণেও বলা হইয়াছে, "এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্"। আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। প্রিয়তমা মৈত্রেয়ীকে এই উপদেশ প্রদান করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য পারিব্রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই চরম উপদেশ বিবৃত করিবার জন্যই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র অসংখ্য ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনপ্রবাহের সম্পূর্ণ পরিচয়প্রদান সহস্র জীবনেও সম্ভবপর নহে। অনাদি কাল হইতে যে দার্শনিক চিন্তা ভারতবসুন্ধরাকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা দু-চার খানি গ্রন্থ লিখিয়া শেষ করা অসম্ভব। যাহা হউক, আত্মতত্ত্ববিবেকের শেষভাগে আচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন, মোক্ষের জনক আত্মসাক্ষাৎকারের কারণ আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। উপনিষদ্বাক্য-সমূহদ্বারা আত্মার শ্রবণ এবং শ্রুত অর্থের সম্ভাবিতত্ব প্রদর্শনের জন্য শ্রুত্যনুকূল যুক্তিসমূহদ্বারা শ্রুত অর্থের মনন এবং মননদ্বারা সম্ভাবিত অর্থের সাক্ষাৎকারের জন্য নিদিধ্যাসন। একই আত্মতত্ত্বের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিলে আত্মতত্ত্ব অপরোক্ষভাবে ভাসমান হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্বের

অপরোক্ষাবভাসই মোক্ষ। এই আত্মতত্ত্বের নিদিধ্যাসনে বা উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইলে অধিকারীর নিকটে সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ আত্মার বাহিরে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আর এই অবস্থাকে অবলম্বন করিয়াই কর্ম্মমীমাংসাশাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং বাহ্য অর্থে দৃষ্টির প্রাবল্যহেতু চার্ব্বাকমতের উত্থান ঘটিয়াছে। আর ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন, "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।" অনাত্মবস্তু গ্রহণপটু ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয়ই দর্শন করে; আত্মদর্শন করে না। এ অবস্থাতে এজন্যই চার্ব্বাকমতের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। যে দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম-মীমাংসকগণ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই দৃষ্টি নিবারণের জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, "কর্ম্মভির্মৃত্যুমৃষয়ো নিষেদুঃ, প্রজাবন্তো দ্রবিণমিচ্ছমানা, অথাপরে ঋষয়ো মনীষিণঃ পরং কর্ম্মভ্যোঽমৃতত্বমানশুঃ" (বাৎস্যায়নভাষ্য, ৪-১-৫৯)।

অনন্তর আত্মোপাসক উপাসনার প্রকর্ষবশতঃ আত্মাকে অর্থাকারে দর্শন করেন। তখন উপাসক দেখেন আমি সর্ব্বাত্মক। এই দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মপরিণামবাদ ত্রিদণ্ডীসিদ্ধান্ত পর্য্যবসিত হইয়াছে। আর বিজ্ঞানবাদী যোগাচার বৌদ্ধগণের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। এই "আত্মা"—যে অর্থাকার তাহা "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" এই শ্রুতিও প্রতিপাদন করিয়াছেন। উপাসক এই অবস্থায় বিশ্রান্ত না হউক, এজন্য শ্রুতি অর্থাকার আত্মস্বরূপের নিষেধ করিবার জন্য "অগন্ধমরসমচক্ষুরশ্রোত্রম্" ইত্যাদি বলিয়াছেন। আত্মার বিষয়াকারতার নিষেধে আত্মোপাসক বিষয়ের অভাব দর্শন করেন। তখন আর রূপ রসাদি বিষয়ের স্ফুরণ থাকে না। প্রপঞ্চরহিত আত্মস্বরূপ ভাসমান হয়। এই অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া বেদান্তদ্বারমাত্র উপসংহৃত হইয়াছে। ইহাই বেদান্তের প্রাথমিক অবস্থা বলিয়া উদয়ন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিষয়রহিত চিন্মাত্র বস্তু সম্ভাবিত নহে বলিয়া এই অবস্থা অবলম্বন করিয়া শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ স্বসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। এই নৈরাত্ম্যবাদের প্রতিপাদক "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিও উক্ত সিদ্ধান্তের অনুগ্রাহক রহিয়াছে। এই অবস্থা হইতে উপাসককে ব্যুত্থিত করিবার জন্য, নৈরাত্ম্য দৃষ্টি হইতে উপাসককে ঊর্দ্ধে উত্থিত করিবার জন্য "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ" ইত্যাদি শ্রুতি প্রবৃত্ত হইয়াছে। অনন্তর উপাসক আত্মার সহিত বিষয়ের বিবেকদর্শন করিয়া থাকে। এই বিবেকদর্শনকে লইয়াই সাংখ্যসিদ্ধান্ত উপসংহৃত হইয়াছে। আর শক্তিই বিশ্বজননী, আত্মা নির্লেপ এই সিদ্ধান্তের সমুত্থান ঘটিয়াছে। শ্রুতিও "প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা আত্মাকে নির্লেপ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই বিবেকদৃষ্টি প্রত্যাখ্যানের জন্য শ্রুতি "নান্যৎ সৎ" ইত্যাদি বলিয়াছেন অর্থাৎ আত্মবস্তু ভিন্ন অন্য কোন সৎ বস্তু নাই। এই অবস্থায় কেবল আত্মাই

প্রকাশমান থাকে। এই দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই অদ্বৈতমতের উপসংহার করা হইয়াছে। এই অবস্থা প্রতিপাদনের জন্য শ্রুতি "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইহা বলিয়াছেন। কেবল আত্মা বাক্য ও মনের অতীত। এই অবস্থা কখনও হেয় হইতে পারে না। এজন্য শ্রুতি ইহার প্রত্যাখ্যান করেন নাই। এই অবস্থায় যখন আত্মমাত্র প্রকাশমান থাকে, তখন বিষয়দর্শন হয় না। তাহার প্রতিপাদনের জন্য শ্রুতি—"ন পশ্যতীত্যাহুরেকীভবতি" ইত্যাদি বলিয়াছেন। বস্তুতঃ নিষেধমুখে বস্তুর প্রতিপাদনেও নিষিধ্যমান বস্তুর উল্লেখপূর্ব্বক বস্তুর প্রতিপাদন করিতে হয়। নিষিধ্যমান বস্তুর উল্লেখপূর্ব্বক পরমার্থবস্তুর প্রতিপাদন যথার্থ প্রতিপাদন নহে। এজন্য দ্বৈতনিষেধের উল্লেখপূর্ব্বক অদ্বৈতপ্রতিপাদন সমীচীন হইতে পারে না। এজন্য শ্রুতি নিষেধমুখে তত্ত্বপ্রতিপাদন হইতে বিরত করিবার জন্য "ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতম্" ইত্যাদি বলিয়াছেন। এই শ্লোকটির অনুরূপ একটি শ্লোক দক্ষস্মৃতির ৭ম অধ্যায়ের ৪৮ সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ ৪-১-৩ ব্রহ্মসূত্রের ভামতী ও কল্পতরুতেও "যদ্যদ্বৈতে ন তোষোঽস্তি মুক্ত এবাসি সর্ব্বদা" এইরূপ বলা হইয়াছে। সংক্ষেপশারীরকেও বলা হইয়াছে, "স্থিরমতিঃ পুরুষঃ পুনরীক্ষতে ব্যপগতদ্বিতয়ং পরমং পদম্" (২-৮৯)। এই অবস্থায় জীবের সমস্ত সংস্কার অভিভূত হইয়া যায় বলিয়া আর আত্মবিষয়ক সবিকল্পক জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। এজন্য আত্মবিষয়ক নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানই উদিত হয়। আত্মমাত্রবিষয়ক নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানই মোক্ষ-নগর প্রবেশের শ্রেষ্ঠতম দ্বার। এইখানেই ন্যায়দর্শন উপসংহৃত হইয়াছে। আর ইহাতেই চরম বেদান্তও উপসংহৃত হইয়াছে। আর এই অবস্থা প্রতি-পাদনের জন্য শ্রুতি "নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ স ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি, ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবলীয়ন্তে" (বাৎস্যায়নভাষ্য, ৪-১-৫৯) এইরূপ বলিয়াছেন। ইহার ব্যাখ্যাতে রঘুনাথ শিরোমণি বলিয়াছেন, চরম বেদান্তে যাহা বলা হইয়াছে, তদপেক্ষা আর অধিক কিছু বলিবার নাই—"শুদ্ধ-স্বপ্রকাশচিৎস্বরূপব্রহ্মপ্রতিপাদকবেদান্তানামুপসংহারঃ প্রতিপাদ্যান্তরবিরহাৎ।"

আমরা অতি সংক্ষেপে ভারতীয় বৈদিক দর্শনসমূহের সিদ্ধান্তরহস্য প্রদর্শন করিলাম। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বরূপ মহাসমুদ্রে নানা প্রবাহে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক স্রোতসমূহ মিলিত হইয়া একীভূত হইয়াছে। এই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বেই কেবল দর্শনশাস্ত্র নহে, পৃথিবীর সমস্ত বিদ্যা, জীব-জগতের সমস্ত চিন্তাধারা, প্রাণিপুঞ্জের অসংখ্য কামনারাশি ইহাতে বিলীন হইয়াছে। এই অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বই সমস্ত শাস্ত্রের, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সার হইতেও সারতম। যাহারা এই ব্রহ্মতত্ত্বের বিদ্বেষভাজন, তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মহামতি খণ্ডনকার শ্রীহর্ষ বলিয়াছেন,

"ধীধনা বাধনায়াস্যাস্তদা প্রজ্ঞাং প্রযচ্ছথ।
ক্ষেপ্তুং চিন্তামণিং পাণিলব্ধমব্ধৌ যদীচ্ছথ।।"
(২২ কারিকা, ২২৩ পৃঃ, চৌখাম্বা সং.)

হে ধীধন পণ্ডিতবর্গ! এই অদ্বৈতবুদ্ধিরও খণ্ডনের জন্য নিজের বুদ্ধিকে তবেই নিয়োজিত করিও, যদি হস্তলব্ধ চিন্তামণিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার মত দুর্ভাগ্য তোমাদের হইয়া থাকে। খণ্ডন-গ্রন্থেও বলা হইয়াছে যে, "বস্তুতস্তু বয়ং প্রপঞ্চসত্ত্বব্যবস্থাপনবিনিবৃত্তাঃ স্বতঃসিদ্ধে চিদাত্মনি ব্রহ্মতত্ত্বে কেবলে ভরমবলম্ব্য চরিতার্থাঃ সুখমাস্মহে" (১৩১ পৃঃ, কাশী সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, আমরা অদ্বৈতবাদিগণ জগৎপ্রপঞ্চের সত্ত্বব্যবস্থাপনে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল স্বপ্রকাশ ব্রহ্মতত্ত্বে সমস্ত আস্থাস্থাপন করিয়া নিরুদ্বিগ্ন রহিয়াছি।

প্রবন্ধ সমাপ্ত

14—1877 B.

প্রবন্ধে উদ্ধৃত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের নাম

ন্যায়সূত্র ---	--- অক্ষপাদ
নিরুক্ত ---	--- যাস্ক
রেখাগণিত ---	---
জৈমিনিসূত্র ---	--- জৈমিনি
গীতার ভূমিকা ---	--- বালগঙ্গাধর তিলক
বৈশেষিকসূত্র ---	--- কণাদ
ঐ ভাষ্য ---	--- প্রশস্তপাদ
তাৎপর্য্যটীকা ---	--- বাচস্পতিমিশ্র
যোগসূত্র ---	--- পতঞ্জলি
ন্যায়সূচীনিবন্ধ ---	--- বাচস্পতিমিশ্র
ন্যায়বার্ত্তিক ---	--- উদ্দ্যোতকর
ভাস্করভাষ্য ---	-- ভগবদ্ভাস্কর
ন্যায়ভাষ্য ---	--- বাৎস্যায়ন
তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি ---	--- উদয়নাচার্য্য
অর্থ শাস্ত্র ---	--- কৌটিল্য
ন্যায়মঞ্জরী ---	--- জয়ন্তভট্ট
পরিশুদ্ধিপ্রকাশ ---	--- বর্দ্ধমানোপাধ্যায়
ন্যায়সার ---	--- ভাসর্ব্বজ্ঞ
ঐ টীকা ---	--- জয়সিংহসূরি
শ্লোকবার্ত্তিকের কাশিকাটীকা	--- সুচরিতমিশ্র
কিরণাবলী ---	--- উদয়নাচার্য্য
ঐ প্রকাশ ---	--- বর্দ্ধমানোপাধ্যায়
মানমেয়োদয় ---	--- নারায়ণ
শাস্ত্রদীপিকা ---	--- পার্থসারথি
আত্মতত্ত্ববিবেক ---	--- উদয়নাচার্য্য
ব্রহ্মসিদ্ধি ---	--- মণ্ডনমিশ্র
প্রমাণমালা ---	--- আনন্দবোধভট্টারক
তত্ত্বকৌমুদী ---	--- বাচস্পতিমিশ্র
বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ	
তর্করহস্যদীপিকা (ষড় দর্শনসমুচ্চয় টীকা) ---	--- গুণরত্ন
তন্ত্রবার্ত্তিক ---	--- কুমারিলভট্ট

বঙ্গে নব্য ন্যায়চর্চা ---	--- দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
ন্যায়সূত্রবিবরণ ---	--- রাধামোহন গোস্বামী
যথার্থমঞ্জরী ---	--- রামানন্দতীর্থ স্বামী
অদ্বৈতরত্নরক্ষণ ---	--- মধুসূদনসরস্বতী
মনুসংহিতা	-- মনু
প্রস্থানভেদ (মহিম্নস্তোত্রের টীকা)	--- মধুসূদন
ন্যায়কন্দলী ---	--- শ্রীধরাচার্য্য
অদ্বয়সিদ্ধি ---	--- ঐ
লীলাবতী ---	--- শ্রীবল্লভাচার্য্য
সেতুটীকা ---	--- পদ্মনাভমিশ্র
প্রত্যক্তত্বপ্রদীপিকা (চিৎসুখী)	--- চিৎসুখাচায্য
নয়নপ্রসাদিনী (ঐ টীকা)	--- প্রত্যগ্ রূপ
ভাস্করীয় ভাষ্য ---	--- ভগবদ্ভাস্কর
ভেদরত্ন ---	--- শঙ্করমিশ্র
বৈশেষিকসূত্রের উপস্কার ---	--- ঐ
সাংখ্যকারিকা ---	--- ঈশ্বরকৃষ্ণ
ব্যোমবতী (প্রশস্তপাদভাষ্যটীকা)	--- ব্যোমশিবাচার্য্য
কুসুমাঞ্জলি ---	--- উদয়নাচার্য্য
সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ ---	--- অপ্পয়দীক্ষিত
কল্পলতা ---	--- শঙ্করমিশ্র
পঞ্চপাদিকা ---	--- পদ্মপাদ
মীমাংসাভাষ্য ---	--- শবরস্বামী
(ঐ ভাষ্যটীকা) বৃহতী ---	--- প্রভাকর
গীতা ---	--- কৃষ্ণদ্বৈপায়ন
পঞ্চিকা ---	--- শালিকনাথ
সিদ্ধান্তবিন্দু ---	--- মধুসূদন
ন্যায়রত্নাবলী ---	--- গৌড়ব্রহ্মানন্দ
শাঙ্করভাষ্য ---	--- শঙ্করাচার্য্য
ভামতী ---	--- বাচস্পতিমিশ্র
কল্পতরু ---	--- অমলানন্দ
ব্রহ্মসূত্র ---	--- বাদরায়ণ
বিধিবিবেক ---	--- মণ্ডনমিশ্র
ন্যায়কণিকা ---	--- বাচস্পতিমিশ্র
যুক্তিদীপিকা (সাংখ্যকারিকার ব্যাখ্যা)	---
নয়বিবেক ---	--- ভবনাথমিশ্র
নয়বিবেকটীকা ---	--- রবিদেব

পাতঞ্জলভাষ্য	বেদব্যাস
মহাভারত	ঐ
ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি	ভগবান্ উপবর্ষ
বৃহদারণ্যকভাষ্য	ভর্তৃপ্রপঞ্চ
ভাস্করমতানুসারীগ্রন্থকার	কেশব
ছান্দোগ্য (বাক্য)	ব্রহ্মনন্দী
মনুসংহিতাটীকা	কুল্লুকভট্ট
ধর্ম্মসূত্র	আপস্তম্ব
বৃহদারণ্যক উপনিষৎ	
বৃহদারণ্যক বার্ত্তিক	সুরেশ্বরাচার্য্য
ঐ টীকা	আনন্দগিরি
সংক্ষেপশারীরক	সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি
ব্রহ্মসূত্রভাষ্য	শ্রীকণ্ঠ
শিবার্কমণিদীপিকা	অপ্পয়দীক্ষিত
শিবাদ্বৈতনির্ণয়	ঐ
বাক্যপদীয়	ভর্তৃহরি
ঐ ব্যাখ্যা	হেলারাজ
বৃহতীব্যাখ্যা	শালিকনাথ
ব্রহ্মসিদ্ধির টীকা	শঙ্খপাণি
ইষ্টসিদ্ধি	বিমুক্তাত্মযাত
মহাভাষ্য	পতঞ্জলি
ঐ প্রদীপটীকা	কৈয়ট
শব্দকৌস্তভ	ভট্টোজি দীক্ষিত
ঐ ব্যাখ্যা (বৈয়াকরণভূষণ)	কৌণ্ডভট্ট
তত্ত্বকৌস্তভ	ভট্টোজি দীক্ষিত
শব্দরত্ন	হরি দীক্ষিত
অদ্বৈতচিন্তামণি	রঙ্গোজিভট্ট
অদ্বৈতসারোদ্ধার	ঐ
আত্মতত্ত্ববিবেকের টীকা	রঘুনাথ শিরোমণি
বিবরণ	প্রকাশাত্ম যতি

New Publications of the University of Calcutta

1. **Lalana-Gitika** (লালন-গীতিকা) (in Bengali) [462 Songs of Lalan Shah Fakir with অর্থসঙ্কেত and শব্দসূচী], Edited by Dr. Matilal Das, M.A., B.L., Ph.D. and Sri Pijushkanti Mahapatra, M.A. Demy 8vo pp. 352+34. 1958. Rs. 7.00.

2. **Kavi Krishnaram Daser Granthavali** (কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী) (in Bengali), Edited by Dr. Satyanarayan Bhattacharyya, M.A., D.Phil. Demy 8vo pp. 228. 1958. Rs. 10.00.

3. **Egarati Bangla Natya-granther Drisya-nidarsan** (এগারটী বাংলা নাট্যগ্রন্থের দৃশ্যনিদর্শন) (in Bengali), Edited by Amarendra Nath Roy. D/Demy 16mo pp. 286+4. 1958. Rs. 6.00.

(চণ্ডী নাটক, কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব, বিধবা-বিবাহ নাটক, বোধেন্দু-বিকাশ, সাবিত্রী-সত্যবান নাটক, একেই কি বলে সভ্যতা, নীলদর্পণ, প্রণয়-পরীক্ষা নাটক, নয়শো রূপেয়া, শরৎ-সরোজিনী ও হামির হইতে উদ্ধৃত কয়েকটী দৃশ্য।)

4. **Prachin Kaviwalar Gan** (প্রাচীন কবিওয়ালার গান) (in Bengali), [Songs of more than 80 Kaviwalas], Edited by Sri Prafulla Chandra Pal, M.A. D/Demy 16mo pp. 565+114. 1958. Rs. 15.00.

5. **Studies in Indian Antiquities** (2nd edition), by Dr. Hemchandra Raichaudhury, M.A., Ph.D. Royal 8vo pp. 328+10. 1958. Rs. 15.00.

6. **A Sino-English Reader** (A Reader for Students in Chinese), by Dr. Nagendranarayan Roy Chowdhury, M.A., Ph.D. Royal 8vo pp. 194+42. 1958. Rs. 20.00.

7. **Kavikankan-Chandi** (কবিকঙ্কণ-চণ্ডী), Part I, (in Bengali) (New Edition—Reprint), Edited by Prof. Srikumar Banerjee, M.A., Ph.D. and Sri Biswapati Chowdhury, M.A. Demy 8vo pp. 453+61. 1958. Rs. 10.50

8. **University Calendar,** Part I, 1956. Rs. 10.00.

9. **Maimansingha-gitika** (মৈমনসিংহ-গীতিকা) (or পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা, প্রথম খণ্ড, ২য় সংখ্যা) (in Bengali) (3rd edition), by Rai Bahadur Dineschandra Sen. Royal 8vo pp. 392+44. 1958. Rs. 12.00.

10. **Light and Matter** (2nd edition), by Sri B. M. Sen. D/C 16mo pp. 74+8. 1958. Rs. 3.00.

11. **Intermediate Hindi Selections,** Part I, (Reprint). 1958. .75nP.

12. **C. U. Act with Statutes** (Amended up to Nov., 1957). 1957. Re. 1.00.

13. **The History of Hindu Law.** (Tagore Law Lectures), by Dr. Radhabinod Pal, M.A., LL.D. Royal 8vo pp. 446+10. 1958. Rs. 15.00.

14. **An Introduction to Tantric Buddhism** (2nd edition), by Prof. Sasibhushan Das Gupta, M.A., Ph.D. 1958. Rs. 8.00.

15. **The Ideal Element in Law** (Tagore Law Lectures, 1948), by Roscoe Pound. Royal 8vo pp. 370+14. 1958. Rs. 20.00.

16. **Calendar, 1953, Part II, Vol. I** (containing names of persons on whom Honorary Degrees have been conferred and List of Graduates [Ph.D., D.Sc., D.Litt., M.A., M.Sc., B.A. (Hons.), and B.Sc. (Hons.)] during 1930-1952). 1958. Rs. 10.00.

17. **Vaishnav Padavali** (বৈষ্ণব পদাবলী) (6th edition) (in Bengali). 1958. Rs. 4.00.